কুরআনের বর্ণনায় শয়তান

পরিচয় ও পরিত্রাণ

মাওলানা হাবীবুর রহমান মুনীর নদভী

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক
https://t.me/islaMic_fdf

কুরআনের বর্ণনায় শয়তান

মাওলানা হাবীবুর রহমান মুনীর নদভী

কুরআনের বর্ণনায় শয়তান

পরিচয় ও পরিত্রাণ

মাওলানা হাবীবুর রহমান মুনীর নদভী

প্রকাশনায়

রাহনুমা প্রকাশনী ™

কুরআনের বর্ণনায় শয়তান : পরিচয় ও পরিত্রাণ

লেখক --------> মাওলানা হাবীবুর রহমান মুনীর নদভী

প্রথম প্রকাশ --------> একুশে বইমেলা ২০২২

প্রচ্ছদ --------> মুহা. মাহমুদুল ইসলাম

মুদ্রণ --------> জনপ্রিয় কালার প্রিন্টার্স
প্যারিদাস লেন, ঢাকা-১১০০

একমাত্র পরিবেশক --------> **রাহনুমা প্রকাশনী**
ইসলামী টাওয়ার, ৩২/এ, আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা
যোগাযোগ : ০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১৯৭২-৫৯৩৩৪৯

মূল্য : ২৪০.০০ (দুইশ চল্লিশ টাকা) মাত্র

Quraner Bornonay Shaytan : Porichoy o poritran
Written by: Mawlana Habibur Rahman Munir Nadwi.
Market & Published by: Rahnuma Prokashoni. Price. Tk. 240.00, US $ 5.00 only.

ISBN : 978-984-93857-0-0
E-mail : rahnumaprokashoni@gmail.com
Web : www.rahnumabd.com

উৎসর্গ

আব্বা-আম্মা ও আসাতিযায়ে কিরামের অনন্ত কল্যাণের প্রত্যাশায়–
যাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ ও মুহাব্বাত আমার সৌভাগ্য-সোপান।

–সংকলক

ভূমিকা

আল্লাহর বান্দাকে আল্লাহবিমুখ করাই হল শয়তানের কাজ। মানুষের অন্তরে অন্যায় ও অসত্যের বীজ বপন করে শয়তান তাকে গর্হিত ও অশ্লীল কাজের প্ররোচনা দেয়। তারপর তাকে আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত করে কুফর ও শিরক পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। আর পরিশেষে তার মন্দকর্ম তার কাছে শোভনীয় করে তার সুপথে ফেরার সম্ভবনা শেষ করে দেয়।

প্রথম মানব হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে সকল নবী-রাসূলের উম্মতকে গোমরাহ করার লক্ষ্যে শয়তানের নানা অপতৎপরতার কথা আল্লাহ তাঁর ঐশীগ্রন্থ কুরআনে উল্লেখ করেছেন।

সমগ্র কুরআনের ৬৯টি স্থানে 'শয়তান' প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে সেসব প্রসঙ্গের বর্ণনায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শয়তানের পরিচয় ও তার অনিষ্ট থেকে পরিত্রাণের উপায় বিবৃত হয়েছে। গ্রন্থটির সুস্থির অধ্যয়ন পাঠককে শয়তানের অনিষ্ট থেকে পরিত্রাণের পথ দেখাবে-এই প্রত্যাশা নিয়েই এই সংকলন। সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের বিশুদ্ধ ও সরল অনুবাদ এবং নির্ভরযোগ্য তাফসীরের আলোকে আলোচনাসমূহ উপস্থাপিত হয়েছে।

গ্রন্থ সংকলনের বিভিন্ন স্তরে যাদের সহযোগিতা পেয়েছি তাদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। রাহনুমা প্রকাশনীকে ধন্যবাদ যে, তারা সাগ্রহে গ্রন্থখানি মুদ্রণ ও বিপণনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এ মুহূর্তে বিশেষভাবে মনে পড়ছে রাহনুমার উপদেষ্টা সম্পাদক মরহুম মাওলানা মাসউদুর রহমান ভাইয়ের কথা। আল্লাহ তাকে মাগফেরাত ও দারাজাত নসীব করুন।

পরম করুণাময় যেন অধম সংকলকের এই নগণ্য প্রয়াসকে শয়তানের অনিষ্ট থেকে বাঁচার অবলম্বনরূপে কবুল করেন এবং আমাদের সকলকে আজীবন শয়তানের চক্রান্ত থেকে রক্ষা করেন। আমীন।

মুহতাজে দুআ-

হাবীবুর রহমান মুনীর নদভী

মা'হাদুললুগাহ আলআরাবিয়্যাহ

আশরাফাবাদ, ঢাকা।

১০ মুহাররম, ১৪৪৩ হিজরী।

সূচিপত্র

الشيطان -এর শব্দ পরিচয়—১৩
আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি আল্লাহর, বিতাড়িত শয়তান থেকে—১৪
আলোচনা-১ : অকৃজ্ঞতা ও আত্মম্ভরিতা—১৫
আলোচনা-২ : অশ্লীল ও মন্দ কর্মের প্ররোচনা—১৯
আলোচনা-৩ : পূর্ণরূপে ইসলাম পালনে বাধাপ্রদান—২১
আলোচনা-৪ : দারিদ্র্যের আশঙ্কা সৃষ্টি—২৩
আলোচনা-৫ : সুদের বৈধতা—২৫
আলোচনা-৬ : সদ্যোজাত শিশুও শয়তানের লক্ষ্যস্থল—২৮
আলোচনা-৭ : কৃতকর্ম দ্বারা মুমিনের পদস্খলন—৩০
আলোচনা-৮ : গায়রুল্লাহ-ভীতি সৃষ্টি—৩১
আলোচনা-৯ : কৃপণতা ও লোকদেখানো দানের প্ররোচনা—৩৩
আলোচনা-১০ : তাগুতের বিচারপ্রার্থী করা—৩৫
আলোচনা-১১ : শয়তানের চক্রান্তের দুর্বলতা—৩৮
আলোচনা-১২ : আল্লাহর অনুগ্রহ বঞ্চিতের পরিণাম—৪০
আলোচনা-১৩ : মিথ্যাবাসনা প্রক্ষেপণ ও সৃষ্টির বিকৃতিসাধন—৪২
আলোচনা-১৪ : মদ, জুয়া সবই শয়তানপ্রসূত—৪৩
আলোচনা-১৫ : হৃদয়ের কঠিনতা ও মন্দকর্মের শোভনীয়তা—৪৭
আলোচনা-১৬ : আল্লাহর স্মরণ-বিমুখতা—৪৯
আলোচনা-১৭ : কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ—৫১
আলোচনা-১৮ : চমকপ্রদ মিথ্যা প্রক্ষেপণ—৫৩
আলোচনা-১৯ : অন্যায় কলহ-বিবাদের প্ররোচনা—৫৫

আলোচনা-২০ : আত্মম্ভরিতা ও আত্মমুগ্ধতা—৫৭
আলোচনা- ২১ : প্রসূত প্রতারণা মৌখিক হিতাকাঙ্ক্ষা—৬০
আলোচনা- ২২ : নগ্নতা ও অশ্লীলতার প্ররোচনা—৬৩
আলোচনা-২৩ : কুপ্রবৃত্তির অনুগমন ও সত্যবিচ্যুতি—৬৬
আলোচনা-২৪ : শয়তানের কুমন্ত্রণার ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি—৬৮
আলোচনা-২৫ : মুমিনের অন্তরে নিরাশা সৃষ্টি—৭০
আলোচনা-২৬ : প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও সাহায্যত্যাগ—৭২
আলোচনা-২৭ : হিংসা ও পারস্পরিক শত্রুতা—৭৪
আলোচনা-২ ৮: কর্তব্য-বিস্মৃতির উৎস—৭৬
আলোচনা-২৯ : পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষের প্রবণতা—৭৮
আলোচনা-৩০ : প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের প্রতারণা—৮০
আলোচনা-৩১ : আসমানী ফয়সালা শোনার অপচেষ্টা—৮২
আলোচনা-৩২ : মানবীয় কুপ্রবৃত্তির পৃষ্ঠপোষকতা—৮৩
আলোচনা-৩৩ : অপচয়-প্রবণতা প্রক্ষেপণ—৮৭
আলোচনা-৩৪ : পারস্পরিক বিভেদ সৃষ্টি—৮৯
আলোচনা-৩৫ : সন্তান ও সম্পদের উপর প্রভাব বিস্তার—৯১
আলোচনা-৩৬ : কাফের মুশরিকদের অভিভাবকত্ব—৯৫
আলোচনা-৩৭ : দায়িত্ব ও কর্তব্য বিস্মৃত করা—৯৬
আলোচনা-৩৮ : পরোক্ষ উপাস্য—৯৮
আলোচনা-৩৯ : শয়তানও তার অনুসারীদের সম্মিলন—৯৯
আলোচনা-৪০ : কাফেরদের গুরুতরভাবে প্রলুব্ধ করণ—১০১
আলোচনা-৪১ : আল্লাহর নাফরমানির প্ররোচনা ও অলীক কল্পনায় প্রলুব্ধ করণ—১০২
আলোচনা-৪২ : আল্লাহর নবীর শান—১০৫
আলোচনা-৪৩ : খোদাদ্রোহীদের জাহান্নামের পথ প্রদর্শন—১০৬

আলোচনা-৪৪ : কুমন্ত্রণা প্রক্ষেপণ ও আল্লাহ-বিমুখতা—১০৮
আলোচনা-৪৫ : শয়তানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপস্থিতি—১১১
আলোচনা-৪৬ : নাফরমানিতে লিপ্ত মানুষের অসহায়ত্ব—১১২
আলোচনা-৪৭ : ইবলীস ও তার অনুসারীদের পরিণাম—১১৪
আলোচনা-৪৮ : ওহী বহনে শয়তানদের অযোগ্যতা—১১৫
আলোচনা-৪৯ : সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ—১১৬
আলোচনা-৫০ : মন্দ কর্ম শোভন করা—১১৭
আলোচনা-৫১ : কল্যাণ উদ্দেশ্যকে মন্দে পরিণত করা—১১৯
আলোচনা-৫২ : মন্দ কর্ম শোভন করে আল্লাহ-বিমুখতা সৃষ্টি—১২১
আলোচনা-৫৩ : শয়তানের আহ্বান—১২৩
আলোচনা-৫৪ : শয়তানের অনুমানের যথার্থতা—১২৫
আলোচনা-৫৫ : পার্থিব জীবনের মোহ—১২৭
আলোচনা-৫৬ : শয়তানের শত্রুতার নিদর্শন—১২৯
আলোচনা-৫৭ : শয়তানের অবয়ব-আকৃতি—১৩১
আলোচনা-৫৮ : ঐশী প্রত্যাদেশ শ্রবণের অপচেষ্টা—১৩২
আলোচনা-৫৯ : শয়তানদের উপর নবীর কর্তৃত্ব—১৩৪
আলোচনা-৬০ : যন্ত্রণাগ্রস্ততা ও আল্লাহ-বিমুখতা—১৩৫
আলোচনা-৬১ : অকৃজ্ঞতা, অবাধ্যতা ও দাম্ভিকতা—১৩৭
আলোচনা-৬২ : কুমন্ত্রণার সর্বাত্মক আগ্রাসন—১৪০
আলোচনা-৬৩ : কল্যাণ বিস্তারে বাধা সৃষ্টি—১৪২
আলোচনা-৬৪ : মিথ্যা আশার মোহাবিষ্টতা—১৪৩
আলোচনা-৬৫ : গোপন পরামর্শের উৎস—১৪৫
আলোচনা-৬৬ : আল্লাহর স্মরণ বিস্মৃতি শয়তানের প্রভাব—১৪৭
আলোচনা-৬৭ : শয়তান কর্তৃক সম্পর্কছিন্নতা—১৪৯

আলোচনা-৬৮ : কুরআন সুনিশ্চিত ঐশী বাণী—১৫১
আলোচনা-৬৯ : লোকচক্ষুর অন্তরালে কুমন্ত্রণা—১৫৩
স্বভাব পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য—১৫৫
শয়তানের অনিষ্ট থেকে পরিত্রাণ লাভের দুআ—১৫৮

بسم الله الرحمن الرحيم

الشيطان -এর শব্দ পরিচয়

আরবী ভাষায় 'শয়তান' শব্দটির আভিধানিক অর্থে দূরবর্তিতা ও প্রজ্বলনের অর্থ বিদ্যমান। প্রথম অর্থ বিবেচনায় শয়তান হল আল্লাহর রহমত থেকে দূরবর্তী সত্তা। আর দ্বিতীয় অর্থে সে মানুষের প্রতি ক্রোধাগ্নিতে প্রজ্বলিত সত্তা। অবশ্য আভিধানিক অর্থ বিবেচনায় আরবীতে শব্দটি দুর্বিনীত মানব-দানব বা অন্য প্রাণীর ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[১] শয়তান শব্দের হিব্রুরূপ **'সাতান'** তাওরাতে বিদ্যমান। সাতান অর্থ শত্রু বা দুশমন। আর হিব্রু ভাষায় তার আভিধানিক অর্থে রয়েছে রোধ করা ও বিরোধিতা করার অর্থ ।

গ্রীক ভাষায় শয়তানের প্রতিশব্দ হল 'দিয়াবলস' যার অর্থ পরনিন্দাকারী। ইংরেজী 'ডেভিল' শব্দটি মূলত তারই পরিবর্তিত রূপ।

শয়তানের জন্য কুরআনে ব্যবহৃত অপর নাম-শব্দ হল ইবলীস। যার আভিধানিক অর্থ নিরাশ ও হতবুদ্ধি।

বিভিন্ন ভাষায় ব্যবহৃত উল্লিখিত অর্থসমূহ শয়তানের সত্তাগত বৈশিষ্ট্য ও পরিচয় অনুধাবনে সহায়ক।

---

১. কুরআনের একাধিক আয়াতে তার দৃষ্টান্ত রয়েছে।

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি আল্লাহর, বিতাড়িত শয়তান থেকে

ব্যাখ্যা—এ বাক্যে 'শয়তান' শব্দটিকে [الرجيم] বিশেষণযুক্ত করার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হল, প্রত্যেক আদম সন্তানকে একথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে, আল্লাহর হুকুম অমান্য করে তোমাদের আদি পিতা আদম আ.কে সিজদা না করার কারণেই শয়তান অভিশপ্ত ও বিতাড়িত হয়েছে। তারপর সে আদম-হাওয়াকে আ. আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনে প্ররোচিত করেছে এবং তাদেরকে বিবস্ত্র ও লাঞ্ছিত করে জান্নাত থেকে দুনিয়ার কষ্ট-ক্লেশে নিপতিত করেছে। এভাবে শয়তান তাদের প্রতি তার প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেছে। এরপর সে শপথ করেছে সকল আদমসন্তানকে পথভ্রষ্ট করার এবং অবকাশপ্রাপ্ত হয়েছে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত। আদম সন্তানের বিরুদ্ধে তার প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য সে সকল উপায়-উপকরণপ্রাপ্ত হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ-নির্দেশিত এই প্রার্থনাবাক্য পাঠ করার সময় আদম-সন্তানকে স্মরণ রাখতে হবে শয়তানের বিতাড়িত হওয়ার মূল কারণ এবং তার সামর্থ্য-সক্ষমতা, অনিষ্টপ্রবণতা, প্রতিশোধ-পরায়ণতা ও প্রকাশ্য শত্রুতার কথা। পক্ষান্তরে 'আল্লাহ' শব্দকে বিশেষণমুক্ত রাখার তাৎপর্য হল, বান্দার অন্তরে আল্লাহর সত্তাপরিচয়ের শক্তি ও ব্যাপ্তির অনুভূতি প্রবলভাবে জাগ্রত করা। অর্থাৎ কোনো বিশেষণে বিশেষিত হওয়া ব্যতীতই তাঁর পবিত্র সত্তা বান্দার যে কোনো বিপদ ও বিপন্নতার ক্ষেত্রে পরম আশ্রয়।

বি:দ্র: কোরআন তিলাওয়াতের পূর্বে أعوذ بالله من الشيطان الرجيم পড়ে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করা আবশ্যক। কিন্তু অসতর্কতাবশত অনেকেই শুধু بسم الله الرحمن الرحيم পড়েই তিলাওয়াত শুরু করে থাকেন। এ ব্যাপারে আমাদের সতর্ক ও সাবধান হতে হবে।

আলোচনা-১ : অকৃতজ্ঞতা ও আত্মম্ভরিতা

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (٣٤)
وَقُلْنَا يَاآدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ
الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (٣٥) فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا
اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (٣٦) فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ
رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (٣٧) قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ
مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٣٨) [البقرة: ٣٤– ٣٨]

৩৪) যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, তোমরা আদমকে সিজদা কর, তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করল। সে অস্বীকার করল ও অহংকার করল। সুতরাং সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হল। ৩৫) আর আমি বললাম, হে আদম, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে আহার কর। কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না। তাহলে তোমরা অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। ৩৬) কিন্তু শয়তান তা থেকে তাদের পদস্খলন ঘটাল এবং তারা যেখানে ছিল সেখান থেকে তাদেরকে বহিষ্কৃত করল। আমি বললাম, তোমরা একে অন্যের শত্রুরূপে নেমে যাও, পৃথিবীতে তোমাদের জন্য রইল কিছুকালের বসবাস ও জীবিকা। ৩৭) অতঃপর আদম তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কিছু বাণী প্রাপ্ত হলেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর তাওবা কবুল করলেন। নিশ্চয়ই তিনি অতিক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৩৮) আমি বললাম, তোমরা সকলেই সে স্থান (জান্নাত) থেকে নেমে যাও। অতঃপর যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সুপথের কোনো নির্দেশ আসবে তখন যারা আমার সুপথের নির্দেশ অনুসরণ করবে তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না।

প্রসঙ্গকথা: সূরা হিজরের ২৮-২৯ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, ***স্মরণ কর যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি তো গন্ধযুক্ত শুষ্ক ঠনঠনে কাদামাটি হতে মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি। যখন আমি তাকে (তার দেহাকৃতিকে) সুঠাম করব এবং তার মাঝে আমার রুহ ফুঁকে দিব (অর্থাৎ প্রাণ সঞ্চার করব) তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হয়ো।***

অর্থাৎ আদম আ.-কে সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ রব্বুল আলামীন ফেরেশতাদের সে সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন এবং নূরের তৈরি ফেরেশতাদেরকে গন্ধযুক্ত কাদামাটি থেকে সৃষ্ট আদমকে সিজদার পূর্বনির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন। অতঃপর তিনি পৃথিবীতে তাঁর খলিফা ও প্রতিনিধি আদমকে নিজ কুদরতি হাতে সৃষ্টি করে তার মাঝে প্রাণ সঞ্চার করলেন এবং ফেরেশতাদের সম্বোধন করে তাকে সিজদা করার নির্দেশ দিলেন।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : এখানে যে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়ে থাকে তা হল, কোরআনের ভাষ্য থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় আদম আ.-কে সিজদার জন্য আল্লাহ তাআলার নির্দেশের সম্বোধনপাত্র হলেন ফেরেশতাগণ, সুতরাং ইবলীসের সিজদা না করে অবাধ্যতায় লিপ্ত হওয়ার বিষয়টি কীভাবে ব্যাখ্যা করা হবে? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়ে থাকে, জিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হলেও ইবলীস আল্লাহ তাআলার ইবাদাত-আনুগত্য দ্বারা ফেরেশতাদের (সান্নিধ্যের) মরতবায় উন্নীত হয়েছিল এবং ফেরেশতাদের সাথে আল্লাহর এই নির্দেশ পালন করে তাঁর প্রতি পরম আনুগত্য প্রকাশের সুযোগ লাভ করেছিল। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য, আত্মম্ভরিতা ও আপন শ্রেষ্ঠত্বের প্রবল অনুভূতির কারণে মহান আল্লাহর নির্দেশের প্রতি উপযুক্ত সম্মান ও আনুগত্য প্রদর্শনে সে ব্যর্থ হল। ইবলীসের এই অবাধ্যতা ও ধৃষ্টতার জন্য তার জিন্ন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়াকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা কাহফের ৫০ নং আয়াতে এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে, *“...সে (ইবলীস) ছিল জিন্নদের একজন, ফলে সে তার প্রতিপালকের নির্দেশ অমান্য করল।”*

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নাফরমানি, কুফরি, নাস্তিকতা ও খোদাদ্রোহিতা এসবের মূল হল, আদম সন্তানের দাম্ভিকতা ও আত্মম্ভরিতা। কোনো মানুষ যখন নিজেকে বোধ-বুদ্ধি, জ্ঞান-গরিমা ও সৌন্দর্য-শক্তিতে অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান

করে, তখনই শয়তান তাকে একের পর এক আল্লাহর নাফরমানি, কুফরি, নাস্তিকতা ও খোদাদ্রোহিতায় প্ররোচিত করে। এভাবে শয়তান প্রত্যেক মানুষের নফসে আত্মহননের মূলমন্ত্র- أنا خير منه **আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ-** প্রক্ষিপ্ত করে। অতঃপর তার মাঝে এই বিপজ্জনক কুমন্ত্রের সংক্রমণ ঘটায়। ফলে সেই ব্যক্তি অতি সহজেই নফসে আম্মারা ও কুপ্রবৃত্তির অনুগামী হয়ে আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত হয়।

(৩৬ নং আয়াত) বস্তুত আল্লাহ প্রদত্ত সামর্থ্য দ্বারাই শয়তান হযরত আদম ও হাওয়ার পদস্খলন ঘটিয়েছিল। আর আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নিজেদের কৃতকর্মের কারণেই আদম-হাওয়াকে পৃথিবীতে নেমে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তবে অন্যত্র আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, ***"স্মরণ কর যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি। তারা বলল, আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে। আমরাই তো আপনার সপ্রশংস স্তুতি ও পবিত্রতা ঘোষণা করি। তিনি বললেন নিশ্চয় আমি যা জানি তোমরা তা জান না।"*** এ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, হযরত আদমকে পৃথিবীতে প্রেরণ ছিল আল্লাহ কর্তৃক পূর্বনির্ধারিত বিষয়। আর জান্নাতে তাঁর নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণও ছিল অবধারিত, আল্লাহ কর্তৃক পরিজ্ঞাত। এ প্রসঙ্গে হাদীসের একাধিক রেওয়ায়াত বিদ্যমান। ইমাম তাবরানী রহ. রেওয়ায়াত করেছেন-*হযরত আদম আ. এর সাথে যখন মূসা আ. এর সাক্ষাৎ হল তখন মূসা তাঁকে বললেন, আপনিই কি ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং আপনার সম্মানে ফেরেশতাদেরকে সিজদাবনত করেছেন। আপনি যা করেছেন যদি তা না করতেন (অর্থাৎ, আল্লাহ-নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ না করতেন।) তাহলে (আমরা) আপনার বংশধরগণ পার্থিব দুর্গতির সম্মুখীন হত না। তখন আদম তাকে বললেন, তুমিই কি ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তাঁর রিসালাত ও বাক্যালাপ দ্বারা সম্মানিত করেছেন? তুমি কি তাওরাতে এ কথা পেয়েছ যে, আমাকে সৃষ্টির হাজার বছর পূর্বেই আল্লাহ লিখে রেখেছিলেন- "আদম তাঁর প্রতিপালকের হুকুম অমান্য করল ফলে সে বিভ্রান্ত হল" {সূরা*

ত্বহা, ১২১}? মূসা বললেন, হাঁ, পেয়েছি।– এরপর নবীজী সা. ইরশাদ করলেন, এভাবে আদম (আ.) মূসাকে (আ.) যুক্তিতে নির্বাক করলেন।

শয়তানের প্ররোচনা ও কুমন্ত্রণা দ্বারা আদম আ. আল্লাহ তাআলার নির্দেশ বিস্মৃত হলেন। ফলে তিনি প্রত্যয়চ্যুত ও বিভ্রান্ত হলেন। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা তার এই বিস্মৃতি ও প্রত্যয়-চ্যুতিকে অমান্যতা ও অপরাধ গণ্য করেছেন। অতঃপর তাওবার মাধ্যমে আদম (আ.) অনুগ্রহপ্রাপ্ত ও মনোনীত হয়েছেন।

পরিচয় : ইবলীস অহংকারবশত আল্লাহ তাআলার এই নির্দেশ অমান্য করেছে। তার অকৃতজ্ঞতা, আত্মঅহমিকা ও ঈর্ষাপরায়ণতা তাকে অবাধ্যতায় প্ররোচিত করেছে। সুতরাং নিজেকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে অহংকার প্রকাশ করা শয়তানের অন্যতম পরিচয়-বৈশিষ্ট্য।

পরিত্রাণ : প্রত্যেক মানুষের স্বভাবে যে আত্মম্ভরিতা, ঈর্ষাপরায়ণতা, অকৃতজ্ঞতা ও অমান্যতার অস্তিত্ব রয়েছে তাকে নিয়ন্ত্রণ করে তার স্থানে বিনয়-বিনম্রতা, কৃতজ্ঞতা, পরহিতকামিতা ও মান্যতার বিকাশ ঘটাতে হবে এবং অহংকার ও বড়াই থেকে সর্বোতভাবে আত্মরক্ষা করতে হবে। রাসূলুল্লাহ -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- ইরশাদ করেছেন, *যে ব্যক্তির অন্তরে কণা পরিমাণ অহংকার আছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (সহীহ মুসলিম-৯১, মাকতাবায়ে শামেলা)*

আলোচনা-২ : অশ্লীল ও মন্দ কর্মের প্ররোচনা

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ
مُبِينٌ (١٦٨) إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (١٦٩)
[البقرة: ١٦٨-١٦٩]

হে মানব জাতি, পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে তা থেকে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (১৬৮) সে তো শুধু তোমাদেরকে মন্দ ও অশ্লীল কাজের এবং আল্লাহ সম্বন্ধে তোমরা যা জান না এমন সব বিষয় বলার নির্দেশ দেয়। (১৬৯)

প্রসঙ্গকথা: পূর্ববর্তী রুকুতে আল্লাহর বিভিন্ন সৃষ্টির মাঝে বুদ্ধিমানদের জন্য বিদ্যমান নিদর্শনের কথা উল্লেখের পর শিরকে লিপ্ত যালিমদের শেষ পরিণতির কথাও বিবৃত হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা মানব সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে পবিত্রবস্তু আহারের নির্দেশ প্রদান করেছেন।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে মহান স্রষ্টা আল্লাহ সকল মানুষকে সম্বোধন করে দুটি মৌলিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। ১. পৃথিবীতে বিদ্যমান বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু আহার কর। ২. শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি থেকে সহজেই বোঝা যায় আল্লাহ তাআলা মানুষকে অবৈধ ও অপবিত্র খাদ্যগ্রহণ থেকে নিষেধ করেছেন। কেননা হারাম ও অপবিত্র খাদ্যবস্তু থেকে মানুষের দেহে যেমন রোগ-ব্যাধি ও জীবাণুর সংক্রমণ ঘটে, তেমনি আল্লাহ-নিষিদ্ধ এসব খাদ্য ভক্ষণে তার আত্মা ও মন অপবিত্র ও কলুষিত হয়। তাই তা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণের নামান্তর। আর শয়তানের অনুসরণ যে কোনো অবস্থাতেই মানুষের জন্য বিপজ্জনক। কেননা সে অতি ভয়ংকর শত্রু। তার শত্রুতার অন্যতম নিদর্শন হল, সে সর্বদা মানুষকে মন্দ ও অশ্লীল কাজের নির্দেশ দিয়ে থাকে। উপরন্তু তার চূড়ান্ত সর্বনাশ সাধনের

উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহর সত্তা সম্বন্ধে বিভিন্ন মনগড়া মিথ্যা ও অপবাদ উচ্চারণে প্ররোচিত করে।

আর যে কোনো বিষয়ে না জেনে কথা বলা অনুচিত কাজ ও গুরুতর অন্যায়। আর যদি তা হয় মহান আল্লাহর সত্তা সম্বন্ধে তাহলে সে ক্ষেত্রে অন্যায় ও অপরাধ হয় অমার্জনীয়। সূরা ইসরার ৩৬ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

"যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই তার অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই কর্ণ, চক্ষু, হৃদয় তাদের প্রত্যেকটি সম্পর্কেই কৈফিয়ত তলব করা হবে।"

বস্তুতপক্ষে যে কোনো প্রকার বাকস্খলন ও অসংযত উচ্চারণ তা মিথ্যাচার, গালমন্দ, কুটনামি, পরচর্চা যে অবয়বেই হোক তা মানুষের জন্য ভয়াবহ পরিণতি বয়ে আনে। বাকস্খলনের এই ভয়াবহ পরিণামের কথা উল্লেখ করেই আল্লাহর নবী ইরশাদ করেছেন, *"জিহ্বার কামাই তো মানুষকে অধোমুখী করে জাহান্নামে ঠেলে দেবে।" {মুসতাদরাকে হাকিম}*

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ-নিষিদ্ধ অপবিত্র খাদ্য ভক্ষণে মানুষের কলবে যে অপবিত্রতা ও আবিলতা সৃষ্টি হয় তা মানুষকে আল্লাহ-বিমুখ করে, শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণে প্ররোচিত করে। এরপর শয়তান তাকে মন্দ ও অশ্লীল কর্মের নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ সম্বন্ধে অন্যায় উচ্চারণে লিপ্ত করে। এমনকি শয়তান এক পর্যায়ে মানুষকে শিরক ও কুফরিতে লিপ্ত করে। এভাবেই সে আদম-সন্তানকে নবী-রাসূল প্রদর্শিত সরল পথ থেকে বিচ্যুত করে প্রতিশোধ গ্রহণ করে এবং তার প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়নে অগ্রসর হয়।

পরিচয় : শয়তান মানুষকে মন্দ ও অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ সম্বন্ধে অনুচিত ও অন্যায় উচ্চারণে প্ররোচিত করে।

পরিত্রাণ : আল্লাহ সম্বন্ধে সর্বদা সঠিক কথা বলা এবং তাওহীদ-পরিপন্থী সকল প্রকার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য মন্দ ও অশ্লীল কাজ পরিহার করা শয়তান থেকে পরিত্রাণ লাভের অন্যতম উপায়।

আলোচনা-৩ : পূর্ণরূপে ইসলাম পালনে বাধাপ্রদান

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ
(٢٠٨) فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٠٩)
[البقرة: ٢٠٨، ٢٠٩]

হে মুমিনগণ, তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (২০৮) সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি তোমাদের নিকট আসার পর যদি তোমাদের পদস্খলন ঘটে তাহলে জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। (২০৯)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : যে সকল ইয়াহুদী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তারা ইয়াহুদী ধর্মের কোনো কোনো বিধান পূর্বের ন্যায় পালন করতে ইচ্ছুক ছিলেন। তাদেরকে উদ্দেশ্য করে নির্দেশ প্রদান করা হয়, ইসলাম গ্রহণের পর মুসলামানের কর্তব্য হল আল্লাহ তাআলা ও রাসূলের সকল আদেশ-নিষেধ সম্পূর্ণরূপে পালন করা। অন্য কোনো ধর্মের আদর্শ বা বিধান অনুসরণ করা তার জন্য অনুমোদিত নয়। আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হল, যদি কেউ পূর্ণাঙ্গরূপে ইসলামে প্রবেশ না করে, তাহলে সে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করল। সুতরাং ইসলামের কতক বিধান মান্য করা এবং কতক মান্য না করা- গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন, কেউ সালাত কায়েম করল কিন্তু যাকাত প্রদান করল না।

প্রকৃতপক্ষে ইসলাম তার যাবতীয় বিধি-বিধানসহ অবিভাজ্য সত্তাসদৃশ, যার কতকাংশ গ্রহণ করে কতকাংশকে বর্জন করার কোনো সুযোগ নেই। সুতরাং ইসলামের সত্যতার নিদর্শনাদি সুস্পষ্ট হওয়ার পরও যদি পরিপূর্ণভাবে ইসলাম মান্য না করার এই প্রবণতা তোমাদের পদস্খলন ঘটায় তাহলে জেনে রাখ, যে কোনো অমান্যতার উপযুক্ত শাস্তি প্রদানে আল্লাহ পরাক্রমশালী এবং বান্দাদের প্রতি তাঁর তাবৎ আচরণে তিনি প্রজ্ঞাময়।

পরিচয় : শয়তান সকল বনী আদমের শত্রু তবে মুমিনদের প্রতি তার শত্রুতা তীব্রতর। কেননা তাদেরকে কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনা দ্বারা আল্লাহ-বিমুখ ও পথভ্রষ্ট করতে তাকে অধিক কসরৎ করতে হয়। আর মুমিনদের সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশে বাধা দেওয়া তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

পরিত্রাণ : পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশের জন্য ইসলামের সকল বিধি-বিধান পূর্ণ আনুগত্যের সাথে পালন করতে হবে। বিশেষত যারা অন্য কোনো ধর্ম থেকে ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাদেরকে এ বিষয়টি বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে। অন্যথায় শয়তান থেকে পরিত্রাণের পথ কঠিন হয়ে যাবে।

আলোচনা-৪ : দারিদ্র্যের আশঙ্কা সৃষ্টি

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٢٦٧) الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦٨) [البقرة: ٢٦٧، ٢٦٨]

হে মুমিনগণ তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি থেকে তোমাদের জন্য উৎপন্ন করি তার মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর। এবং তার নিকৃষ্ট অংশ ব্যয় করার ইচ্ছা করো না। অথচ তোমরা নিজেরাও চোখ বন্ধ না করে তা গ্রহণ কর না। জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।(২৬৭) শয়তান তোমাদের দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার নির্দেশ দেয়। আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। (২৬৮)

প্রসঙ্গকথা: পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর মুমিন বান্দাদের অধিক কষ্টার্জিত অর্থ-সম্পদ এবং অপেক্ষাকৃত কম কষ্টে অর্জিত শস্য-সম্পদ ও ফল-ফলাদি থেকে অভাবী ও দরিদ্রদের দান করার নির্দেশ দিয়েছেন। তদ্রূপ দান করতে বলেছেন অপেক্ষাকৃত উত্তম ও উৎকৃষ্ট অংশ থেকে, আর নিকৃষ্ট ও নিম্নমানের বস্তু দান করা থেকে নিষেধ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই ব্যয়কুণ্ঠ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وأحضرت الأنفس الشحّ *"মানুষ লোভহেতু স্বভাব-কৃপণ।" (সূরা নিসা, ১২৮)*

তাই স্বভাবতই সে দান-বিমুখ। অতঃপর যখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে দান করতে বাধ্য হয় তখন সৃষ্টিগত স্বভাবকৃপণতার কারণে সে অপেক্ষাকৃত মন্দ ও নিকৃষ্ট অংশ দান করে দায়মুক্ত হতে চায়। এ কারণেই মহান স্রষ্টা আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দাদের এ ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ নির্দেশনা প্রদান করেছেন; কারও থেকে কোনো

কিছু গ্রহণকালে নিজেদের আচরণ, অবস্থা ও মনোভাব সম্পর্কে ভাবতে বলেছেন—নিজেরা যখন নিকৃষ্ট দ্রব্য গ্রহণে আগ্রহী নও তখন তা দ্বারা কীভাবে তোমরা আল্লাহর হক আদায় করতে চাও, তিনি তো অভাবমুক্ত, চিরপ্রশংসিত এবং মহান দাতা।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : দান-সদকা মুমিনকে আল্লাহর প্রিয় করে এবং তাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে। আর শয়তান চায় মুমিনের অন্তরে দারিদ্র্যের আশংকা সৃষ্টি করে তাকে দান-সদকা থেকে নিবৃত্ত করতে এবং আল্লাহ থেকে ও জান্নাত থেকে দূরে সরিয়ে দিতে। তবে শয়তান এতেই ক্ষান্ত হয় না উপরন্তু সে মুমিনকে অশ্লীল কাজের নির্দেশ দিয়ে গুরুতরভাবে আল্লাহর নাফরমানিতে প্ররোচিত করে। একদিকে সে দান-সদকার পুণ্যকর্ম থেকে মুমিনকে বঞ্চিত করে এবং অন্যদিকে সে তাকে অশ্লীল ও গর্হিত কর্মে লিপ্ত করে। এভাবে শয়তানের তৎপরতায় দান-সদকা থেকে বিরত থেকে মুমিন বান্দা আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে এবং অশ্লীলকর্মে লিপ্ত হয়ে তাঁর নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে। অথচ আল্লাহ মুমিনদের দান-সদকার বিনিময়ে তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। আল্লাহ-প্রতিশ্রুত এই ক্ষমা যেমন মুমিনদের আখিরাতে সৌভাগ্যের অধিকারী করে তেমনি তাঁর অপার অনুগ্রহ দুনিয়াতে তাদেরকে অভাবমুক্ত রাখে। আর আল্লাহ মুমিনদের যে পথনির্দেশ দিচ্ছেন তার পরিপূর্ণ সুফল ও কল্যাণ তিনি তাদেরকে প্রদান করতেও সক্ষম। কেননা তিনি সর্বজ্ঞ, প্রাচুর্যময়।

পরিচয় : সর্বদা অশ্লীলকর্মের নির্দেশ দিয়ে এবং দারিদ্র্যের ভয় প্রদর্শন করে মুমিনদের আল্লাহ-বিমুখ করতে তৎপর থাকা শয়তানের অন্যতম কাজ।

পরিত্রাণ : যেহেতু শয়তানই হল মানুষের সকল অশ্লীল কাজের নির্দেশদাতা এবং তারই কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনা থেকে আমাদের অন্তরে অশ্লীল ও মন্দ কর্মের ইচ্ছা জাগ্রত হয়। সুতরাং প্রত্যেক মুমিনের মন-মস্তিষ্কে একথা বদ্ধমূল করে নিতে হবে এবং সেই সাথে আল্লাহর প্রতি ভরসা রেখে, কোনো প্রকার অভাব-অনটন ও দারিদ্র্যের আশঙ্কা না করে দান-সদকা করতে হবে, অভাবী মানুষের প্রতি সদয় হতে হবে।

আলোচনা-৫ : সুদের বৈধতা

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)
يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (٢٧٦) [البقرة: ٢٧٥، ٢٧٦]

যারা সুদ খায় তারা তো সেই ব্যক্তির ন্যায় দাঁড়ায় যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা উন্মাদ করে। এটা এই জন্য যে, তারা বলে ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের মত। অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল আর সুদকে হারাম করেছেন। সুতরাং যার নিকট তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কোনো উপদেশ এসেছে অতঃপর সে (সুদগ্রহণ থেকে) বিরত হয়েছে তবে যা বিগত হয়েছে তা তারই থাকবে এবং তার ব্যাপার আল্লাহর ইখতিয়ারে। আর যারা পুনরায় (সুদগ্রহণ) আরম্ভ করবে তারাই দোজখবাসী, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। (২৭৫) আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ কোনো অকৃতজ্ঞ, পাপীকে ভালবাসেন না। (২৭৬)

প্রসঙ্গকথা: সুদ হল পৃথিবীর প্রাচীনতম আর্থ-সামাজিক ব্যাধি যা অর্থনৈতিক শোষণ ও নিপীড়নের অমানবিক, নিষ্ঠুর ও খোদাদ্রোহী হাতিয়ার। তাই ইসলাম সুদ খাওয়া ও সুদের কারবার করা এমনকি সুদের সাথে যে কোনো প্রকার সম্পৃক্ততাকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করেছে। বিশিষ্ট সাহাবী জাবের রা. থেকে বর্ণিত, *"রাসূলুল্লাহ সা., সুদ গ্রহণকারী, সুদ প্রদানকারী, সুদের লেখক ও সুদের সাক্ষী প্রত্যেককে অভিশাপ দিয়েছেন এবং বলেছেন, তারা সকলে সমান (অপরাধী)।"* পূর্ববর্তী আলোচনার শেষে দান-সদকার পরিণাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে, *"...তাদের রবের নিকট রয়েছে তাদের প্রতিদান আর তাদের কোনো ভয় নেই আর তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।"* এরপর যারা সুদখোর, দান-সদকার পরিবর্তে যারা মানুষের উপর অন্যায়ভাবে সুদের

বোঝা চাপিয়ে দেয়, তাদের মন্দ পরিণতির কথা উল্লেখ করে আল্লাহ মুমিনদের সতর্ক করে বলেছেন, যদি তোমরা শয়তান ও জিন্নের আছর দ্বারা অপ্রকৃতিস্থ উন্মাদ ব্যক্তির অবস্থা প্রত্যক্ষ করে থাক তাহলেই বুঝতে পারবে সুদখোর ব্যক্তির পরিণাম কত ভয়াবহ, আর তাদের এই ভয়াবহ পরিণতির অন্যতম কারণ সুদের বৈধতা প্রমাণের জন্য তাদের ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি- *"ক্রয়-বিক্রয় তো সুদেরই মত।"* এ কথার সাধারণ রূপ হল, সুদ তো ক্রয়-বিক্রয়েরই মত। কিন্তু তারা তা পরিবর্তন দ্বারা তাদের অপকর্মকে বৈধতা প্রদানের অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। পূর্ববর্তী আলোচনায় দান-সদকা থেকে মুমিনকে বিরত রাখতে শয়তানের ভূমিকা ও তৎপরতার কথা উল্লিখিত হয়েছে। আর এখানে সুদখোরদের মন্দ পরিণতি ব্যাখ্যার জন্য শয়তানের আছরকৃত অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির অবস্থা উল্লেখ করা হয়েছে। একদিকে শয়তান মানুষকে দান-সদকায় নিরুৎসাহিত করে আর অন্যদিকে সুদ খাওয়ার প্ররোচনা দিয়ে তাকে অর্থলিপ্সু রক্তমোক্ষকে পরিণত করে। এভাবে সুদখোর ব্যক্তি মানবরূপী শয়তানে পরিণত হয় সুতরাং সুদের লোভনীয় হাতছানি থেকে আত্মরক্ষা করতে হলে আমাদেরকে সর্বদা মনে রাখতে হবে, সুদের কারবার হল শয়তানের প্ররোচনাপ্রসূত এক অভিশপ্ত অর্থব্যবস্থা যার সমর্থন ও পক্ষাবলম্বন খোদাদ্রোহিতার নামান্তর। সুতরাং সুদের কারবার তা যে শিরোনামে কিংবা যে অবয়বেই হোক, কোনো মুমিনের জন্য তা গ্রহণ করা তো দূরে থাক তার সমর্থন কিংবা পক্ষাবলম্বনও বৈধ নয়।

পরিশেষে সুদ ও সদকার পরস্পর বিপরীত পার্থিব পরিণামের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা বলেন, *"... আর আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন।"* অর্থাৎ সুদের অবয়বে গৃহীত আপাত বর্ধিত ধন-সম্পদ পরিণামে নিশ্চিহ্ন করে দেন। *"আর তিনি সদকাকে বর্ধিত করেন।"* অর্থাৎ সদকা দ্বারা আপাত হ্রাসকৃত সম্পদ পরিণামে বৃদ্ধি করে দেন।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, আলোচ্য আয়াতে সুদখোর ব্যক্তির যে ভয়াবহ পরিণতির বর্ণনা করা হয়েছে তা কিয়ামত দিবস সংক্রান্ত। কিয়ামতের দিন তারা তাদের কবর থেকে ধরাশায়ী উন্মাদের ন্যায় উঠে দাঁড়াবে। অপ্রকৃতিস্থ উন্মাদ ব্যক্তি যেমন সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াতে পারে না, তেমনি যারা সুদখোর তারাও ধরাশায়ী উন্মাদের ন্যায় অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায়

উঠে দাঁড়াবে। লাঞ্ছিত ও অপমানিত অবস্থায় উঠে দাঁড়ানোর সময় উক্ত চিহ্ন দ্বারা তাদেরকে চিহ্নিত করা হবে। তাদের এই ভয়াবহ পরিণতির কারণ, সুদ খেয়েই তারা ক্ষান্ত হয়নি, উপরন্তু ক্রয়-বিক্রয়কে তারা সুদের সাথে তুলনা করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছে। অথচ আল্লাহ তাআলা ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ করেছেন আর সুদকে হারাম করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তাদের এই দাবি শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকেই সৃষ্ট।

তৎকালীন আরবসমাজে শয়তানের স্পর্শ বা বদ আছর দ্বারা অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির অবস্থা ছিল সুবিদিত। যা তাদের অন্তরে এক অজানা শঙ্কা ও ভীতির উদ্রেক করত, ফলে তারা যে কোনো উপায়ে তা থেকে আত্মরক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করত।

প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ *'ফী যিলালিল কুরআন'* -এ গ্রন্থকার সায়্যিদ কুতব শাহীদ র. বলেন, "অধিকাংশ তাফসীরে আলোচ্য আয়াতে উঠে দাঁড়ানোর যে কথা বলা হয়েছে তা দ্বারা পুনরুত্থান দিবসের উঠে দাঁড়ানো উদ্দেশ্য। তবে বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত সুদভিত্তিক অর্থ-ব্যবস্থায় দিশেহারা মানবতার ক্ষেত্রে পার্থিব জগতেও তা প্রযোজ্য। আজ আমরা যে জগতে জীবনধারণ করছি তা হল উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, শঙ্কা-অস্থিরতা, মানসিক ও স্নায়বিক অসুস্থতার জগৎ। অথচ বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতা আজ উন্নতির শিখরে আরোহণ করেছে। এবং চতুর্দিকে বাহ্যিক সচ্ছলতার সকল দৃশ্য ও লক্ষণ বিরাজমান। অথচ সমগ্র বিশ্ব আজ ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ-বিগ্রহ, সার্বক্ষণিক যুদ্ধাশঙ্কা, নিরবচ্ছিন্ন স্নায়ুযুদ্ধ ও নৈরাজ্য-বিশৃঙ্খলায় বিপর্যস্ত।"

সুদখোর ব্যক্তির এই অবস্থা শয়তানের আছরকৃত অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির ন্যায় এবং ব্যাপকার্থে তা দুনিয়া-আখিরাত উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে।

পরিচয় : শয়তানই মূলত মানুষের অন্তরে ধন-সম্পদের প্রতি সৃষ্টিগত আসক্তি উসকে দেয় এবং তাকে দারিদ্র্যের আশঙ্কায় শঙ্কিত করে সুদ গ্রহণে প্রলুব্ধ করে।

পরিত্রাণ : সর্বদা সুদের ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিষেধাজ্ঞা ও সতর্কবার্তা স্মরণ রাখতে হবে। আর নিজেকে দান-সদকায় উদ্বুদ্ধ করে যাবতীয় সুদী কারবার থেকে দূরে থাকতে হবে।

আলোচনা-৬ : সদ্যোজাত শিশুও শয়তানের লক্ষ্যস্থল

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٣٥) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (٣٦)

স্মরণ কর যখন ইমরানপত্নী বললেন, হে আমার প্রতিপালক, আমার গর্ভে যে সন্তান রয়েছে তাকে আমি একান্ত আপনার জন্য উৎসর্গ করলাম। সুতরাং আপনি আমার পক্ষ থেকে তাকে কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (৩৫) অতঃপর যখন সে (মারয়াম জননী) তাকে প্রসব করল তখন সে বলল, হে আমার প্রতিপালক, আমি তো তাকে কন্যারূপে প্রসব করেছি। সে যা (যে সন্তান) প্রসব করেছে আল্লাহ তা (তার সম্পর্কে) সম্যক অবগত। আর (তার প্রার্থিত) পুত্রসন্তান তো (আল্লাহপ্রদত্ত) এই কন্যাসন্তানের মত নয়। আমি তার নাম রেখেছি মারয়াম এবং অভিশপ্ত শয়তান থেকে তাকে ও তার সন্তানকে আপনার আশ্রয়ে অর্পণ করছি। (৩৬)

প্রসঙ্গকথা: বর্ণিত আছে, ইমরানপত্নী হান্না বিনতে ফাকূদ ছিলেন বয়স্কা ও বন্ধ্যা নারী। কোনো একদিন তিনি একটি গাছের ছায়ায় অবস্থান করছিলেন। তখন তিনি একটি পাখিকে তার শাবকের মুখে খাবার তুলে দিতে দেখলেন। এ দৃশ্য অবলোকনে তাঁর মাঝে সন্তানের আকাঙ্ক্ষা ও সুপ্ত মাতৃত্ববোধ জাগ্রত হল। এ সময় তিনি বললেন, হে আল্লাহ, যদি আপনি আমাকে সন্তান (পুত্র) দান করেন তাহলে আমি তাকে বাইতুল মাকদিসের সেবকরূপে উৎসর্গ করব। অতঃপর আল্লাহর অনুগ্রহে তিনি গর্ভধারণ করেন কিন্তু এই সন্তানকে মাতৃগর্ভে রেখেই তার স্বামী ইমরান মৃত্যুবরণ করেন।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : হযরত মারয়াম আ. এর পিতামাতা উভয়ই ছিলেন পুণ্যাত্মা। তাঁর মাতা হান্না বিনতে ফাকূদ গর্ভস্থ সন্তানকে আপন রবের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। সন্তানকে শয়তানের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করার জন্য তাকে প্রসব করা মাত্রই তিনি আল্লাহ তাআলার আশ্রয় প্রার্থনা করেন।

হাদীসের ভাষ্যমতে প্রতিটি মানবশিশু জন্মগ্রহণ করা মাত্রই শয়তান তাকে স্পর্শাঘাত করে। মুসলিম শরীফে এসেছে *"প্রতিটি মানবসন্তান জন্মগ্রহণ করা মাত্রই শয়তান তাকে (তার কাঁধের প্রান্তের নরম হাড়ে) খোঁচা দেয়। তখন শয়তানের খোঁচার কারণে সে কেঁদে ওঠে... ব্যতিক্রম হলেন, মারয়াম-তনয় ঈসা আ. ও তাঁর মাতা।" (২৩৬৬)* আল্লাহ তাআলা হান্না বিনতে ফাকূদের দুআ কবুল করেছিলেন। তাই তিনি হযরত মারয়াম ও ঈসা আ.কে শয়তানের এই স্পর্শাঘাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। মারয়াম-মাতার প্রার্থনায় এবং রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীসে একথা সুস্পষ্ট যে, প্রতিটি মানবশিশু ভূমিষ্ট হওয়ামাত্রই ইবলীস তাকে স্পর্শ করে। অতঃপর তাকে ফিতরাত ও আল্লাহমুখিতার স্বভাব থেকে বিচ্যুত করতে তৎপর হয়। পিতামাতা কাফের-মুশরিক হোক বা মুমিন-মুসলিম হোক সে তার তৎপরতায় কোনো অবহেলা করে না। হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী *প্রতিটি মানবসন্তান ফিতরাত বা আল্লাহমুখিতার স্বভাব নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু তার পিতামাতা তাকে ইয়াহুদী, খৃস্টান কিংবা অগ্নিপূজারীতে পরিণত করে।*

সুতরাং পিতামাতা অমুসলিম হলে শয়তানের কাজ সহজ হয়ে যায়। আর যদি পিতামাতা মুসলমান হন তাহলে তাদের সন্তানকে আল্লাহবিমুখ করতে শয়তানকে বিশেষ তৎপর হতে হয়। আর প্রতিটি মানবসন্তানের জন্য শয়তানের এই অনিষ্ট-প্রচেষ্টা রোধ করতে সদ্যোজাত মানবসন্তান এমনকি সদ্যোজাত সন্তানের ভবিষ্যত বংশধরের জন্যেও সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ আল্লাহ তাআলার আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত। যা কুরআনে বর্ণিত মারয়াম-মাতা হান্নার ঘটনা থেকেই প্রমাণিত।

পরিচয় : প্রতিটি আদম সন্তানকে আল্লাহবিমুখ ও গোমরাহ করার জন্য সদ্যোজাত অবস্থা থেকেই শয়তান তার বিরুদ্ধে তৎপরতা শুরু করে।

পরিত্রাণ : মাতাপিতার কর্তব্য সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ামাত্রই তার কল্যাণার্থে অভিশপ্ত শয়তানের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা। এবং শৈশব থেকেই তাকে ফিতরাত বা আল্লাহমুখী বোধ-বিশ্বাসে প্রতিপালিত করে শয়তানের কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনা থেকে আত্মরক্ষায় সক্ষম করে তোলা।

আলোচনা-৭ : কৃতকর্ম দ্বারা মুমিনের পদস্খলন

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ
عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (١٥٥) [آل عمران: ١٥٥]

যে দিন দুই দল পরস্পর সম্মুখীন হয়েছিল। সেই দিন তোমাদের মধ্য থেকে যারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল তাদের কোনো কৃতকর্মের জন্য শয়তানই তাদের পদস্খলন ঘটিয়েছিল। আর অবশ্যই আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করেছেন। আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ ও পরম সহনশীল। (১৫৫)

প্রসঙ্গকথা: আলোচ্য আয়াত অহুদ যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ। এ যুদ্ধে প্রথম পর্যায়ে মুসলমানগণ জয়লাভ করেন এবং কুরায়শ-বাহিনী পরাজিত হয়ে পলায়ন করতে থাকে। এমতাবস্থায় পাহাড়ের ঘাটিতে মোতায়েনকৃত মুসলিম তীরন্দাজ বাহিনীর অনেক সদস্য নবী সা. এর এ নির্দেশ অমান্য করে অন্যদের সাথে গনীমত সংগ্রহে যোগ দেন। তাদের ধারণা ছিল মুসলমানদের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়েছে। কিন্তু কুরায়শ-বাহিনীর একটি দল এই অরক্ষিত দিক থেকে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করলে তারা বিপর্যয়ের শিকার হন।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : ইসলামের দৃষ্টিতে যুদ্ধক্ষেত্রে পৃষ্ঠপ্রদর্শন বা পলায়ন গুরুতর অন্যায় ও পাপ। যে সকল মুসলমান কর্তৃক তা সংঘটিত হয়েছিল আল্লাহ তাআলা তার কারণ বর্ণনা করেছেন। তাদের নফসে আম্মারাকে প্ররোচনা দিয়ে, শয়তান তাদের পদস্খলন ঘটাতে পেরেছিল। আর যেহেতু নফস ও শয়তানের ধোঁকায় অনিচ্ছাকৃতভাবে তাদের দ্বারা এই অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল। তাই আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করেছেন। কারণ তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম সহনশীল।

পরিচয় : যে কোনো মন্দকর্মের সূত্রে শয়তান মানুষের গুরুতর পদস্খলন ঘটায়। মানুষ যখন স্বেচ্ছায় কোনো মন্দকর্মে লিপ্ত হয় তখন শয়তান তার প্রকৃত পরিচয়ে আবির্ভূত হয়।

পরিত্রাণ : শয়তান যে সকল মন্দ চিন্তা ও মন্দ কর্মের মাধ্যমে মানুষের পদস্খলন ঘটায়, তা সর্বোতভাবে পরিহার করতে হবে।

আলোচনা-৮ : গায়রুল্লাহ-ভীতি সৃষ্টি

إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (۱۷۵) [آل عمران: ۱۷۵]

সেই হল শয়তান। তোমাদেরকে তার বন্ধুদের ভয় দেখায়। সুতরাং যদি তোমরা মুমিন হও তবে তোমরা তাদেরকে ভয় করো না। আমাকেই ভয় কর। (১৭৫)

প্রসঙ্গকথা: (১৭০-১৭৪) আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে যে, *আল্লাহ তাআলা ঐ সকল মুমিনের প্রতিদান নিষ্ফল করেন না, যারা আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পর আল্লাহ ও রাসূলের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে। আর তাদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে তাদের জন্য রয়েছে বিরাট প্রতিদান। যাদেরকে লোকেরা বলেছিল, লোকজন (কুরায়শ) তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছে সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় কর।*

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন, যে তোমাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানিতে লিপ্ত হয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ তার মিত্রদের (কাফিরদের) ভয় দেখায়, সেই তো শয়তান। তার উদ্দেশ্য, তোমাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করা এবং তোমাদেরকে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে হীনবল করে দেওয়া। সুতরাং তোমরা তাদের ভয়ে ভীত হয়ো না। কেননা আমি স্বয়ং তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে বিজয়ের নিশ্চয়তা প্রদান করছি। বরং তোমরা আমাকে অর্থাৎ আমার নাফরমানিকে ভয় কর, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক।

আলোচ্য আয়াতে শয়তান শব্দটি রূপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে শয়তান দ্বারা উদ্দেশ্য 'নুয়াইম বিন মাসউদ আশজায়ী' যাকে আবু সুফিয়ান মুসলিম বাহিনীর মনোবল হ্রাস করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিল। আর এই ভীতি

প্রদর্শনকে শয়তানের কাণ্ড বলে উল্লেখ করা হয়েছে, কেননা তা শয়তানের প্ররোচনা ও কুমন্ত্রণা থেকেই সৃষ্ট।

মুসলমানগণ যখনই কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে কোনো যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন তখনই শয়তান নানাবিধ চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে, মুসলিম বাহিনীকে পরাজিত ও বিপর্যস্ত করে ইসলামের ঝাণ্ডাকে ভূলুণ্ঠিত করার তৎপরতায় লিপ্ত হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা সর্বদাই তাঁর কালিমা বুলন্দ রেখেছেন এবং সত্য ও ন্যায়ের ঝাণ্ডাকে সমুন্নত করেছেন। এটাই আল্লাহর শাশ্বত বিধান।

পরিচয় : শয়তান বিভিন্ন উপলক্ষে গায়রুল্লাহর ভয় দেখিয়ে মুমিনদের আল্লাহ-বিমুখ করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত থাকে।

পরিত্রাণ : প্রকৃত মুমিন একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করে। সুতরাং অন্তরে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করে শয়তানের কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনা প্রতিহত করতে হবে এবং শয়তানের দোসরদের ব্যাপারে নির্ভয় থেকে আত্মরক্ষার পথ খুঁজে নিতে হবে।

আলোচনা-৯ : কৃপণতা ও লোক-দেখানো দানের প্ররোচনা

...إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا (٣٦) الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (٣٧) وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا (٣٨) [النساء: ٣٦- ٣٨]

... আল্লাহ নিশ্চয় পছন্দ করেন না দম্ভকারী, অহংকারীকে। (৩৬) যারা নিজেরা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ তাদেরকে যে অনুগ্রহ দান করেছেন তা গোপন করে, আর আমি আখিরাতে কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করেছি। (৩৭) আর যারা মানুষকে দেখানোর জন্য তাদের ধনসম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে না, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন না। আর শয়তান কারও সঙ্গী হলে সে সঙ্গী কত মন্দ। (৩৮)

প্রসঙ্গকথা: ৩৬ নং আয়াতে আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দাদেরকে শিরকমুক্ত ইবাদাতের নির্দেশ দিয়েছেন। অতঃপর পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকটপ্রতিবেশী, দূরপ্রতিবেশী, পার্শ্বসহচর, মুসাফির ও মালিকানাধীন দাস-দাসীর প্রতি সদাচার অর্থাৎ আর্থিক সহযোগিতার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু মানুষ (প্রায়শই) দাম্ভিকতা ও অহংকারের কারণে এই পুণ্যকর্ম থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। তাই আল্লাহ মুমিনদের সাবধান করে ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ এমন দাম্ভিক, অহংকারীদের পছন্দ করেন না, যারা নিজেরা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার নির্দেশ দেয়। আর কৃপণতার স্বভাব বদ্ধমূল হওয়ায় তারা আল্লাহপ্রদত্ত অনুগ্রহ অর্থাৎ ধনসম্পদ গোপন করে। কেননা এগুলি হল কাফির সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য, যাদের জন্য তিনি লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করেছেন। আর এই শ্রেণির মানুষ লোকদেখানোর উদ্দেশ্যেই তাদের অর্থসম্পদ ব্যয় করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে

আল্লাহর প্রতি ও শেষ দিবসের প্রতি তারা বিশ্বাস স্থাপন করে না। আর যাদের স্বভাব ও প্রকৃতি এরূপ তাদের কৃতকর্মের কারণে শয়তান তাদের সঙ্গী হয়ে যায়। আর সঙ্গীরূপে শয়তান যে নিকৃষ্টতম তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

যদি কেউ প্রকৃত অর্থে আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী হয় তাহলে সে কখনোই লোকদেখানোর উদ্দেশ্যে কিংবা সুনাম সুখ্যাতির মোহে নিজের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করবে না। এক্ষেত্রে সে শয়তানের প্ররোচনা ও কুমন্ত্রণা থেকে আত্মরক্ষা করবে। পক্ষান্তরে কেউ যদি এরূপ উদ্দেশ্যে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে তাহলে বুঝতে হবে আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি তার বিশ্বাস খাঁটি নয়। আর শয়তানের প্ররোচনা ও কুমন্ত্রণা দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কারণে সে শয়তানের সঙ্গী বিবেচিত হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে মানুষকে দেখানোর জন্য অর্থসম্পদ ব্যয় করা নফসে আম্মারা ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ যা মূলত শয়তানের প্ররোচনা ও কুমন্ত্রণা থেকেই সৃষ্ট। যে কারণে শয়তানকে এরূপ মানুষের সঙ্গী বলা হয়েছে। শুধু দান-সদকাই নয়, বান্দার যে কোনো ইবাদাত সালাত-ছাওম, হজ্জ-যাকাত সবই হতে হবে এক আল্লাহর উদ্দেশে নিবেদিত এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্য সমর্পিত। অন্যথায় তা আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে না। সুতরাং যে কোনো প্রকার দান-সদকার ক্ষেত্রে আমাদেরকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। দানসদকার পূর্বে অবশ্যই নিজেদের নিয়ত ও উদ্দেশ্যকে পরিশুদ্ধ করে নিতে হবে।

পরিচয় : শয়তান সকল মানুষকে কৃপণতায় প্ররোচিত করে, যাদেরকে দানসদকা থেকে নিবৃত্ত করতে পারে না তাদেরকে লোকদেখানোর জন্য ধন-সম্পদ ব্যয়ে প্ররোচিত করে। আর এই প্ররোচনার মাধ্যমে শয়তান তাদেরকে আল্লাহ ও আখিরাতে অবিশ্বাসের কুমন্ত্রণা দেয়।

পরিত্রাণ : লোকদেখানোর জন্য ধন-সম্পদ ব্যয় করা বা অন্য কোনো ভাল কাজ করা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি অবিশ্বাসকে অনিবার্য করে এবং মানুষকে শয়তানের দোসরে পরিণত করে। সুতরাং যে কোনো শিরোনামে ও অবয়বেই হোক না কেন তা বর্জনীয়।

আলোচনা-১০ : তাগুতের বিচারপ্রার্থী করা

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا (٦٠) [النساء: ٦٠]

তুমি কি তাদেরকে দেখ নি যারা দাবি করে যে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তারা বিশ্বাস করে, অথচ তারা তাগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়। যদিও তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আর শয়তান তাদেরকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়। (৬০)

প্রসঙ্গকথা: পূর্ববর্তী (৫৯ নং) আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন মুমিনদেরকে তাঁর আনুগত্যের সাথে সাথে তাঁর রাসূল ও কর্তৃত্বাধিকারী ব্যক্তিদের আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন। অতঃপর মতভেদপূর্ণ বিষয় মীমাংসার জন্য আল্লাহ ও রাসূলের দ্বারস্থ করে আল্লাহর প্রতি ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস প্রদর্শন করতে বলেছেন। আর পরিণাম বিচারে সেটাই তাদের জন্য উত্তম ও কল্যাণকর।

হযরত ইবন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, বিশর নামক জনৈক মুনাফিকের সাথে এক ইয়াহুদীর বিবাদ দেখা দিল। বিবাদ নিরসনের জন্য ইয়াহুদী বলল, চল, আমরা মীমাংসার জন্য মুহাম্মাদ সা. এর কাছে যাই। একথা শুনে মুনাফিক বলল, না, বরং আমরা কা'ব ইবন আশরাফের নিকট যাব। সে হল ঐ ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ স্বয়ং 'তাগূত' আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু ইয়াহুদী বিবাদ নিরসনের জন্য রাসূলুল্লাহ সা. ব্যতীত কারও দ্বারস্থ হতে অস্বীকৃতি জানাল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সা. উক্ত মুনাফিকের বিরুদ্ধে ইয়াহুদীর অনুকূলে ফায়সালা করলেন। কিন্তু সে আল্লাহর রাসূলের দরবার থেকে বের হয়ে নিজের আপত্তির কথা উল্লেখ করে বলল, আস আমরা মীমাংসার জন্য

উমর ইবনুল খাত্তাবের কাছে যাই। অতঃপর তারা হযরত উমর রা.-এর নিকট গমন করল, সেখানে উপস্থিত হয়ে ইয়াহুদী বলল, আমার সাথে এই ব্যক্তির বিবাদ নিরসনের জন্য আমরা উভয়ে মুহাম্মাদ সা.-এর নিকট যাই এবং তিনি আমার পক্ষে রায় প্রদান করেন। কিন্তু সে (মুনাফিক) তাঁর এ মীমাংসায় সন্তুষ্ট না হয়ে আমাকে আপনার দ্বারস্থ করেছে। তখন মুনাফিককে লক্ষ করে উমর রা. বললেন, সে যা বলেছে তা কি সঠিক? মুনাফিক জবাব দিল, জী হ্যাঁ। এ কথা শুনে উমর রা. উভয়কে বলেন, আমি তোমাদের নিকট ফিরে আসা পর্যন্ত তোমরা যার যার স্থানে অবস্থান কর। একথা বলে হযরত উমর রা. গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে উদ্যত তরবারি হাতে বেরিয়ে আসলেন এবং তরবারির আঘাতে মুনাফিক লোকটিকে শেষ করে দিয়ে বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মীমাংসায় যে রাযি হয় না, তার মীমাংসা আমি এভাবেই করব। তখন এই আয়াত নাযিল হয়: *“তুমি কি তাদেরকে দেখ নি যারা দাবি করে ... অথচ তারা তাগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়...” (৬০)*

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : ‘তাগুত’ শব্দের আভিধানিক অর্থ: সীমালঙ্ঘনকারী, অতি অবাধ্য, কল্যাণপথ থেকে বিচ্যুতকারী শীর্ষভ্রষ্ট, শয়তান, গণক, জাদুকর ও আল্লাহর পরিবর্তে উপাসনা করা হয় এমন প্রতিটি মানব, দানব ও প্রতিমা। কুরআনের পরিভাষায়: আল্লাহর নাফরমান যে কোনো সত্তা যাকে আল্লাহর পরিবর্তে সামগ্রিক বা আংশিকভাবে গ্রহণ করা হয়েছে, সেই তাগুত। যেমন আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদের ঘোর দুশমন কা'ব ইবন আশরাফকে তাগুত আখ্যায়িত করা হয়েছে। কেননা আহলে কিতাব ও তাওরাতের অনুসরণের দাবিদার হওয়া সত্ত্বেও ইসলামবিদ্বেষ ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক বহুমুখী তৎপরতায় সে ছিল শয়তানের শীর্ষ প্রতিনিধি। ফলে শয়তান তার ও তার মত প্রতিনিধিদের সাহায্যে এরূপ তাগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী সম্প্রদায়কে এমনভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায় যা তাদেরকে আল্লাহবিমুখতা ও খোদাদ্রোহিতার অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত করবে, যেখান থেকে পরিত্রাণ সুদূর পরাহত। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সম্বোধন করে এই শ্রেণির মুনাফিক ও কপট বিশ্বাসীদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন এবং শেষ অংশে শয়তানের তৎপরতার বিষয়টি যুক্ত করে একথা সুস্পষ্ট করেছেন যে, এরূপ অপকর্মে লিপ্ত করে শয়তান তাদেরকে দূরতম ভ্রষ্টতায় নিপতিত করতে চায়।

পরিচয় : মানুষকে তাগুতের বিচারপ্রার্থী করে শয়তান তাকে আল্লাহবিমুখ করে এবং গুরুতরভাবে পথভ্রষ্ট করে।

পরিত্রাণ : মতভেদপূর্ণ বিষয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল-নির্দেশিত বিধি-বিধানে সমর্পণ করে তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে।।

বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত বিভিন্ন তন্ত্র ও বাদ-মতবাদ[১] সবই মানুষকে আল্লাহবিমুখ করার শয়তানী প্রচেষ্টার অংশবিশেষ। আর এসব শুধু ইসলামী আদর্শের সাথে সাজ্ঘর্ষিকই নয়। বরং তা সম্পূর্ণ অনৈতিক ও অমানবিক।

---

১. অর্থাৎ গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, কমিউনিজম, সোশালিজম ইত্যাদি।

আলোচনা-১১ : শয়তানের চক্রান্তের দুর্বলতা

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (٧٦) [النساء: ٧٦]

যারা ঈমান এনেছে তারা লড়াই করে আল্লাহর রাহে আর যারা কাফির তারা লড়াই করে তাগুতের পথে। সুতরাং তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে লড়াই কর। শয়তানের চক্রান্ত অতি দুর্বল। (৭৬)

প্রসঙ্গকথা: আলোচ্য আয়াতটি মুমিনদেরকে যুদ্ধাভিযানের নির্দেশ প্রদানের মাধ্যমে সূচিত প্রসঙ্গের শেষ আয়াত। পূর্ববর্তী দুই আয়াতে আল্লাহর রাহে লড়াইয়ের ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর নিপীড়িত ও নির্যাতিত মুমিনদের জন্য আল্লাহর রাহে লড়াই না করার কারণে ভর্ৎসনামূলক সম্বোধনে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে একদিকে যেমন আল্লাহর রাহে লড়াইকারীদের ঈমানের সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে। তেমনি অন্যদিকে গায়রুল্লাহ বা তাগুতের পথে লড়াইকারীদের কাফের সাব্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী না হয়ে যেমন কেউ আল্লাহর রাহে লড়াই করতে পারে না, তদ্রূপ তাগুতের পথে যারা লড়াই করে তারা মুমিন হতে পারে না। তারা হল শয়তানের দোসর। শয়তানই তাদের বন্ধু ও অভিভাবক। সুতরাং হে মুমিনগণ, তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে লড়াই কর । আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার জন্য আল্লাহর রাহে জিহাদ কর। শয়তান তোমাদের কোনোও ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। কেননা শয়তানের চক্রান্ত বাহ্যিকভাবে যতই শক্তিশালী মনে হোক প্রকৃত অর্থে তা অতিদুর্বল।

শয়তানের চক্রান্ত অতিদুর্বল- আয়াতের এ অংশের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, সত্তাগতভাবে শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল। যদি তার কুমন্ত্রণায় মানুষের নফসে

আম্মারা প্ররোচিত না হয় এবং তার কুপ্রবৃত্তি সাড়া না দেয় তাহলে শয়তানের সকল তৎপরতা ও চক্রান্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং তার দুর্বলতা প্রমাণিত হয়। সূরা ইবরাহীমের ২২নং আয়াতে শয়তানের জবানিতে বলা হয়েছে- *"আমার তো তোমাদের উপর কোনো আধিপত্য ছিল না। তবে আমি তোমাদেরকে আহ্বান করেছিলাম আর তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলে সুতরাং তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করো না বরং নিজেদেরকে ভর্ৎসনা কর।"* শয়তানের এ উক্তি একথার প্রমাণ যে, তার যে কোনো কুমন্ত্রণা, প্ররোচনা কিংবা নির্দেশনায় যদি আদম সন্তান সাড়া না দেয় এবং শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করে নিজেকে তাঁর হাতে সঁপে দেয় সে ক্ষেত্রে তাকে প্রভাবিত বা প্ররোচিত করার কোনো উপায় থাকে না, তার সকল চক্রান্ত ও অশুভ তৎপরতা ব্যর্থ হয়। এভাবে তার চক্রান্তের দুর্বলতা প্রকাশ পায়। যদিও অধিকাংশ মানব-সন্তানের ক্ষেত্রে শয়তানের এই দুর্বল চক্রান্তই তাদের নিজেদের কৃতকর্মের কারণে বিশেষত নফসে আম্মারা ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণের ফলে প্রবল ও অপ্রতিহতরূপে প্রকাশিত হয়।

পরিচয় : মানুষ যখন আল্লাহর অনুগত বান্দা তখন তার জন্য শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল। তবে সে যখন নফসে আম্মারা ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে তখন শয়তানের চক্রান্ত প্রবল ও অপ্রতিহত হয়ে ওঠে।

পরিত্রাণ : আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস নিয়ে নফসে আম্মারা ও কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচারণ করার মাধ্যমে শয়তানের চক্রান্তকে দুর্বল প্রমাণ করা সম্ভব। আর তখনই সম্ভব তার অনিষ্ট থেকে পরিত্রাণ লাভ করা।

আলোচনা-১২ : আল্লাহর অনুগ্রহ-বঞ্চিতের পরিণাম

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا (٨٣) [النساء: ٨٣]

যখন নিরাপত্তা বা শঙ্কার কোনো সংবাদ তাদের নিকট আসে তখন তারা তা প্রচার করে। যদি তারা তা রাসূল কিংবা তাদের মধ্যে যারা ক্ষমতার অধিকারী তাদের গোচরে আনত তবে তাদের মধ্যে যারা তথ্যানুসন্ধান করে তারা তার যথার্থতা নির্ণয় করতে পারত। তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত তবে তোমাদের অল্পসংখ্যক ব্যতীত সকলেই শয়তানের অনুসরণ করত। (৮৩)

প্রসঙ্গকথা: পূর্ববর্তী (৮১ নং) আয়াতে মুনাফিকদের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। আল্লাহর রাসূল সা.-এর সামনে তারা নিজেদের আনুগত্যের কথা বলত, কিন্তু যখন তারা সেখান থেকে চলে যেত তখন তাদের একটি দল রাত্রিকালে তাঁর অবাধ্যতা ও অমান্যতায় লিপ্ত হওয়ার ষড়যন্ত্র করত। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সান্ত্বনা দিয়ে ও সাহস যুগিয়ে বলছেন, *"আল্লাহ তাদের নৈশ-ষড়যন্ত্র লিপিবদ্ধ করে রাখছেন। সুতরাং আপনি তাদেরকে উপেক্ষা করুন এবং আল্লাহর উপর ভরসা করুন। আর কর্মবিধায়করূপে আল্লাহই আপনার জন্য যথেষ্ট।"* এরপর মহান আল্লাহ মুনাফিকদের ভর্ৎসনা করে বলছেন, কেন তারা কুরআনের ভাষা, বক্তব্য, বর্ণনাশৈলী, সারগর্ভ বাণী ইত্যাদি গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে দেখে না। যদি এই কুরআন আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো পক্ষ থেকে রচিত হত -যেমন তারা দাবি করে থাকে- তাহলে তারা অনেক অসামঞ্জস্য দেখতে পেত।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে মুনাফিকদের কাছে যখন নিরাপত্তা বা শঙ্কার কোনো সংবাদ অর্থাৎ যুদ্ধজয় ও গনীমত লাভ অথবা পরাজয় ও

প্রাণহানির কোনো সংবাদ পৌঁছে তখন কোনোপ্রকার যাচাই বাছাই ছাড়াই তারা তা প্রচার করে থাকে। যা মুসলমানদের মাঝে ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। আর তাদের এহেন কর্ম অনুচিত ও অন্যায়। পক্ষান্তরে তারা যদি বিষয়টি রাসূল সা. কিংবা তাদের তথ্যানুন্ধানীদের (বিচক্ষণ ও প্রবীণ সাহাবীগণ) গোচরে আনত তাহলে তারা এরূপ সংবাদের যথার্থতা নিরূপণ করতেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে সম্বোধন করে বলছেন, *"হে মুমিনগণ, তোমাদের প্রতি রাসূল প্রেরণ করে এবং কুরআন নাযিল করে যদি আল্লাহ অনুগ্রহশীল না হতেন তাহলে তোমাদের অল্পসংখ্যক ব্যতীত সকলেই শয়তানের অনুসারী হয়ে (আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত হয়ে) পড়তে।"*

আয়াতের শেষাংশের মর্মার্থ হল, শয়তানের অনুসরণ তথা তার প্ররোচনা ও ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহ অপরিহার্য আর প্রত্যেক আদম-সন্তান আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী। শয়তানের ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন যে, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার বিরুদ্ধে তার শয়তান-সঙ্গীকে নিযুক্ত করা হয় নি। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল আপনিও কি এর অন্তর্ভুক্ত? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে তাঁর বিরুদ্ধে আল্লাহ আমাকে সাহায্য করেছেন। ফলে আমি নিরাপদ থাকি। *(সহীহ মুসলিম-২৮১৪, শামেলা)*

সুতরাং শয়তানের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকার জন্য আমাদেরকে আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে এবং নফসকে কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে নিবৃত্ত করতে হবে। কেননা শয়তান মানুষের নফস ও কুপ্রবৃত্তির সাহায্যেই তার সর্বনাশ ডেকে আনে।

পরিচয় : মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া ব্যতীত অধিকাংশ মানুষকে শয়তান তার অনুসারীতে পরিণত করতে পারে। এটাই তার বড় পরিচয়।

পরিত্রাণ : শয়তানের অনুসরণ ও অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের দৃঢ় আশা নিয়ে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে। আর সেই সাথে এমন চিন্তা ও কর্মের অনুশীলন করতে হবে যা তাকে আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের উপযুক্ত সাব্যস্ত করবে।

আলোচনা-১৩ : মিথ্যাবাসনা প্রক্ষেপণ ও সৃষ্টির বিকৃতিসাধন

إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا (١١٧) لَعَنَهُ اللهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (١١٨) وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا (١١٩) يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (١٢٠) أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا (١٢١) [النساء: ١١٧ – ١٢١]

তাঁর পরিবর্তে তারা কতক দেবীরই পূজা করে এবং বিদ্রোহী শয়তানেরই উপাসনা করে। (১১৭) আল্লাহ তাকে লা'নত করেছেন আর সে বলেছে, আমি অবশ্যই আপনার বান্দাদের এক নির্দিষ্ট অংশকে আমার অনুসারী করে নিব। (১১৮) আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবই। তাদের অন্তরে মিথ্যাবাসনার সৃষ্টি করবই। আমি তাদেরকে নিশ্চয় নির্দেশ দিব আর তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবেই। আল্লাহর পরিবর্তে কেউ শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করলে সে স্পষ্টতই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (১১৯) সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদের অন্তরে মিথ্যাবাসনার সৃষ্টি করে। আর শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ছলনামাত্র। (১২০) এদেরই আশ্রয়স্থল জাহান্নাম, তা থেকে তারা নিষ্কৃতির উপায় পাবে না। (১২১)

প্রসঙ্গকথা: পূর্ববর্তী (১১৬ নং) আয়াতে আল্লাহ তাআলা অমার্জনীয় মহাপাপ শিরক সম্পর্কে তাঁর অলঙ্ঘনীয় বিধান ঘোষণা করে বলেছেন, *নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমা করেন না তাঁর সাথে শরীক করা, তবে তাছাড়া সবকিছু যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।* আর শিরকে লিপ্ত বান্দা দূর-পথভ্রষ্টতায় নিপতিত হয়ে থাকে।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : যারা এক ও অদ্বিতীয় স্রষ্টার সাথে শরীক করে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন, *"তারা তো তাঁর পরিবর্তে কতক দেবীরই পূজা করে।*

এবং তারা পূজা করে এক বিদ্রোহী ও অভিশপ্ত শয়তানের।" শয়তানের বিদ্রোহী ও অভিশপ্ত হওয়ার প্রেক্ষাপট হযরত আদম আ.-কে সিজদা করার ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে। আর এখানে অভিশপ্ত হওয়ামাত্রই শয়তান যে প্রতিক্রিয়া ও প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেছিল তার জবানিতে তা উল্লেখ করা হয়েছে। সরাসরি আল্লাহকে সম্বোধন করে সে তার প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেছে, *"আমি আপনার বান্দাদের মধ্য থেকে এক নির্ধারিত অংশকে গ্রহণ করব। এবং তাদেরকে অবশ্যই পথভ্রষ্ট করব এবং তাদের অন্তরে মিথ্যাবাসনা সৃষ্টি করব। এবং অবশ্যই আমি তাদেরকে নির্দেশ দিব, ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবেই।"* আয়াতে উল্লিখিত এই **নির্ধারিত অংশ** এর ব্যাখ্যায় সহীহ মুসলিমে একটি রিওয়ায়াত এসেছে- *"কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা, হযরত আদমকে বলবেন, (তুমি তোমার বংশধরদের মধ্য থেকে জাহান্নামে প্রেরিতব্যদের প্রেরণ কর। তিনি বলবেন, জাহান্নামে প্রেরিতব্যদের সংখ্যানুপাত কত? আল্লাহ বলবেন, হাজারে নয়শ নিরানব্বই জন।"*

মানবহৃদয়ে মিথ্যাবাসনা সৃষ্টি করে তাকে আল্লাহবিমুখ করা শয়তানের অন্যতম কৌশল। যখন সে হযরত আদম আ.-কে জান্নাত থেকে বের করার চক্রান্ত করল তখন সে তাঁর অন্তরে অমরত্ব ও অক্ষয় রাজত্বলাভের বাসনা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে বলল, *"আমি কি তোমাকে সন্ধান দিব অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষের ও অক্ষয় রাজত্বের?" (ত্ব হা, ১২০)*

আজ অবধি মানবজাতিকে শয়তান কিন্তু এই অমরত্ব লাভের প্রলোভন দ্বারা প্রলুব্ধ করে রেখেছে। আর সেই লক্ষ্য অর্জনের প্রত্যাশায় তাদেরকে আপ্রাণ প্রচেষ্টায় নিয়োজিত রেখেছে। আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের নাস্তিক ও খোদাদ্রোহী জনকগণ শয়তান-প্রক্ষিপ্ত এই মানব-অভিলাষ বাস্তবায়নে পূর্ণাঙ্গ পৃষ্ঠপোষকতা করে চলেছে। যেহেতু তারা স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়, সুতরাং জীবন-মৃত্যুতে তাঁর নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্বে বিশ্বাসের কোনো প্রশ্নই আসে না। তাদের চূড়ান্ত বিশ্বাস, প্রকৃতির সন্তান মানুষের অমরত্বলাভের কোনো না কোনো উপায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের অভাবনীয় ও যুগান্তকারী কোনো আবিষ্কারের মাঝে লুকিয়ে আছে। সুতরাং পৃথিবীর বিভিন্ন গবেষণাগারে নানা শিরোনামে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে বহু গবেষক এই অমরত্বের সন্ধানে নিমগ্ন। আমাদের সমাজে লোকমুখে প্রচলিত অনেক শব্দই তার প্রমাণ- **লাইফ**

সাপোর্ট মেশিন, জীবন রক্ষাকারী অষুধ, মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়া ইত্যাদি। আর এ সকল শব্দের উৎস কিন্তু শয়তান-প্রক্ষিপ্ত সেই অমরত্বের অভিলাষ। আর এ জাতীয় কোনো কিছুর প্রতি সামান্যতম আস্থা ও বিশ্বাসই কিন্তু শিরকে খফী বা প্রচ্ছন্ন শিরক।

উল্লিখিত আয়াতে কুরআন সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে—সে শয়তানের নির্দেশেই মানুষ আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধন করে থাকে। প্রাচীনকালেও মানুষ প্রচলিত উপায় উপকরণের মাধ্যমে এই সৃষ্টি-বিকৃতি ঘটাত। যেমন, নরপশু বা ক্রীতদাসকে খোজা বানাত। আর বর্তমানকালে বিজ্ঞানের অভাবনীয় উৎকর্ষের এই যুগে গবেষণার নামে মানুষ প্রতিনিয়ত উদ্ভিদজগত ও প্রাণিজগতে নানাবিধ পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধনের অপচেষ্টায় লিপ্ত। বনসাই বা বামনবৃক্ষ বৃক্ষপ্রেমীদের চোখ জুড়ায় এবং তাদের অমানবিক বিনোদনের খোরাক যোগায়। বিভিন্ন প্রকার জি.এম. শস্য, হাইব্রিড বা উচ্চফলনশীল উদ্ভিদ, হাইব্রিড গবাদি পশু, ও সংকর প্রজাতির পশু, পাখি ও মাছ প্রভৃতির উৎপাদন, প্লাস্টিক সার্জারির সাহায্যে মানুষের মুখাবয়ব দেহাকৃতি বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিবর্তন-পরিমার্জন এবং জেন্টস পার্লার ও বিউটি পার্লারের কৃত্রিম সাজ-সজ্জার নামে নারী-পুরুষের সৌন্দর্য বর্ধনে যা কিছু করা হয় তার অধিকাংশই কিন্তু আল্লাহর সৃষ্টি-বিকৃতির নামান্তর।

পরিচয় : শয়তান মানুষের অন্তরে মিথ্যাবাসনার সৃষ্টি করে এবং আল্লাহর সৃষ্টিতে বিকৃতিসাধনের নির্দেশ দিয়ে তাদেরকে জাহান্নামের পথে ধাবিত করে।

পরিত্রাণ : এ ক্ষেত্রে শয়তান থেকে পরিত্রাণের উপায় হল অন্তরে মিথ্যা বাসনার উদ্রেককারী চিন্তা ও কর্ম পরিহার করা এবং আল্লাহর সৃষ্টি ও মাখলুকের বিকৃতি সাধনের সকল পথ, পন্থা ও তৎপরতা বর্জন করা।

আলোচনা-১৪ : মদ, জুয়া সবই শয়তানপ্রসূত

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١) [المائدة: ٩٠- ٩١]

হে মুমিনগণ, মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদীসমূহ ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্যবস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর। যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (৯০) শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না! (৯১)

প্রসঙ্গকথা: প্রথমত আরবের কাফির-মুশরিকদের জন্য এবং তাদের মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতির জন্য হেদায়েত ও আলোকবর্তিকারূপে কুরআন নাযিল হয়েছে। তৎকালীন আরব-সমাজে প্রচলিত নানা কুসংস্কার, কুপ্রথা, অন্যায় ও অশ্লীলকর্মের মূলোৎপাটনে কুরআন তার প্রজ্ঞাময় আহ্বান ও হৃদয়গ্রাহী শৈলী উপস্থাপন করেছে। ক্ষেত্র বিশেষে পর্যায়ক্রমিক ও ধারাবাহিক পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা শিরক ও কুফর বর্জনকারী, সদ্য ঈমান আনয়নকারীদের সম্বোধন করেছেন। অতঃপর ক্ষতিসমূহ উল্লেখ করে তৎকালীন আরব-সমাজে বহুল প্রচলিত মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য-নির্ণায়ক শর বর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : আয়াতে উল্লিখিত মদ, জুয়া ও প্রতিমা-বেদীর অস্তিত্ব পৃথিবীর অধিকাংশ মানববসতিতে আজও পর্যন্ত প্রবলভাবে বিদ্যমান। কুরআনের পরিভাষায় যাকে 'রিজস' বা ঘৃণ্য-বস্তু ও শয়তানের কাজ বলা হয়েছে। কেননা এ সকল মন্দকর্ম ও শিরকের উপকরণ দ্বারা শয়তান বনি আদমের মহা-সর্বনাশ ডেকে আনে। মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্যনির্ধারক তীর দ্বারা সে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়কে শিরকের অমার্জনীয় মহাপাপে

লিপ্ত করে তাকে বেঈমান ও খোদাদ্রোহী করে । আর মদ ও জুয়া দ্বারা শয়তান একদিকে যেমন মানুষের সময়, স্বাস্থ্য, সম্পদ ও চরিত্র নষ্ট করে। অন্যদিকে সে তাদের মাঝে পারস্পরিক শত্রুতা, বিদ্বেষ ও হানাহানির বীজ বপন করে। ফলশ্রুতিতে তারা পারস্পরিক কলহ-বিবাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হয়ে একে অন্যের বিনাশ সাধনে তৎপর হয়ে ওঠে। এভাবে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মাঝে নৈরাজ্য-বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে। উপরন্তু শয়তান এগুলির মাধ্যমে বান্দাকে আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে বাধা দিতে চায়। কেননা আল্লাহর স্মরণ বান্দার অন্তরে আল্লাহভীতি জাগ্রত রাখে। আর সালাত তাকে আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমে অন্যায় ও অশ্লীলকর্ম থেকে বিরত রাখে। সুতরাং মুমিনদের এসব মদ, জুয়া, প্রতিমা-বেদী ও ভাগ্য নির্ধারক তীর দ্বারা শয়তানের ক্রীড়নকে পরিণত হওয়া থেকে সাবধান করা হয়েছে। মদ ও জুয়ার কথা বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ, ইসলাম-পূর্ব সময়ে এ দুটি ছিল আরবদের নির্দোষ বিনোদন ও আভিজাত্যের প্রতীক। সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে একত্রে মদপান করা, এবং জুয়া খেলার সময় পরাজিত জুয়াড়িকে অর্থ-সাহায্য করা ছিল তাদের গর্বের বিষয়। বস্তুত মদাসক্তি ও জুয়াপ্রীতি ছিল তাদের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত গোত্রীয় ঐতিহ্য। জাহিলী কবিদের কবিতাসমূহ আজও যার সাক্ষ্য বহন করছে।

পরিচয় : মদ ও জুয়ার মাধ্যমে শয়তান মানুষের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষের বীজ বপন করে এবং তাকে আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে বাধা প্রদান করে।

পরিত্রাণ : সকল প্রকার নেশাদ্রব্য ও জুয়াকে[১] শয়তান-সম্পৃক্ত বিপজ্জনক বিষয় জ্ঞান করে তা থেকে বাঁচতে হবে এবং আল্লাহর স্মরণ ও সালাতের আশ্রয় নিয়ে শয়তান থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে।

---

১. বর্তমানে আধুনিকতার নামে মাদক ও জুয়ার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে।

আলোচনা-১৫ : হৃদয়ের কঠিনতা ও মন্দকর্মের শোভনীয়তা

فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٤٣) [الأنعام: ٤٣]

সুতরাং আমার শাস্তি যখন তাদের উপর আপতিত হল তখন তারা কেন বিনীত হল না? অধিকন্তু তাদের হৃদয় কঠিন হয়েছিল এবং তারা যা করছিল শয়তান তা তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল। (৪৩)

প্রসঙ্গকথা: পূর্ববর্তী (৪২ নং) আয়াতে রাসূলুল্লাহ সা.-কে সান্ত্বনা প্রদান করে আল্লাহ তাআলা তাকে অবহিত করছেন যে, আপনার পূর্বে অনেক সম্প্রদায়ের মাঝে আমি রাসূল প্রেরণ করেছি। অতঃপর যখন তারা রাসূলদের প্রত্যাখ্যান করেছে তখন আমি তাদেরকে অভাব-অনটন ও রোগ-ব্যাধি দ্বারা পাকড়াও করেছি। যাতে তারা আল্লাহর প্রতি দীনতা প্রকাশ করে তাওবা করে নেয়।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত সম্প্রদায়সমূহের প্রতি তিরস্কার ও ভর্ৎসনামূলক অভিব্যক্তি প্রকাশ করা হয়েছে। কেননা আল্লাহ তাআলা কর্তৃক তাঁর প্রতি বিনীত হওয়ার কারণ উপস্থাপন সত্ত্বেও তারা আল্লাহমুখী হয় নি। অতঃপর তাদের আল্লাহ-বিমুখতা ও নাফরমানির কারণে তাদের হৃদয়সমূহ কঠিন হয়ে গেল ফলে তা ঈমান আনার উপযুক্ত রইল না। আর পরিশেষে তাদের এ সকল পাপাচার, কুফুরি ও নাফরমানি শয়তান তাদের দৃষ্টিতে শোভন করে দেখাল। ফলে তারা রাসূলদের উপদেশ বিস্মৃত হয়ে পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে উল্লসিত হল আর অকস্মাৎ আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করে তাদের মূলোৎপাটন করলেন।

আয়াতের ভাষ্যে একথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ তাআলা কোনো সম্প্রদায়কে চূড়ান্তভাবে পাকড়াও করার পূর্বে সংশোধনের উদ্দেশ্যে লঘু শাস্তি প্রদান করেন। তখন যদি তারা অনুতপ্ত ও বিনম্র-চিত্তে আল্লাহমুখী হয় এবং কৃতজ্ঞ

হয়ে ঈমান আনয়ন করে তাহলে আর তিনি তাদেরকে শাস্তি দেন না। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন। *“তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর ও ঈমান আন, তবে তোমাদেরকে শাস্তি দিয়ে আল্লাহ কী করবেন? আর আল্লাহ তো গুণগ্রাহী, সর্বজ্ঞ।(সূরা নিসা, ১৪৭)”* কিন্তু শয়তান যখন তাদের মন্দকর্মকে তাদের দৃষ্টিতে শোভন করে তখন তাদের অন্তর সত্যবিমুখ ও কঠিন হয়ে তাদের হেদায়েত লাভের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। সেই সাথে তাদের অবাধ্যতা ও হঠকারিতা বৃদ্ধি পায় এবং তাদের শাস্তি ও ধ্বংস অবধারিত হয়ে যায়।

পরিচয় : মানুষের দৃষ্টিতে মন্দকর্ম শোভন করে তার অন্তরকে সত্যবিমুখ ও কঠিন করে তোলা শয়তানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

পরিত্রাণ : আল্লাহপ্রদত্ত বোধ-বুদ্ধি ও চিন্তা-ভাবনা দ্বারা মন্দকে মন্দজ্ঞান করায় নিজেকে অভ্যস্ত করতে হবে এবং হৃদয় ও অন্তরকে সত্যমুখী করে গড়ে তুলতে হবে। আর আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে হবে, যেন তিনি আমাদের কাছে ঈমানকে প্রিয় করেন এবং কুফরি ও নাফরমানিকে অপ্রিয় করেন। এবং আমাদের অন্তরকে কোমল ও বিনম্র করেন।

হাদীসে এসেছে, হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি বিনম্রহৃদয় ...। অন্য হাদীসে এসেছে, হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এমন হৃদয় থেকে যা বিনম্র হয় না ...। হে আল্লাহ, আমাদের কাছে প্রিয় করুন ঈমানকে এবং আমাদের অন্তরে তাকে শোভন করুন। আর আমাদের কাছে অপ্রিয় করুন কুফরি, নাফরমানি ও পাপাচারকে।

আলোচনা-১৬ : আল্লাহর স্মরণ বিমুখতা

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٦٨) [الأنعام: ٦٨]

আর যখন তুমি দেখ তারা আমার আয়াত সম্বন্ধে উপহাসমূলক আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। তখন তুমি তাদের থেকে সরে পড়বে যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হয়। আর শয়তান যদি তোমাকে ভ্রমে ফেলে তবে স্মরণ হওয়ার পর যালিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে বসবে না। (৬৮)

প্রসঙ্গকথা: আল্লামা সুদ্দী র. বলেন, মুশরিকরা যখন মুমিনদের সাথে ওঠাবসা করত তখন তারা আল্লাহর নবী সা. ও কুরআনের সমালোচনায় লিপ্ত হত এবং তাদের প্রতি কটূক্তি ও উপহাস করত। এ কারণেই আল্লাহ তাঁর রাসূলকে প্রত্যক্ষভাবে এবং সকল মুমিনকে পরোক্ষভাবে তাদের সঙ্গে ওঠাবসা না করার নির্দেশ দিয়েছেন।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : আল্লাহর আয়াত সম্বন্ধে উপহাস-বিদ্রূপে লিপ্ত হওয়ার ধৃষ্টতা বান্দার জন্য ভয়াবহ পরিণাম ডেকে আনে। আর এরূপ বিদ্রূপকারী যে কোনো মুহূর্তে আল্লাহর শাস্তির সম্মুখীন হতে পারে। কেননা এহেন অন্যায়কর্মে লিপ্ত ব্যক্তি আল্লাহর অনুগ্রহবঞ্চিত হয়ে শয়তানের অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়ে থাকে। গোত্রীয় সৌহার্দ্য ও সামাজিক সৌজন্য রক্ষার্থে এরূপ ব্যক্তিদের সাথে ওঠাবসার সাময়িক অনুমতি থাকলেও আল্লাহর নিদর্শনের প্রতি উপহাস-বিদ্রূপকালে তাদেরকে পরিহার করার নির্দেশ এসেছে। তবে যদি এই নিষেধাজ্ঞার কথা বিস্মৃত হয়ে কেউ এরূপ মজলিসে শরীক হয়ে যায় তবে স্মরণ হওয়ামাত্র তাকে সে মজলিস থেকে উঠে যেতে হবে। কেননা আল্লাহর দৃষ্টিতে এরূপ আচরণকারী যালিম ও অনাচারী। সুতরাং কোনোভাবেই তাদের এই যুলুম ও অন্যায় আচরণের অনুসরণ করা সঙ্গত হবে না। আয়াতের শেষাংশে ভুলিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে শয়তানের ভূমিকার কথা উল্লিখিত হয়েছে।

ভুলে যাওয়া, ভুলে থাকা এবং শয়তানের ভুলিয়ে দেওয়ার অর্থ: ভুলে যাওয়া বা বিস্মৃত হওয়ার আরবী প্রতিশব্দ হল, নিসয়ান (نسيان) । কুরআন-হাদীসের ভাষ্যে বিদ্যমান বিস্মৃতি দু'প্রকার। প্রথম প্রকার হল, স্মৃতিভ্রষ্টতা বা স্মরণশক্তির দুর্বলতাজনিত বিস্মৃতি, যার ক্ষেত্রে ব্যক্তির কোনো অবহেলা বা ভূমিকা থাকে না বরং যা মানুষের সৃষ্টিগত ও অনিচ্ছাকৃত বিস্মৃতি। হাদীছের ভাষ্য অনুযায়ী এ জাতীয় বিস্মৃতিকে শরীয়ত মার্জনীয় ও ক্ষমার্হ গণ্য করেছে। পক্ষান্তরে যে বিস্মৃতি বা ভুলে যাওয়ার কারণ ব্যক্তির অবহেলা ও দায়িত্বহীনতা, কুরআনে তা অপরাধ গণ্য করা হয়েছে। জান্নাতে হযরত আদমকে আল্লাহ তাআলা নির্দিষ্ট বৃক্ষের ফল খেতে নিষেধ করেন, কিন্তু তিনি শয়তানের কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনায় প্রলুব্ধ হয়ে আল্লাহর সেই নিষেধাজ্ঞা বিস্মৃত হন যা তাঁর থেকে কাম্য ছিল না। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন, *"আর আমি তো ইতোপূর্বে আদমের প্রতি নির্দেশ দান করেছিলাম, কিন্তু সে ভুলে গেল, ফলে আমি তাকে সংকল্পে দৃঢ় পেলাম না।" (সূরা ত্বহা, ১১৫)* একই কারণে হযরত আদমের এরূপ বিস্মৃতিজনিত স্খলনকে কুরআন অমান্যতা ও বিভ্রম আখ্যা দিয়েছে, *"আদম তার প্রতিপালকের হুকুম অমান্য করল, ফলে সে ভ্রমে পতিত হল।" (সূরা ত্বহা, ১২১)* অবশ্য পরবর্তীতে হযরত আদম, আল্লাহর নির্দেশের প্রতি তাঁর অবহেলা ও অন্যায় উপলব্ধি করে তৎক্ষণাৎ আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন অতঃপর ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে আল্লাহর মনোনীত বান্দার স্তরে উন্নীত হয়েছেন।

পরিচয় : আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে শয়তান মানুষকে আল্লাহর নাফরমানি, শিরক, কুফরি ও অন্যায়-অশ্লীলতায় লিপ্ত করে।

পরিত্রাণ : যে সকল বিষয়ের বিস্মৃতি মানুষকে দায়িত্বহীনতা, কর্তব্যবিমুখতা কিংবা অবহেলা-অলসতায় লিপ্ত করে আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত করে প্রথমে তা পরিহার করে পূর্ণ সাবধানতা ও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে অতঃপর শয়তানের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে।

আলোচনা-১৭ : কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ

قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٧١) وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٧٢) [الأنعام: ٧٢-٧١]

বল আল্লাহ ব্যতীত আমরা কি এমন উপাস্যকে ডাকব যা আমাদের কোনো উপকার কিংবা অপকার করতে পারে না। আল্লাহ আমাদেরকে সৎপথ প্রদর্শনের পর আমরা কি সেই ব্যক্তির ন্যায় পূর্বাবস্থায় ফিরে যাব যাকে শয়তান দুনিয়ার পথ ভুলিয়ে হতবুদ্ধি (পৃথিবীতে হতবুদ্ধি করে পথচ্যুত) করেছে। যদিও তার সহচরগণ তাকে ঠিক পথে আহ্বান করে বলে, আমাদের নিকট আস, বল আল্লাহর পথই তো সঠিক পথ এবং আমরা আদিষ্ট হয়েছি জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করতে। (৭১) এবং সালাত কায়েম করতে ও তাঁকে ভয় করতে। এবং তাঁরই নিকট তোমাদেরকে সমবেত করা হবে। (৭২)

প্রসঙ্গকথা: প্রতিমাপূজারী মুশরিকদের সামনে যুক্তি-বুদ্ধির মাধ্যমে তাদের বাতিল উপাস্যদের অক্ষমতা ও অসহায়তা কুরআন বহু স্থানে উল্লেখ করেছে, একই সাথে আল্লাহ তাআলার শক্তি ও সক্ষমতার কথাও উল্লেখ করেছে। যেন মুশরিকদের সামনে তাদের উপাস্য দেব-দেবীর দুর্বলতা ও অনুপযুক্ততা সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : উপাস্য দেব-দেবীর অক্ষমতা ও অযোগ্যতা বর্ণনায় কুরআন যে যুক্তিনির্ভর শৈলী প্রয়োগ করেছে, আলোচ্য আয়াতেও অভিন্ন পন্থায় আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে সম্বোধন করে মুশরিকদের উদ্দেশে প্রশ্ন উপস্থাপনের নির্দেশ দিয়েছেন। আর এখানে প্রশ্নের অবতারণা মূলত

অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও তিরস্কারের উদ্দেশ্যে। যার মর্মার্থ, হে মুহাম্মাদ, আপনি মুশরিকদের বলে দিন, আমরা তো আল্লাহর পরিবর্তে এমন উপাস্যের উপাসনা করতে পারি না, যারা আমাদের কোনো প্রকার উপকার কিংবা অপকার সাধন করতে পারে না। তদ্রূপ আল্লাহ আমাদেরকে সুপথ প্রদর্শনের পর আমরা কি সেই ব্যক্তির মত পূর্বাবস্থায় ফিরে যাব, যাকে শয়তান কুপ্রবৃত্তির অনুগামী করে হতবুদ্ধি করে ছেড়েছে। অথচ তার সঙ্গীগণ তাকে সুপথের প্রতি আহ্বান করে বলে, আমাদের কাছে আসো। অর্থাৎ আল্লাহ আমাদেরকে ইসলামের জন্য হেদায়েত করার পর আমরা কি পুনরায় গোমরাহিতে ফিরে যাব? অতঃপর বলা হয়েছে, আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জগতসমূহের প্রতিপালকের জন্য আত্মসমর্পণ করতে। এটা মূলত ঐ ব্যক্তির উপমা যে হেদায়েত থেকে বিচ্যুত হয়েছে কিন্তু ইসলামের প্রতি আহূত হয়েও সে তাতে সাড়া দিচ্ছে না। এ সম্পর্কে ইবনে আব্বাস রা. বলেন, এখানে আল্লাহ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন মুশরিকদের উপাস্য দেব-দেবী, তাদের প্রতি আহ্বানকারী ও আল্লাহর প্রতি আহ্বানকারীদের ঐ ব্যক্তির সাথে তুলনা করে যে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে দিশেহারা আর তখন কোনো আহ্বায়ক তাকে আহ্বান করছে, হে অমুক, এপথে আসো, আর তার কতক সহচর তাকে আহ্বান করছে, হে অমুক, আমাদের পথে আসো। যদি সে প্রথম জনের আহ্বানে সাড়া দেয় তাহলে সে তাকে ধ্বংসগহ্বরে নিক্ষেপ করে। আর যদি সে হেদায়েতের আহ্বানে সাড়া দেয় তাহলে সে সঠিক পথের দিশা লাভ করে। আল্লামা ত্ববারী বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিবর্তে এ সকল উপাস্যের উপাসনা করে সে মনে করে, তার এই উপাসনার কোনো ভিত্তি আছে কিন্তু অবশেষে তার মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়। তখন সে ধ্বংস ও অনুশোচনার সম্মুখীন হয়। (তাফসীরে ত্বাবারী, ১১/৪৫২)

পরিচয় : কুপ্রবৃত্তির অনুগামী করেই শয়তান মানুষকে গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট করে থাকে। এটা তার অন্যতম কর্মপরিচয়।

পরিত্রাণ : মানুষের কর্তব্য, সদাসর্বদা নফস ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ পরিহার করে শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করা।

আলোচনা-১৮ : চমকপ্রদ মিথ্যা প্রক্ষেপণ

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (١١٢) [الأنعام: ١١٢]

আর এরূপে আমি মানব ও জিন্নের মধ্যে শয়তানদেরকে প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছি, (মানুষকে) প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে তারা একে অন্যের কাছে চমকপ্রদ বাক্য প্রক্ষেপণ করে। যদি তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করতেন তবে তারা এটা করত না। সুতরাং তুমি তাদেরকে এবং তাদের মিথ্যা রটনাকে বর্জন কর। (১১২)

প্রসঙ্গকথা: পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, কাফির-মুশরিকদের প্রস্তাবিত একটি নিদর্শনের পরিবর্তে একাধিক নিদর্শনও যদি আমি আনয়ন করতাম। এমনকি তাদের প্রতি ফেরেশতা নাযিল করতাম এবং মৃতদেরকে জীবিত করে তাদের সাথে কথা বলাতাম, এবং তারা তাদের প্রস্তাবমাফিক মুহাম্মাদ সা.-এর সত্যতার সাক্ষ্য দিত এবং আমি তাদের সামনে চাক্ষুষভাবে সৃষ্টিজগতের সবকিছু একত্র করতাম, অর্থাৎ যদি আমি তাদের প্রস্তাবিত এসব নিদর্শন এবং তা ব্যতীত অন্য সকল নিদর্শনও প্রদান করতাম। তবুও আমার ইচ্ছা ব্যতীত তারা ঈমান আনত না। সুতরাং তাদের ঈমানের ব্যাপারে আপনি আশাবাদী হবেন না। আর তাদের অধিকাংশ এ ব্যাপারে অজ্ঞতার শিকার।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন, যেমনিভাবে আপনার বিরুদ্ধাচারণে লিপ্ত এই মুশরিকদেরকে আমি আপনার শত্রু বানিয়েছি, তদ্রূপ আপনার পূর্ববর্তী নবীদের শত্রু বানিয়েছিলাম জিন্ন ও ইনসানের শয়তানদের। সুতরাং আপনি তাদের কষ্টদায়ক আচরণে ধৈর্যধারণ করুন। আল্লামা ইবনুল জাওযি র. বলেন, আয়াতের এ অংশের অর্থ হল, যেমনিভাবে আমি আপনাকে (কাফির-মুশরিক) শত্রুদের দ্বারা পরীক্ষায় ফেলেছি, তেমনিভাবে আপনার পূর্ববর্তী নবীদেরকেও পরীক্ষায় ফেলেছি।

যাতে করে কষ্ট-নির্যাতনে ধৈর্য ধারণের ফলে তার সাওয়াব ও পুরস্কার বড় হয়। আর এ সকল শয়তান মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য একে অন্যের কাছে চমকপ্রদ সব মিথ্যা বাক্য প্রক্ষিপ্ত করে।

মুকাতিল র. বলেন, মানুষকে গোমরাহ করার জন্য ইবলীস তার সহযোগী শয়তানদেরকে নিযুক্ত করে। অতঃপর যখন তার নিযুক্ত মানব শয়তানের সাথে জিন্ন শয়তানের সাক্ষাৎ হয় তখন তারা একে অন্যকে বলে, আমি আমার দায়িত্বে অর্পিত ব্যক্তিকে এভাবে এভাবে গোমরাহ করেছি। সুতরাং তুমি তোমার দায়িত্বে অর্পিত ব্যক্তিকে অমুক অমুক পন্থায় গোমরাহ কর। এটাই হল শয়তানদের একে অন্যের প্রতি প্রক্ষেপণ। (তাফসীরে ইবনুল জাওযি, ৩/১০৯) আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে বলছেন, যদি আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করতেন, তাহলে এরা তাদের নবীদের সাথে শত্রুতা পোষণ করত না। কিন্তু আল্লাহ তাআলার প্রজ্ঞা এই পরীক্ষাকে অবধারিত করেছে। আল্লামা ইবনে কাছীর র. বলেন, এ সকল কাফির-মুশরিকদের মধ্য থেকে প্রত্যেক নবীর শত্রু থাকা আল্লাহর ইরাদা ও ফায়সালা দ্বারাই নির্ধারিত। সুতরাং হে নবী, আপনি তাদেরকে এবং তাদের মিথ্যারটনা-নির্ভর চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র ও কূটকৌশল এড়িয়ে চলুন। কেননা আল্লাহই আপনার জন্য যথেষ্ট এবং তাদের বিরুদ্ধে আপনার সাহায্যকারী।

চিন্তা-ভাবনা ও কাজে-কর্মে যে সকল মানুষ ও জিন্ন, ইবলীসের পূর্ণ আনুগত্য করে ঈমানদারদের অনিষ্টসাধনে তৎপর তারাই হল আয়াতে বর্ণিত শয়তান-দল। মানুষের দীন বা ধার্মিকতার অপর নাম যেমন অন্যের কল্যাণকামিতা ও অন্যের প্রতি বিশ্বস্ততা, তেমনি তার বিপরীত অবস্থা অর্থাৎ অন্যের প্রতি অবিশ্বস্ততা ও তার অনিষ্ট-চিন্তা হল শয়তানের ধর্ম। সুতরাং মানুষ ও জিন্নের মধ্যে যারা এ স্বভাব ও প্রকৃতির, তারাই হল ইবলীসের সহযোগী শয়তান-দল। যাদেরকে নবীদের শত্রু আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

পরিচয় : অসৎ উদ্দেশ্যে চমকপ্রদ বাক্য ও চটকদার মিথ্যা দ্বারা মানুষকে প্রলুব্ধ ও প্রতারিত করা শয়তানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

পরিত্রাণ : সুতরাং অসৎ উদ্দেশ্যে অসত্য বা অর্ধসত্য কথা চমকপ্রদ অবয়বে ও বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থাপনের অপপ্রয়াস ও অপতৎপরতা থেকে আত্মরক্ষা ব্যতীত শয়তান থেকে পরিত্রাণের পথ নেই।

আলোচনা-১৯ : অন্যায় কলহ-বিবাদের প্ররোচনা

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (١٢١) [الأنعام: ١٢١]

যাতে (যে সকল পশুতে) আল্লাহর নাম নেওয়া হয় নি তার কিছুই তোমরা আহার করো না। তা অবশ্যই পাপ। নিশ্চয় শয়তানেরা তাদের বন্ধুদেরকে তোমাদের সঙ্গে বিবাদ করতে প্ররোচনা দেয়। যদি তোমরা তাদের কথামত চল তোমরা অবশ্যই মুশরিক হবে। (১২১)

প্রসঙ্গকথা: পূর্ববর্তী (১১৮ নং) আয়াতে আল্লাহর নামে জবাইকৃত পশুর গোশত খাওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে এবং তাকে ঈমানের নিদর্শন বলা হয়েছে। আর পরবর্তী আয়াতে আল্লাহর নামে জবাইকৃত পশুর গোশত না খাওয়াকে ভর্ৎসনাযোগ্য এবং অজ্ঞতানির্ভর প্রবৃত্তিপরায়ণতা ও সীমালঙ্ঘন বিবেচনা করা হয়েছে। অতঃপর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য পাপ বর্জনের নির্দেশ প্রদান করে পাপাচারীদের সমুচিত শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পরিশেষে তারই ধারাবাহিকতায় যে পশু আল্লাহর নামে জবাই করা হয় নি তার গোশত খেতে নিষেধ করা হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে মুমিনদেরকে সম্বোধন করে আল্লাহ তাআলা বলছেন, যে সকল প্রাণী জবাইকালে আল্লাহর নাম নেওয়া হয় নি বরং তাদের স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে। (অথবা যেসকল প্রাণীকে তোমাদের উপাস্য দেব-দেবীর নামে বলি দেওয়া হয়েছে) তোমরা তার গোশত আহার করো না। কেননা তা অবশ্যই আল্লাহর নির্দেশ লঙ্ঘন ও ঈমানপরিপন্থী কাজ। আর তোমাদেরকে এরূপ পাপে লিপ্ত করার জন্য শয়তানেরা এ কথা বলে তাদের বন্ধুদের তোমাদের সঙ্গে কলহ-বিবাদের কুমন্ত্রণা দেয়-'তোমরা কি নিজেদের বধকৃত প্রাণীর গোশত খাবে অথচ আল্লাহ কর্তৃক বধকৃত অর্থাৎ মৃত প্রাণীর গোশত খাবে না!' আর তোমরা যদি তাদের আনুগত্য কর তাহলে আল্লাহর প্রতি ঈমান হারিয়ে মুশরিকে পরিণত হবে। এ আয়াতের ব্যাখ্যায়

আল্লামা যামাখশারি র. বলেন, যে ব্যক্তি ধর্মবিধানের ক্ষেত্রে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও অনুসরণ করল, সে মূলত আল্লাহর সাথে তাকে শরিক করল। আর বিচক্ষণ মুমিনের কর্তব্য হল, কোনো অবস্থাতেই মৃত (অর্থাৎ জবাইকৃত নয় এমন) প্রাণীর গোশত ভক্ষণ না করা। যেহেতু এ ব্যাপারে শরীয়তের বিধান অত্যন্ত কঠোর। (কাশশাফ, ২/৪৯)

আল্লাহ তাআলা হলেন সকল মাখলূকের সৃষ্টিকর্তা, জীবনদাতা ও প্রাণহরণকারী। কুল-মাখলূকের জীবন-মৃত্যুর গূঢ় রহস্য একমাত্র তিনিই অবগত। আপাত-স্বাভাবিক মৃত্যুবরণকারী প্রাণীর গোশত খাওয়া কেন তিনি নিষেধ করেছেন আর তাঁর নামে জবাইকৃত প্রাণীর গোশত খাওয়ার বৈধতার নির্দেশ কেন তিনি দিয়েছেন তার প্রকৃত কারণ[১] তিনিই ভালো জানেন। সুতরাং মুশরিকদের উত্থাপিত এই যুক্তি ও আপত্তি যে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে সৃষ্ট তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মূলকথা হল, ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য ও বৈধতা-অবৈধতার মানদণ্ডের প্রকৃত নির্ধারক হলেন স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলামীন, যিনি সর্বময় জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আধার। সুতরাং এ ক্ষেত্রে তাঁর নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞার নিরঙ্কুশ আনুগত্য ও অনুগমনই হল বান্দার পরম কর্তব্য।

পরিচয় : মানুষকে যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগে আল্লাহপ্রদত্ত ধর্মবিধান লঙ্ঘনে প্ররোচিত করে তাদেরকে আল্লাহবিমুখ করা ও কলহ-বিবাদে লিপ্ত করা শয়তানের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য।

পরিত্রাণ : সকল ধর্মবিধানের যৌক্তিকতা নিরূপণে মানবীয় যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগের প্রবণতা বর্জন করতে হবে এবং আল্লাহ-নির্দেশিত বিধি-বিধান সমর্পিত-চিত্তে মেনে নিয়ে শয়তানের এ জাতীয় কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণে সদা সচেষ্ট থাকতে হবে।

---

১. পশু জবাইকালে তার কণ্ঠনালি থেকে সবেগে প্রবাহিত রক্তের ব্যাপারে আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণা একথা প্রমাণ করেছে যে, তা মানবদেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। সুতরাং জবাই না করা মৃত পশুর গোশতে এই দূষিত রক্তের মিশ্রণ মানবদেহের জন্য গুরুতর ক্ষতির কারণ হওয়ার সমূহ আশংকা বিদ্যমান। তাই মৃত প্রাণীর গোশত ভক্ষণ নিষিদ্ধকরণে রয়েছে মানবস্বাস্থ্যের সার্বিক কল্যাণচিন্তা।

আলোচনা-২০ : আত্মম্ভরিতা ও আত্মমুগ্ধতা

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ
مِنَ السَّاجِدِينَ (١١) قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ
وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (١٢) قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ
الصَّاغِرِينَ (١٣) قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (١٤) قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (١٥) قَالَ فَبِمَا
أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ (١٦) ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ
وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ (١٧) قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا
مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ (١٨) [الأعراف: ١١- ١٨]

আর আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি অতঃপর আকৃতি দান করেছি অতঃপর ফিরিশতাদেরকে বলেছি, তোমরা আদমকে সিজদা কর। তখন তারা সিজদা করল ইবলীস ব্যতীত। সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হল না। (১১) তিনি বললেন, আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম তখন তাকে সিজদা করতে কী তোমাকে নিবৃত্ত করল? সে বলল, আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ; আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন আর তাকে কাদামাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। (১২) তিনি বললেন, তুমি এখান থেকে নেমে যাও, এখানে অবস্থান করে অহংকার করবে এটা হতে পারে না। সুতরাং তুমি বের হয়ে যাও, দূর হও, তুমি অধমদের অন্তর্ভুক্ত। (১৩) সে বলল, আপনি আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। (১৪) তিনি বললেন, যাও তোমাকে (সে অবকাশ) দেওয়া হল। (১৫) সে বলল, আপনি আমাকে শাস্তিদান করলেন, এই জন্য আমি আপনার সরল পথে তাদের জন্য ওঁৎ পেতে থাকব। (১৬) অতঃপর আমি তাদেরকে আক্রমণ করব তাদের সম্মুখ, পশ্চাৎ, দক্ষিণ ও বাম দিক হতে এবং আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না। (১৭) তিনি বললেন এস্থান থেকে ধিকৃত ও বিতাড়িত অবস্থায় বের হয়ে যাও। মানুষের মধ্যে যারা

তোমার অনুসরণ করবে নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব। (১৮)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতগুচ্ছে আল্লাহ তাআলা আদম সন্তানকে সম্বোধন করে অতি সংক্ষেপে তাদের আদি পিতার সৃষ্টিবৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন। অতঃপর ফেরেশতাদের সিজদার নির্দেশ প্রদান, ইবলীসের অবাধ্যতা ও যুক্তি উপস্থাপন, তার শ্রেষ্ঠত্বের দাবি ও বিতাড়িত হওয়া এবং পরিশেষে তার অবকাশপ্রাপ্ত হওয়ার প্রসঙ্গসমূহ আলোচিত হয়েছে। তারপর বনী আদমকে পথভ্রষ্ট করার জন্য ইবলীসের শপথ এবং পরিশেষে তার অনুসারীদের জন্য জাহান্নামের অবধারিত শাস্তির উল্লেখ করে আলোচনার ইতি টানা হয়েছে।

ইবলীস মূলত জিন্ন সম্প্রদায়ের সদস্য। আর হযরত আদমকে সিজদার নির্দেশ সংক্রান্ত ভাষ্যসমূহে আল্লাহ তাআলা সম্বোধন করেছেন ফেরেশতাদেরকে। তদুপরি ইবলীসের এই নির্দেশের আওতাভুক্ত হওয়ার যৌক্তিকতা ১ নং আলোচনায় উল্লিখিত হয়েছে।

আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার কারণ জিজ্ঞাসিত হয়ে এখানে ইবলীস তার ধৃষ্টতাপূর্ণ যুক্তি উপস্থাপন করেছে। সে দাবি করেছে, আমি আদমের চেয়ে উত্তম। অতঃপর নিজ দাবির পক্ষে যুক্তি দিয়ে আল্লাহকে সম্বোধন করে বলেছে, আমাকে তো আপনি সৃষ্টি করেছেন আগুন থেকে আর আদমকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে সুতরাং সৃষ্টি-উপাদান বিবেচনায় তো আমিই শ্রেষ্ঠ। ইবলীস তার এই আত্মম্ভরিতা ও অবাধ্যতার পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করে প্রকারান্তরে মহান আল্লাহর নির্দেশকে অযৌক্তিক প্রমাণের অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। আর এরূপ ধৃষ্টতা প্রদর্শনের পরও মহান আল্লাহ তাকে যে অবকাশ ও উপায়-উপকরণ প্রদান করেছেন সবই তাঁর পরম সহিষ্ণুতা ও সহনশীলতা এবং বাধ্য-অবাধ্য প্রতিটি মাখলূকের প্রতি তাঁর পরম দয়ার্দ্রতা ও ন্যায়পরায়ণতার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন। পক্ষান্তরে ইবলীস যদি ভাবত, আল্লাহ আমার স্রষ্টা, তিনিই আমাকে অস্তিত্ব দান করেছেন। তাঁর সকল নির্দেশ আমার জন্য শিরোধার্য। উপরন্তু আল্লাহ সকল ফেরেশতাকে একই নির্দেশ প্রদান করেছেন। যারা আগুনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ উপাদান নূর দ্বারা সৃষ্ট। সুতরাং আমার কর্তব্য আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞচিত্তে এই নির্দেশ পালনে ফেশেতাদের

অনুগমন করা। কিন্তু নিজের শ্রেষ্ঠত্বের প্রবল অনুভূতি ও তার অসংযত প্রকাশ ইবলীসের জন্য মহাসর্বনাশ ডেকে আনল।

আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার কারণে ইবলীস যখন চিরতরে তাঁর অনুগ্রহবঞ্চিত ও অভিশপ্ত হল তখন সে আল্লাহর কাছে বনী আদমকে পথভ্রষ্ট করার জন্য অবকাশ প্রার্থনা করল। আল্লাহ তাআলা ইনসাফ, হিকমত ও সর্বব্যাপী জ্ঞানের ভিত্তিতে তাকে সে অবকাশ দান করলেন।

পরিচয় : আত্মঅহমিকা, দাম্ভিকতা ও নিজেকে অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করা ইবলীসের অন্যতম পরিচয় বৈশিষ্ট্য।

পরিত্রাণ : নিজেকে ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ জ্ঞান করে বিনয়-বিনম্রতার পথ অবলম্বন করতে হবে। সেই সাথে আত্মম্ভরিতা ও দাম্ভিকতা প্রকাশক সকল আচরণ ও উচ্চারণ পরিহার করে আল্লাহর দরবারে এই নববী প্রার্থনা করতে হবে, **"হে আল্লাহ, আমাকে নিজের দৃষ্টিতে ছোট করুন এবং মানুষের দৃষ্টিতে বড় করুন।"**

আলোচনা- ২১ : প্রতারণাপ্রসূত মৌখিক হিতাকাঙ্ক্ষা

وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا
مِنَ الظَّالِمِينَ (١٩) فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ
مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ (٢٠)
وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ (٢١) فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا
سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا
الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ (٢٢) قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ
لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٢٣) قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي
الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ (٢٤) قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ
(25) [الأعراف: ١٩ - ٢٥]

হে আদম, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং যেথা ইচ্ছা আহার কর। কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না। হলে তোমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (১৯) অতঃপর শয়তান তাদের দুজনকে কুমন্ত্রণা দিল, তাদের আবৃত লজ্জাস্থান তাদের সামনে প্রকাশ করার জন্য এবং বলল, তোমাদের প্রতিপালক তো তোমাদের দুজনকে এই বৃক্ষ সম্বন্ধে নিষেধ করেছেন শুধু এইজন্যই যে তোমরা দুজন ফিরিশতা হয়ে যাবে অথবা (জান্নাতে) অমরত্বলাভ করবে।(২০) আর সে তাদের উভয়ের নিকট শপথ করে বলল, আমি তো নিশ্চয় তোমাদের অন্যতম হিতাকাঙ্ক্ষী।(২১) এভাবে সে তাদেরকে প্রবঞ্চনা দ্বারা অধঃপতিত করল। তারপর যখন তারা দুজন সেই বৃক্ষফলের আস্বাদ গ্রহণ করল তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের সামনে অনাবৃত হয়ে পড়ল। এবং তারা জান্নাতের পাতা দ্বারা তাদের লজ্জাস্থান আবৃত করলে লাগল। তখন তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, আমি কি তোমাদের দুজনকে এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হতে বারণ করি নি এবং আমি কি তোমাদেরকে বলি নি, যে,

শয়তান তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।(২২) তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি। আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং দয়া না করেন তবে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।(২৩) তিনি বললেন, তোমরা নেমে যাও; তোমরা একে অন্যের শত্রু এবং পৃথিবীতে কিছুকালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রইল।(২৪) তিনি বললেন, সেখানেই তোমরা জীবনধারণ করবে, সেখানেই তোমরা মৃত্যুবরণ করবে এবং সেখান থেকেই তোমাদেরকে বের করে আনা হবে।(২৫)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা হযরত আদমকে সম্বোধন করে সস্ত্রীক জান্নাতে বসবাসের এবং অবাধ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগের অনুমতি প্রদান করেছেন। কিন্তু একটিমাত্র বৃক্ষের নিকটবর্তী হতে অর্থাৎ তার ফল খেতে নিষেধ করেছেন। তাদের দুজনকে তিনি একথা বলে সাবধান করেছেন যে, তাঁর এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে তারা যালিম গণ্য হবে। কিন্তু **শয়তান** তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিল এবং উক্ত বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করে ফেরেশতায় পরিণত হতে অথবা জান্নাতে অমরত্ব-লাভে প্রলুব্ধ করল। আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা ভুলিয়ে দিতে ইবলীস তাদের নিকট শপথ করে নিজেকে তাদের হিতাকাঙ্ক্ষীরূপে উপস্থাপন করল। আর এভাবেই সে আদম-হাওয়াকে প্রতারিত ও অধঃপতিত করল। তারা উভয়ে উক্ত বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করে নিজেদের জান্নাতী পরিধেয় থেকে বিবস্ত্র হয়ে পড়লেন। তখন আল্লাহ তাআলা তাদের দু'জনকে আহ্বান করে বললেন, আমি তো তোমাদেরকে এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হতে নিষেধ করেছিলাম এবং বলেছিলাম, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। আদম-হাওয়া নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে আল্লাহর ক্ষমা ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করলেন এবং আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করলেন। পরিশেষে আল্লাহ, আদম-হাওয়াকে (শয়তানসহ) নির্দেশ দিলেন, একে অন্যের শত্রুরূপে তোমরা পৃথিবীতে নেমে যাও। আর তাদেরকে পার্থিব জীবন সম্পর্কে অবহিত করে বললেন, পৃথিবীতে কিছু কালের জন্য হবে তোমাদের জীবিকা ও বসবাস। সেখানেই হবে তোমাদের জীবনধারণ ও মৃত্যুবরণ। অতঃপর সেখান থেকেই তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে। উল্লিখিত বর্ণনা থেকে একথা স্পষ্ট যে, আল্লাহ তাআলা আদম-হাওয়াকে যথাসময়ে সাবধান ও সতর্ক করেছেন, বিশেষ বৃক্ষের নিকটবর্তী হতে বারণ করেছেন। কিন্তু তারা

শয়তানের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হয়ে তাদের প্রতিপালকের নিষেধাজ্ঞা বিস্মৃত হয়েছেন এবং তাঁর নির্দেশ অমান্য করে নিজেদের প্রতি অবিচার করেছেন। এ সম্পর্কে অন্যত্র আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, *আমি তো ইতোপূর্বে আদমের প্রতি নির্দেশ দান করেছিলাম কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল। আর আমি তাকে সংকল্পে দৃঢ় পাই নি। (ত্ব হা, ১১৫)*

পরিচয় : শয়তান সবসময় তার কুমন্ত্রণা দ্বারা মানুষকে নগ্নতায় প্ররোচিত করে তাদেরকে নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতার পথে ধাবিত করে আর এ ক্ষেত্রে নিজেকে সে হিতাকাঙ্ক্ষীরূপে উপস্থাপন করে।

পরিত্রাণ : নগ্নতা ও নির্লজ্জতার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সকল উপায়-উপকরণ ও আহ্বান পরিহার করে শালীনতা ও লজ্জাশীলতার পথ অবলম্বন করতে হবে। এবং অমরত্ব লাভের অলীক বাসনা থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে।

আলোচনা- ২২ : নগ্নতা ও অশ্লীলতার প্ররোচনা

يَابَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (٢٧) [الأعراف: ٢٧]

হে বনী আদম, শয়তান যেন কিছুতেই তোমাদেরকে প্রলুব্ধ না করে যেভাবে সে তোমাদের পিতামাতাকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করেছিল, সে তাদেরকে নিজেদের লজ্জাস্থান দেখানোর জন্য বিবস্ত্র করেছিল। সে নিজে এবং তার দল তোমাদেরকে এমনভাবে দেখে যে, তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না। যারা ঈমান আনে না শয়তানকে আমি তাদের অভিভাবক নির্ধারণ করেছি। (২৭)

প্রসঙ্গকথা: পূর্ববর্তী (২৬ নং) আয়াতে আল্লাহ তাআলা বনী আদমকে সম্বোধন করে তাঁর প্রদত্ত পরিধেয় পোশাক-পরিচ্ছদের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেছেন, তোমাদের পরিধেয় পোশাকের মুখ্য উদ্দেশ্য দুটি, ১. লজ্জা নিবারণ। ২. সৌন্দর্য বর্ধন । তবে তাক্বওয়া বা খোদাভীতির পরিধেয়ই অধিক কল্যাণকর। আর 'তাক্বওয়ার পরিধেয়' দ্বারা উদ্দেশ্য, ইসলাম অনুমোদিত এমন পোশাক-পরিচ্ছদ যার মাঝে তাকওয়া বা আল্লাহভীতির প্রকাশ রয়েছে। অর্থাৎ নারী ও পুরুষের পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূল সা. যে সকল নিষেধাজ্ঞা বর্ণনা করেছেন তা পরিহার করা। পরিধেয়বস্ত্রের উৎস-উপাদান উৎপন্ন হওয়া এবং সে উপাদানের পর্যায়ক্রমে পরিধেয় বস্ত্রে পরিণত হওয়া আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : উল্লিখিত বক্তব্যের ধারাবাহিকতায় আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বনী আদমকে পরিধেয় পোশাকের ক্ষেত্রে শয়তান দ্বারা ফিতনাগ্রস্ত অর্থাৎ প্রলুব্ধ ও কুপ্রবৃত্তির অনুসারী হওয়া থেকে সাবধান করেছেন। এবং এ ব্যাপারে তাদের (আদি) পিতামাতার বিরুদ্ধে শয়তানের চক্রান্তের কথা উল্লেখ করেছেন। আর তাদের দু'জনকে শয়তান যেমন আল্লাহর নাফরমানিতে

প্ররোচিত করে বিবস্ত্র ও অপদস্থ করে ছেড়েছিল তেমনি এই পৃথিবীতে বনী আদমকে তাদের পরিধেয় পোশাকের ক্ষেত্রে ফিতনাগ্রস্ত করে সে তাদের মাঝে নগ্নতা ও অশ্লীলতার প্রসার ঘটাতে চায়; তাদেরকে আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত করে তাঁর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত করতে চায়। বস্তুত মানুষের তাবৎ নৈতিক ও চারিত্রিক স্খলন এবং অশ্লীলতা ও অবাধ যৌনাচার এসব কিছুর মূলে নগ্নতা ও নির্লজ্জতার ভূমিকাই প্রধান। আর এক্ষেত্রে শয়তান নারীকেই তার প্রধান অবলম্বনরূপে গ্রহণ করেছে। কারণ নারীকে নগ্নতায় প্ররোচিত করার মাধ্যমেই ইবলীসের এই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করা সহজ। তাই একদিকে ইসলাম যেমন নারীকে মার্জিত ও শালীন পোশাক পরিধানের নির্দেশ দিয়েছে অন্যদিকে উত্তেজক সৌন্দর্য-প্রকাশক পরিধেয়কে নগ্নতার সমার্থক বলেছে। হাদীসে নববীতে এমন নারীদের ভর্ৎসনা করা হয়েছে যারা পোশাকাবৃত হয়েও বিবস্ত্র বিবেচিত হয়ে থাকে। কেননা নারীদেহের নগ্ন উপস্থাপন যেমনপুরুষকে প্রলুব্ধ করে তেমনি এমন অনেক পোষাক রয়েছে যা নারীর আবৃত সৌন্দর্যকে অধিকতর আকর্ষণীয় ও উত্তেজক অবয়বে পুরুষের সামনে উপস্থাপন করে।

আধুনিক বিশ্ব আজ নারী-স্বাধীনতা ও নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে সরব। অভিনয়, ফ্যাশন-শো, মডেলিং, ক্রীড়া বিনোদন থেকে শুরু করে বিমান-চালনা এমনকি মহাকাশ ভ্রমণ সব ক্ষেত্রেই নারীকে উৎসাহিত ও পুরস্কৃত করা হচ্ছে। ফলে জীবন ও জীবিকার সকল ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পাচ্ছে নারীর অবাধ ও সপ্রতিভ বিচরণ। আর সেই সাথে আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে নারী-নির্যাতন, ধর্ষণ ও অবাধ যৌনাচার। এভাবে নারী-স্বাধীনতা ও নারীর ক্ষমতায়নের নামে নারীকে নগ্ন ও বিবস্ত্র করে আধুনিক বিশ্ব নৈতিক স্খলন ও চারিত্রিক অধঃপতনের চূড়ান্ত-সীমায় উপনীত হয়েছে।

আর ইবলীস তার নিরবচ্ছিন্ন কুমন্ত্রণা ও মিথ্যা বাসনা প্রক্ষেপণের মাধ্যমে অশ্লীলতা ও নগ্নতাকে আধুনিক মানবসমাজে নান্দনিক শিল্পের মর্যাদায় উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছে। এবং পৃথিবীর অধিকাংশ বনী আদমের দৃষ্টিতে তাকে শোভন করে তুলেছে। যার ফলে হিজাব-নেকাব পরিধানকে আজ সেকেলে সংস্কার, পশ্চাদগামিতা ও নারী-উন্নয়নের পরিপন্থী গোঁড়ামি গণ্য করা হয়ে থাকে।

পরিচয় : নিজ সত্তাকে মানুষের দৃষ্টির আড়ালে রেখে ইবলীস তাদেরকে নগ্নতায় প্ররোচিত করে এবং অশ্লীলকর্মে লিপ্ত করে আল্লাহর বিরাগভাজন করে থাকে।

পরিত্রাণ : প্রত্যক্ষ কোনো সূত্র বা সংযোগ দৃশ্যমান না হলেও সকল প্রকার নগ্নতা ও অশ্লীলতার উৎস শয়তান—একথা বিশ্বাস করেই এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সাবধানতা ও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। তারপর নিয়মিত আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে।

আলোচনা-২৩ : কুপ্রবৃত্তির অনুগমন ও সত্যবিচ্যুতি

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ (١٧٥) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَّٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (١٧٦) [الأعراف: ١٧٥، ١٧٦]

আর তুমি তাদেরকে ঐ ব্যক্তির বৃত্তান্ত আবৃত্তি করে শোনাও যাকে আমি দিয়েছিলাম আমার নিদর্শনাদি। অতঃপর সেখান থেকে বের হয়ে গেল, ফলে শয়তান তার পিছু নিল এবং সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হল।(১৭৫) আমি ইচ্ছা করলে তা দ্বারা তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করতাম কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়ল এবং তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। তার অবস্থা কুকুরের ন্যায়। যদি তুমি তাড়া কর তাহলে সে হাঁপাতে থাকে আর যদি তাড়া না কর তবুও সে হাঁপাতে থাকে। যে সম্প্রদায় আমার নিদর্শনাদি প্রত্যাখ্যান করে তাদের অবস্থাও এরূপ, তুমি বৃত্তান্তসমূহ বিবৃত কর যাতে তারা চিন্তা করে। (১৭৬)

প্রসঙ্গকথা: আয়াতে বর্ণিত ব্যক্তির পরিচয় সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, এই ব্যক্তি হল, বালআ'ম বিন বাউ'রা যার কাছে ইসমে-আযমের জ্ঞান ছিল। তবে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর মতে, সে হল বনী ইসরাইলের জনৈক ব্যক্তি। তাকে হযরত মূসা আ. দীনের দায়ীরূপে মাদয়ানের শাসনকর্তার নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু উক্ত শাসক তাকে প্রলুব্ধ করে এই শর্তে শাসনকর্তৃত্ব অর্পণ করে যে, সে মূসা আ.-এর দীন ত্যাগ করে তার প্রবর্তিত দীন অনুযায়ী রাজ্য শাসন করবে। সে তখন এই প্রস্তাবে প্রলুব্ধ হয়ে উক্ত শাসকের আনুগত্য করে এবং সেই বিকৃত ধর্মে আহ্বান করে তার প্রজাদেরকে পথভ্রষ্ট করে।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : আল্লাহর নিদর্শনপ্রাপ্ত হওয়া তাঁর অনুগ্রহপ্রাপ্তির পরিচায়ক। পক্ষান্তরে সে নিদর্শন উপেক্ষা করা বা ত্যাগ করা মহা দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক। আলোচ্য আয়াতে নবী সা. সম্বোধিত হয়ে তাঁর অনুসারীদের উল্লিখিত ব্যক্তির

বৃত্তান্ত শোনানোর নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বালআ'ম বিন বাউ'রার প্রতি দয়ার্দ্র ও অনুগ্রহশীল হয়ে তাকে একাধিক নিদর্শন দান করেন। কৃতজ্ঞচিত্তে আল্লাহপ্রদত্ত এই নিদর্শনাদির সদ্ব্যবহার করে সে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্যের মহা-সৌভাগ্য অর্জন করতে পারত। কিন্তু সে নফসের ধোঁকায় আল্লাহবিমুখ হয়ে সকল নিদর্শন ত্যাগ করল। ফলে তখনই শয়তান তার পিছু নিল এবং শয়তানের কুমন্ত্রণায় সে বিপথগামী হল। আর আল্লাহ যাকে এরূপ নিদর্শন দান করেন সে তার সদ্ব্যবহার দ্বারা উচ্চমর্যাদায় আসীন হতে পারে, কিন্তু বালআ'ম বিন বাউ'রা (পার্থিব আসক্তিতে) অধোমুখী হয়ে কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করল। ইতরতা ও নীচতার ক্ষেত্রে তার দৃষ্টান্ত হল কুকুরসদৃশ যাকে তাড়া করলে যেমন সে হাঁপাতে থাকে তেমনি তাড়া না করলেও হাঁপাতে থাকে। অর্থাৎ সর্বাবস্থায় সে তার নীচ স্বভাবের প্রকাশ ঘটাতে থাকে।

পরিচয় : কুপ্রবৃত্তির অনুগমন করে যে বান্দা অকৃতজ্ঞতাবশত আল্লাহর নিদর্শন পরিত্যাগ করে শয়তান তাকে সত্যচ্যুত ও বিভ্রান্ত করে থাকে।

পরিত্রাণ : নফসে আম্মারার প্ররোচনায় এবং কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষ আল্লাহর নিদর্শনের প্রতি বিমুখ হয়ে তা বর্জনে প্ররোচিত হয় এবং শয়তানের কবলে পতিত হয়। এক্ষেত্রে শয়তান থেকে পরিত্রাণের উপায় হল, আল্লাহপ্রদত্ত নিদর্শনাদি কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করা এবং তার যথাযথ মূল্যায়নে সদা সচেষ্ট ও তৎপর থাকা। আর নফসে আম্মারা ও কুপ্রবৃত্তি থেকে পরিত্রাণের জন্য সম্ভাব্য সকল উপায় অবলম্বন করা।

আলোচনা-২৪ : শয়তানের কুমন্ত্রণার ব্যক্তি ও বিস্তৃতি

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٠٠) إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ (٢٠١) وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ (٢٠٢) [الأعراف: ٢٠٠-٢٠٢]

আর যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচনা দেয় তবে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।(২০০) যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদেরকে শয়তান যখন কুমন্ত্রণা দেয় তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তৎক্ষণাৎ তাদের চোখ খুলে যায়।(২০১) তাদের দোসরগণ তাদেরকে বিভ্রান্তিতে মদদ যোগায়। অতঃপর তাতে কোনো অবহেলা করে না। (২০২)

প্রসঙ্গকথা: পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে ক্ষমাপরায়ণ ও সৎকর্মের নির্দেশদাতা হতে বলেছেন এবং অজ্ঞ-মূর্খদের অজ্ঞতাপ্রসূত কর্মকাণ্ডকে উপেক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর এটাই হল আল্লাহ-নির্দেশিত হেদায়েত ও উৎকৃষ্ট পন্থা।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : শয়তান যদি কাউকে ক্ষমাপরায়ণতা, সৎ কাজের নির্দেশ প্রদান ও অজ্ঞ-মূর্খদের উপেক্ষা করার বিধান থেকে বিচ্যুত করার লক্ষ্যে নফসের অনুসরণ ও কুপ্রবৃত্তির অনুগমনে প্ররোচনা দেয়, সে ক্ষেত্রে আল্লাহর আশ্রয়-প্রার্থনার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কারণ তিনি বান্দার প্রার্থনা শ্রবণকারী এবং তার সকল নিরুপায়তা ও বিপন্নতা সম্পর্কে সম্যক অবহিত ও সর্বজ্ঞানী।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাঁর মুত্তাকী বান্দাদের অবস্থা বর্ণনা করে বলেন, তাদেরকে যখন শয়তানের প্ররোচনা ও কুমন্ত্রণা স্পর্শ করে তৎক্ষণাৎ তারা আল্লাহকে স্মরণ করে অথবা তারা আল্লাহর শাস্তি ও পুরস্কার এবং শয়তানের অনুসরণের ভয়াবহ পরিণাম স্মরণ করে। ফলে তারা অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা ন্যায় ও সত্যকে অবলোকন করে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়। পরিশেষে এক্ষেত্রে শয়তানের দোসরদের পৃষ্ঠপোষকতার কথা উল্লেখ

করে আল্লাহ তাআলা বলেন, কাফির ও পাপাচারী শয়তানদের পৃষ্ঠপোষকতাকারী দোসরগণ বিভ্রম ও বিভ্রান্তি বৃদ্ধিতে সর্বোচ্চ মদদ যোগাতে কোনো অবহেলা করে না।

প্রথম আয়াতে শয়তানের কুমন্ত্রণা ও প্রতারণার লক্ষ্যস্থল স্বয়ং আল্লাহর নবী। তাঁর জন্য নির্দেশনা আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা। আর দ্বিতীয় আয়াতে শয়তানের কুমন্ত্রণার লক্ষ্যস্থল আল্লাহর মুত্তাকী বান্দাগণ, যারা আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমে অর্জিত অন্তর্দৃষ্টির কল্যাণে বেঁচে যায়। উভয় নির্দেশনার সারকথা হল, শয়তানের কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনা অনুভব করা মাত্রই মুমিন-মুত্তাকী বান্দার উচিত আল্লাহকে স্মরণ করে, তাঁকে সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান জ্ঞান করে তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করা। তাহলে আল্লাহ তার অন্তর্দৃষ্টি উন্মীলিত করবেন এবং তাকে শয়তানের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষার পথ ও পন্থা বাতলে দেবেন।

পরিচয় : শয়তানের কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনার ক্ষেত্র ব্যাপক বিস্তৃত। এমনকি নবী-রাসূলগণও তার অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ সে হল অতি দুর্দমনীয় কুমন্ত্রণাদাতা।

পরিত্রাণ : শয়তানের কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনার সহায়ক যাবতীয় উপায় উপকরণ থেকে দূরে থাকতে হবে, বিশেষত নফসে আম্মারা থেকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

আলোচনা-২৫ : মুমিনের অন্তরে নিরাশা সৃষ্টি

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ
عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ (١١) [الأنفال: ١١]

স্মরণ কর, যখন তিনি তার পক্ষ থেকে নিরাপত্তাবোধ স্বস্তির জন্য তোমাদের তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন এবং আকাশ থেকে তোমাদের উপর বারি বর্ষণ করেন তা দ্বারা তোমাদেরকে পবিত্র করার জন্য, তোমাদের মধ্য থেকে শয়তানের কুমন্ত্রণা অপসারণের জন্য, তোমাদের অন্তর দৃঢ় করার জন্য এবং পদসমূহ স্থির রাখার জন্য। (১১)

প্রসঙ্গকথা: পূর্ববর্তী ৫ নং আয়াত থেকে শুরু করে রুকুর শেষ ১৯ নং আয়াত পর্যন্ত বদর যুদ্ধের বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। যার মাঝে যুদ্ধে বের হওয়ার ব্যাপারে সৃষ্ট বিতর্ক, যুদ্ধলব্ধ সম্পদের কারণে সৃষ্ট অবস্থা, আবু সুফয়ানের বাণিজ্য কাফেলা এবং আবু জাহলের নেতৃত্বাধীন সশস্ত্র কাফের বাহিনী সম্বন্ধীয় আলোচনা এসেছে।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: আলোচ্য আয়াতে বদর যুদ্ধের সময় মুমিনদের প্রতি আল্লাহ তাআলা তাঁর বিশেষ অনুগ্রহসমূহ উল্লেখ করেছেন। প্রথমত তিনি তাদেরকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে তাদের অন্তরে নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টি করলেন। যুদ্ধকালীন অবস্থায় যার গুরুত্ব অপরিসীম। আর এটা ছিল আল্লাহর রাসূল সা.-এর মুজিযা। এসময় যুদ্ধভীতির আবহে মুমিনদের তন্দ্রাভাব আচ্ছন্ন করেছিল। হযরত আলী রা. বলেন, বদর যুদ্ধের দিন মিকদাদ রা. ব্যতীত আমাদের আর কোনো অশ্বারোহী যোদ্ধা ছিলেন না। সেদিন আমি দেখলাম, একমাত্র রাসূল সা. ব্যতীত আমাদের প্রত্যেকেই তন্দ্রাচ্ছন্ন। তিনি একটি গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ভোর পর্যন্ত সালাত আদায় করছেন এবং আল্লাহর দরবারে কাঁদছেন। আল্লামা ইবনে কাছীর র. বলেন, তা যেন তীব্র যুদ্ধভীতিকালে মুমিনদের কল্যাণার্থে যাতে করে আল্লাহর মদদে তাদের কলবসমূহ শঙ্কামুক্ত ও আশ্বস্ত হয়। এরপর

আল্লাহ তাআলা আরেকটি অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করেছেন, তা হল, বদর যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী পানি-সঙ্কটে পতিত হয়েছিল। তখন আল্লাহ তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করলেন, ফলে উপত্যকাসমূহ প্লাবিত হল। যাদের গোসলের প্রয়োজন ছিল তারা পবিত্রতা অর্জন করল। তদ্রূপ পানি-সঙ্কটের কারণে শয়তান মুমিনদের মনে পিপাসাভীতির যে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করছিল, তিনি তা দূর করলেন। আল্লামা বায়যাবী র. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, বর্ণিত আছে মুসলমানগণ অবতরণ করেছিলেন ঊষর বালুভূমিতে, যেখানে পানি ছাড়া তাদের পা বসে যেত। এছাড়া ঘুমের ঘোরে তাদের অধিকাংশের স্বপ্নদোষ হয়ে তারা অপবিত্র হয়ে পড়েছিলেন।

ফলে শয়তান তাদেরকে এ কুমন্ত্রণা দিচ্ছিল কীভাবে তোমরা বিজয় লাভ করবে, অথচ তোমরা পানির উৎসের নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে পার নি। তোমাদেরকে তো নাপাক অবস্থায় সালাত আদায় করতে হবে। অথচ তোমাদের দাবি, তোমরা আল্লাহর প্রিয়পাত্র, আর তোমাদের মাঝে আল্লাহর নবী রয়েছেন। এরপর আল্লাহ তাআলা বৃষ্টি বর্ষণ করলেন। ফলে তাদের পদসমূহ স্থির হল এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা দূরীভূত হল।

পরিচয় : যুদ্ধকালীন কুমন্ত্রণাদাতারূপে শয়তান মুমিনের অন্তরে এমন সব চিন্তা-ভাবনার উদ্রেক করে যা তাকে আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ থেকে নিরাশ করে এবং সৎকর্মে তার মনোবল হ্রাস করে।

পরিত্রাণ : যে কোনো উত্তম কাজে নিয়োজিত অবস্থায় আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা পোষণ করতে হবে এবং তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের প্রত্যাশায় শয়তানের এ জাতীয় কুমন্ত্রণা থেকে তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে।

আলোচনা-২৬ : প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গ ও সাহায্য-ত্যাগ

وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا
تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ
وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٤٨) [الأنفال: ٤٨]

আর স্মরণ কর যখন শয়তান তাদের কার্যাবলী তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল এবং বলেছিল, আজ মানুষের মধ্যে কেউই তোমাদের উপর বিজয়ী হবে না। আমি তোমাদের পাশেই থাকব। অতঃপর দুইদল যখন পরস্পর সম্মুখীন হল তখন সে সটকে পড়ল ও বলল, তোমাদের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, তোমরা যা দেখতে পাও না আমি তো তা দেখি। নিশ্চয় আমি আল্লাহকে ভয় করি। আর আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর। (৪৮)

প্রসঙ্গকথা: পূর্ববর্তী তিন আয়াতে মুমিনদের কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। যুদ্ধের ময়দানে অবিচল থেকে আল্লাহকে স্মরণ করার কথা বলা হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের নির্দেশ দেওয়ার সাথে পরস্পর কলহ-বিবাদ বর্জনের কথাও বলা হয়েছে। কেননা তা যোদ্ধাদের সাহস ও শক্তিকে খর্ব করে। তদ্রূপ প্রতিকূল অবস্থায় ধৈর্য ধারণের আদেশ করা হয়েছে এবং তাদের অনুসরণ থেকে সতর্ক করা হয়েছে যারা বড়াই করা ও লোকদেখানোর উদ্দেশ্যে নিজেদের বাড়ি-ঘর থেকে বের হয়েছিল এবং আল্লাহর পথ থেকে বাধা প্রদানে সক্রিয় ছিল।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : মানুষের মন্দ কর্মকে তার দৃষ্টিতে শোভন করে দেখানোর কাজে শয়তান সদা তৎপর। নফসে আম্মারা ও কুপ্রবৃত্তি অবলম্বনে সে তা বাস্তবায়ন করে থাকে। এভাবেই সে মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইরত কাফির মুশরিকদের গৃহীত পদক্ষেপ তাদের দৃষ্টিতে শোভন করে তাদেরকে সাহস যোগাল এবং পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের আশ্বাস দিল। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সে যখন কাফির-মুশরিকদের অবস্থা বেগতিক দেখতে পেল, তখন অতিদ্রুত সেখান থেকে সটকে পড়ল। এসময় সে তার পূর্বপ্রতিশ্রুত পৃষ্ঠপোষকতার আশ্বাস থেকে নিজেকে নিঃসম্পর্ক ঘোষণা করল। কেননা সে

তখন মুমিনদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে ফেরেশতাদের অবতরণ দেখতে পাচ্ছিল। তাই সে বলেছিল, *আমি তো দেখতে পাচ্ছি এমন বিষয় যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ না।*

হাদীস শরীফে এসেছে, *আরাফা দিবসের চেয়ে অধিক লাঞ্ছিত, বিপর্যস্ত, ক্রুদ্ধ ও হীন অবস্থায় শয়তানকে দেখা গিয়েছিল শুধু বদরযুদ্ধের দিন। কেননা সেদিন সে জিবরাইল আ.-কে দেখতে পেয়েছিল ফেরেশতাদের বাহিনী ... (মুয়াত্তা ইমাম মালিক-২৪৫, শামেলা)*

আয়াতের শেষাংশে শয়তানের যে উক্তি রয়েছে- ***নিশ্চয় আমি আল্লাহকে ভয় করি, আর আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর।***

এ সম্পর্কে ইবন আব্বাস রা. বলেন, বদরের দিন শয়তানদের এক বাহিনী নিয়ে ইবলীস স্বয়ং উপস্থিত হয়েছিল। সেদিন আমি তাকে সুরাকা ইবনে মালিকের আকৃতিতে দেখেছি। এ সময় সে মুশরিকদের উদ্দেশ্যে বলল, আজ কেউ তোমাদেরকে পরাজিত করতে পারবে না। আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। অতঃপর যখন যোদ্ধারা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াল, তখন আল্লাহর রাসূল সা. একমুষ্ঠি ধুলামাটি নিয়ে মুশরিকদের মুখমণ্ডলের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করলেন। ফলে তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করতে লাগল। আর জিবরাইল আ. স্বয়ং ইবলীসের দিকে অগ্রসর হলেন। এ সময় ইবলীস জনৈক মুশরিকের হাত ধরে ছিল। কিন্তু জিবরাইল আ.-কে দেখামাত্রই সে তার হাত ছেড়ে সদলবলে সটকে পড়তে উদ্যত হল। তখন মুশরিক ব্যক্তিটি বলল, হে সুরাকা, তুমি কি বল নি, তুমি আমাদের সঙ্গে থাকবে? (এখন কোথায় চলেছো?) তখন সে বলল, আমি তো এমন কিছু দেখতে পাচ্ছি যা তোমরা দেখছ না। নিশ্চয় আমি আল্লাহকে ভয় করি। আল্লাহর দুশমন মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছিল, কারণ সে জানত (এক্ষেত্রে) তার কোনো শক্তি-সামর্থ্য নেই। আর তার এ অবস্থা তখনই হয়েছিল যখন সে ফেরেশতাদেরকে দেখতে পেয়েছিল।

পরিচয় : শয়তান প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী এবং সে সর্বদাই বিপন্ন ও সাহায্যপ্রত্যাশী সঙ্গীর সাহায্য ত্যাগকারী। এটা তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

পরিত্রাণ : শয়তান-প্রতিশ্রুত সকল আশ্বাসের ক্ষেত্রসমূহ অবগত হয়ে তার অনিষ্ট থেকে আল্লাহ তাআলার নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে।

আলোচনা-২৭ : হিংসা ও পারস্পরিক শত্রুতা সৃষ্টি

قَالَ يَابُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ (٥) [يوسف: ٥]

তিনি বললেন, হে আমার বৎস, তোমার স্বপ্নবৃত্তান্ত তোমার ভ্রাতাদের নিকট বর্ণনা করো না, করলে তারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে। শয়তান তো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। (০৫)

প্রসঙ্গকথা: পূর্ববর্তী আয়াতে উদ্ধৃত হয়েছে, বালক ইউসুফ (আ.) যখন তাঁর পিতা আল্লাহর নবী ইয়াকুব আ.-কে নিজের স্বপ্নের কথা অবহিত করে বললেন যে, তিনি দেখেছেন, এগারটি তারকা ও চন্দ্র-সূর্য তাকে সিজদা করছে। তখন পিতা ইয়াকুব আ. আল্লাহপ্রদত্ত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দ্বারা বুঝতে পারলেন, তাঁর এই পুত্র ভবিষ্যতে আল্লাহর অনুগ্রহে নবুওয়াতপ্রাপ্ত হবে। সুতরাং শয়তান নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বপর্যন্ত পদে পদে তার বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত হবে এবং ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করবে। নিশ্চয়ই সে ইউসুফের বৈমাত্রেয় ভাইদের অন্তরে তার প্রতি হিংসার উদ্রেক করবে এবং তাদেরকে তার অনিষ্ট সাধনে প্ররোচিত করবে।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : উল্লিখিত প্রেক্ষাপটেই হযরত ইয়াকুব আ. তাঁর কিশোরপুত্র ইউসুফকে উপদেশ দিয়ে সস্নেহ সম্বোধনে বলেছিলেন, প্রিয় বৎস, তুমি কিন্তু তোমার এই স্বপ্নের কথা ভাইদের বলো না। তাহলে তারা তোমার সৌভাগ্য-সম্ভাবনায় ঈর্ষান্বিত ও অনিষ্টকামী হয়ে উঠবে এবং তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে। এ ব্যাপারে শয়তান তাদের অন্তরে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করবে এবং তাদের সর্বপ্রকার পৃষ্ঠপোষকতা করবে। কেননা মানুষের প্রকাশ্য শত্রু হিসেবে সেটাই তার করণীয়।

পরিচয় : আদম আ.-এর প্রতি ঈর্ষান্বিত শয়তান নিজে যেমন তার আজন্ম শত্রু তদ্রূপ বনী আদমকে একে অন্যের প্রতি ঈর্ষান্বিত করে সে তাদের অন্তরে পারস্পরিক শত্রুতা ও বিদ্বেষের বীজ বপন করে থাকে। এটা তার কর্মপরিচয়।

পরিত্রাণ : অন্যের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষের মনোভাবকে সর্বোতভাবে পরিহার করতে হবে। হিংসা-বিদ্বেষের কুফল ও ভয়াবহ পরিণতির কথা স্মরণ রাখতে হবে। আর সর্বান্তকরণে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে।

আলোচনা-২৮: কর্তব্য-বিস্মৃতির উৎস

وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ (٤٢) [يوسف: ٤٢]

(ইউসুফ) তাদের দুজনের মধ্যে যে মুক্তি পাবে মনে করল তাকে বলল, তোমার প্রভুর নিকট আমার কথা বলবে। কিন্তু শয়তান তাকে তার প্রভুর নিকট তার বিষয় বলার কথা ভুলিয়ে দিল। ফলে ইউসুফ কয়েক বছর কারাগারে রইল। (৪২)

প্রসঙ্গকথা: পূর্ববর্তী আয়াতে ইউসুফ আ. কর্তৃক তাঁর কারা-সঙ্গীদ্বয়ের স্বপ্নের ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। সে ব্যাখ্যায় তিনি তাদের দুজনের একজনকে তার মনিবের সাকী[১] আর অপরজনকে শূলবিদ্ধ হওয়ার কথা বলেছেন।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে ইউসুফ আ. যে কারাসঙ্গীর ব্যাপারে মনিবের সুরা-পরিবেশক হওয়ার ধারণা করলেন, তাকে বললেন, কারামুক্তির পর তুমি তোমার মনিবের কাছে আমার প্রসঙ্গ উল্লেখ করো।

আযিয-পত্নী যুলেখার চক্রান্তের শিকার হয়ে নিরাপরাধ ইউসুফ আ. অন্যায়ভাবে কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। তাই তিনি প্রত্যাশা করছিলেন, তাঁর বিষয়ে তদন্ত হলে প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ পাবে এবং তিনি এই অপবাদ ও অন্যায় কারাভোগ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবেন। ইনসাফ ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার স্বার্থেই তিনি এরূপ বলেছিলেন। কিন্তু শয়তান ঐ ব্যক্তিকে ইউসুফ আ.-এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে ভুলিয়ে দিল। ফলে তাঁর কারাবাসের মেয়াদ দীর্ঘায়িত হল। আর সেটাই ছিল আল্লাহ-নির্ধারিত ফায়সালা। কারাবাস কতদিন দীর্ঘায়িত হবে, ইউসুফ আ. তা জানতেন না। তাই তিনি এই অন্যায়

---

১. সুরা-পরিবেশক

আচরণের প্রতিকার চেয়েছেন এবং ন্যায় বিচার ও ইনসাফের প্রত্যাশায় মুখ খুলেছেন। অতঃপর আল্লাহ-নির্ধারিত ফায়সালার প্রতীক্ষায় থেকেছেন।

পরিচয় : মানুষকে আল্লাহ-নির্দেশিত দায়িত্ব কর্তব্য ভুলিয়ে দিতে শয়তান সদা তৎপর। ফলে মানুষ তার নফস ও কুপ্রবৃত্তির প্ররোচনায় আপন কর্তব্যকর্ম বিস্মৃত হয়ে আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত হয়।

পরিত্রাণ : অবহেলা, অলসতা, দায়িত্বহীনতা ও উদাসীনতা ইত্যাদি পরিহার করতে হবে যেন শয়তান-প্রক্ষিপ্ত বিস্মৃতি মুমিনকে আল্লাহবিমুখ না করে।

আলোচনা-২৯ : পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষের প্রবণতা

وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَاأَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (١٠٠)

[يوسف: ١٠٠]

আর ইউসুফ তার মাতাপিতাকে উচ্চাসনে আরোহণ করালেন এবং তারা সকলে তার সম্মানে সিজদায় লুটিয়ে পড়ল। তিনি বললেন, হে আমার পিতা এটাই আমার পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা। আমার প্রতিপালক তা সত্যে পরিণত করেছেন এবং তিনি আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করে এবং আমার ও আমার ভাইদের মাঝের সম্পর্ক শয়তান নষ্ট করার পর আপনাদেরকে মরুপল্লী থেকে এখানে এনে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা তা নিপুণতার সাথে করেন। তিনি তো সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (১০০)

প্রসঙ্গকথা: পূর্ববর্তী আয়াতে দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর হযরত ইয়াকুব আ. ও তাঁর স্ত্রী-সন্তান ও পরিবার-পরিজন সকলের মিশরে আগমনের বিষয় উদ্ধৃত হয়েছে। তারা যখন ইউসুফ আ.-এর সাক্ষাতে প্রবেশ করলেন তখন তিনি তাঁর পিতা-মাতাকে আলিঙ্গন করলেন এবং তাদের সকলের জন্য মিশরভূমিতে নিরাপদ অবস্থান প্রার্থনা করলেন।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : পিতামাতার প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শনপূর্বক ইউসুফ আ. তাদেরকে উচ্চাসনে আসীন করলেন। অতঃপর তাঁর পিতামাতা ও এগারো ভ্রাতা সকলে সম্মানপ্রদর্শনপূর্বক তাঁর প্রতি সিজদাবনত হলেন। আর এটাই ছিল ইউসুফ আ.-এর দেখা স্বপ্নের বাস্তব রূপ। যাতে তিনি পিতামাতাকে চন্দ্র-সূর্যের অবয়বে আর ভাইদেরকে তারকার অবয়বে দেখেছিলেন। অতঃপর ইউসুফ আ. আপন পিতাকে সম্বোধন করে বললেন, *হে আমার পিতা এটাই*

আমার পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা। আমার প্রতিপালক তা সত্যে পরিণত করেছেন। আর পরিশেষে তিনি তাঁর প্রতি আল্লাহ তাআলার বিশেষ দুটি অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করেছেন। ১. তিনি তাকে কারাবাস থেকে মুক্ত করেছেন। ২. শয়তান তাদের ভ্রাতৃত্ববন্ধন নষ্ট করার পর পুনরায় সকলকে মরুপল্লী থেকে একত্র করেছেন। বাহ্যিক সম্ভাবনার বিবেচনায় ইউসুফ আ. এর সাথে তার ভাইদের এই সম্মিলন ও সম্প্রীতির সম্পর্ক ছিল সুদূর পরাহত। কেননা শয়তান শুরু থেকেই বিভিন্ন কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনা দ্বারা ভাইদের তার প্রতি বিরূপ, বিদ্বেষী ও অনিষ্টকামী করে রেখেছিল। কিন্তু সর্বজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞার অধিকারী আল্লাহ তাআলা পরম সূক্ষ্মদর্শিতা ও নিপুণতার সাথে তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়ন করে থাকেন।

পরিচয় : মানুষের মাঝে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টির মাধ্যমে শয়তান তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট করে।

পরিত্রাণ : পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্টকারী অন্যের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষের মনোভাব মূলত শয়তানই নফসে আম্মারার মাধ্যমে জাগ্রত করে থাকে। সুতরাং হিংসা-বিদ্বেষমূলক সকল চিন্তা-ভাবনা ও কামনা-বাসনা থেকে আমাদের আত্মরক্ষা করতে হবে।

আলোচনা-৩০ : প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের প্রতারণা

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٢٢) [إبراهيم: ٢٢]

যখন বিচারকর্ম নিষ্পন্ন হবে তখন শয়তান বলবে, আল্লাহ তো তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন; সত্যপ্রতিশ্রুতি। আমিও তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছি। আমার তো তোমাদের উপর কোনো আধিপত্য ছিল না। আমি কেবল তোমাদেরকে আহ্বান করেছিলাম এবং তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলে। সুতরাং তোমরা আমাকে দোষারোপ করো না। তোমরা নিজেদেরই প্রতি দোষারোপ কর। আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নও। তোমরা যে পূর্বে আমাকে আল্লাহর সাথে শরীক করেছিলে আমি তা অস্বীকার করছি, যালিমদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। (২২)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে হাশরের ময়দানে বিচারকার্য সমাধা হওয়ার পর শয়তান জাহান্নামীদের সম্বোধন করে যা কিছু বলবে তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বনী আদমের জন্য শিক্ষা ও উপদেশরূপে জাহান্নামীদের উদ্দেশ্যে শয়তানের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন এবং শয়তানের ব্যাপারে সাবধান করেছেন।

শয়তানের বক্তব্যের সারকথা হল, আল্লাহ তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন। কিন্তু আমি তোমাদের সাথে কৃত-প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছি। আর প্রকৃত অর্থে তোমাদের উপর আমার কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। আমি শুধু তোমাদেরকে আহ্বান করেছিলাম অতঃপর তোমরা স্বেচ্ছায়-সজ্ঞানে আমার

সে আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলে। সুতরাং আপন কৃতকর্মের মাধ্যমে অর্জিত এই দুর্দশা ও দুর্ভাগ্যের কারণে তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করো না, বরং নিজেদেরকে ভর্ৎসনা কর। কেননা বর্তমান অবস্থায় আমি যেমন তোমাদের উদ্ধারে অক্ষম তেমনি তোমরাও আমাকে উদ্ধারে অক্ষম। আর ইতোপূর্বে তোমরা যে আমাকে আল্লাহর শরীক নির্ধারণ করেছিলে আমি তা অস্বীকার করেছি। আর আমি জানি, শিরকে লিপ্ত যালিমদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

প্রকৃতপক্ষে মানুষের উপর শয়তানের এমন কোনো অপ্রতিহত আধিপত্য ও কর্তৃত্ব নেই যা তাকে শিরক, কুফর, নাস্তিকতা বা খোদাদ্রোহিতায় বাধ্য করতে পারে। আর আল্লাহ তো তোমাদেরকে ন্যায়-অন্যায় ও ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার বিবেচনা-বোধ ও বিবেক-বুদ্ধি দান করেছিলেন। কিন্তু তোমরা নিজেদের অবহেলায় তার সদ্ব্যবহার করতে পার নি। যার প্রমাণ তোমাদেরই অনেকে আমার এ আহ্বানে সাড়া দেয় নি এবং আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করে আমার চক্রান্তকে দুর্বল প্রমাণ করেছে। সুতরাং এখন আমাকে ভর্ৎসনা করার অধিকার যেমন তোমাদের নেই তেমনি তাতে কোনো লাভও নেই। কেননা সকল বিষয়ের চূড়ান্ত ফায়সালা হয়ে গেছে। এবং আমাদের সকলের জন্য জাহান্নামের চিরস্থায়ী শাস্তি অবধারিত হয়েছে।

পরিচয় : মানুষের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে শয়তান তাকে প্রতারিত করে থাকে। আর সে মানুষকে ধোঁকা দিয়ে তাকে আল্লাহর নাফরমানিতে প্ররোচিত করে।

পরিত্রাণ : শয়তানের কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনা থেকে সৃষ্ট সকল মন্দকর্মের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে নফসে আম্মারা ও কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচারণ করার মাধ্যমে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা।

আলোচনা-৩১ : আসমানী ফয়সালা শোনার অপচেষ্টা

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ (١٦) وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ (١٧) إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ (١٨) [الحجر: ١٦-١٨]

আমি আকাশে গ্রহ নক্ষত্র সৃষ্টি করেছি আর তাকে সুশোভিত করেছি দর্শকদের জন্য।(১৬) এবং প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান থেকে তাকে সুরক্ষিত করেছি। (১৭) কিন্তু কেউ চুরি করে সংবাদ শুনতে চাইলে তার পশ্চাদ্ধাবন করে প্রদীপ্ত শিখা। (১৮)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : মেঘমুক্ত রাতের নির্মল আকাশের প্রতি লক্ষ করলেই আয়াতে বর্ণিত এই মহাজাগতিক সৌন্দর্য আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় এবং এই অপার্থিব ও নিপুণ সৌন্দর্য যে কোনো মানুষকে (এক) মহামহিম স্রষ্টার অস্তিত্ব ও তাঁর সৃষ্টিকুশলতায় বিশ্বাসী করে তোলে। আর এটা হল পৃথিবীর বাসিন্দাদের কাছে দৃশ্যমান শোভা-সৌন্দর্য। আর এর অন্তরালে ঊর্ধ্বজগতে তার সুরক্ষার জন্য যে কঠোর প্রহরাব্যবস্থা রয়েছে তাও উল্লিখিত হয়েছে। ঊর্ধ্বজগতে যে সকল সুরক্ষিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় বা তাকদীরের ফায়সালা পঠিত হয় তার সংরক্ষণে আসমান প্রহরাধীন রাখা হয়। যদি কোনো দুষ্ট জিন্ন তা শোনার জন্য কান পাতে এবং সেই তথ্য চুরির চেষ্টা করে, তাহলে প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা তার পশ্চাদ্ধাবন করে। এ কথার দুটি ব্যাখ্যা হতে পারে, ১. আসমান সুরক্ষিত হওয়ার কারণে শয়তানরা তার কাছে ঘেঁষারই সুযোগ পায় না। ২. অথবা যদি কোনো শয়তান কোনো তথ্যের ছিটে-ফোঁটা শুনতে পায় তাহলে প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা তাকে ভস্মীভূত করে দেয়।

পরিচয় : শয়তানেরা আসমানী ফায়সালা শোনার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। তারপর তা দ্বারা মানুষকে বিভ্রান্ত করে থাকে।

পরিত্রাণ : গণক-জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি অণুপরিমাণ আস্থা বা বিশ্বাস পোষণ থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে। কারণ এগুলো দুষ্ট জিন্নদের কারসাজি এবং সামান্য অসর্তক হলেই তা পরোক্ষ ও প্রচ্ছন্ন শিরকে লিপ্ত করে।

আলোচনা-৩২ : মানবীয় কুপ্রবৃত্তির পৃষ্ঠপোষকতা

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (٢٦) وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ
السَّمُومِ (٢٧) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (٢٨)
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (٢٩) فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ
أَجْمَعُونَ (٣٠) إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (٣١) قَالَ يَاإِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ
مَعَ السَّاجِدِينَ (٣٢) قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (٣٣)
قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (٣٤) وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ (٣٥) قَالَ رَبِّ
فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (٣٦) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (٣٧) إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (٣٨)
قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٣٩) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ
الْمُخْلَصِينَ (٤٠) قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ (٤١) إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ
إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ (٤٢) وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ (٤٣) لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ
بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ (٤٤) [الحجر: ٢٦- ٤٤]

আমি তো মানুষ সৃষ্টি করেছি গন্ধযুক্ত কাদার শুকনো ঠনঠনে মাটি থেকে এবং তার পূর্বে সৃষ্টি করেছি জিন্ন, অত্যুষ্ণ আগুন থেকে। স্মরণ কর যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশতাদেরকে বললেন, আমি গন্ধযুক্ত কাদার শুকনো ঠনঠনে মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করছি। যখন আমি তাকে সুঠাম করব এবং তাতে আমার পক্ষ থেকে রুহ সঞ্চার করব তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হবে। অতঃপর ফেরেশতারা সকলেই একত্রে সিজদা করল। ইবলীস ব্যতীত, সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার করল। আল্লাহ বললেন, হে ইবলীস, তোমার কী হল যে তুমি সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলে না? সে বলল আপনি গন্ধযুক্ত কাদার শুকনো ঠনঠনে মাটি থেকে যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন আমি তাকে সিজদা করার নই। তিনি বললেন , তাহলে তুমি এখান থেকে

বের হয়ে যাও, কারণ তুমি তো অভিশপ্ত, এবং কর্মফল দিবস পর্যন্ত অবশ্যই তোমার প্রতি রইল লা'নত। সে বলল, হে আমার প্রতিপালক, পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন। তিনি বললেন, যাদেরকে অবকাশ দিয়েছি তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হলে অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত। সে বলল, হে আমার প্রতিপালক, আপনি যে আমাকে বিপথগামী করলেন তজ্জন্য আমি পৃথিবীতে মানুষের নিকট পাপকর্ম অবশ্যই শোভন করে দেখাব। এবং আমি তাদের সকলকেই বিপথগামী করব। তবে তাদের মধ্যে আপনার খাঁটি বান্দাগণ ব্যতীত। আল্লাহ বললেন, এটাই আমার নিকট পৌঁছবার সরল পথ। বিভ্রান্তদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে তারা ব্যতীত আমার বান্দাদের উপর তোমার কোনো কর্তৃত্ব থাকবে না। অবশ্যই জাহান্নাম তাদের সকলের প্রতিশ্রুত স্থান। তার সাতটি প্রবেশদ্বার রয়েছে। প্রত্যেক দরজার জন্য রয়েছে স্বতন্ত্র বণ্টিত অংশ।

প্রসঙ্গকথা: আল কুরআনের একাধিক স্থানে আল্লাহ কর্তৃক মানুষ সৃষ্টি অতঃপর ইবলীসের আদমকে সিজদা না করে আল্লাহর আদেশ অমান্য করার বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে। এখানে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সঙ্গে অভিশপ্ত ইবলীসের কথোপকথনের অবয়বে বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে। এই বক্তব্যের অধিকাংশ অর্থ সুস্পষ্ট, তবে কয়েকটি বিষয় সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

১. মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে গন্ধযুক্ত শুকনো ঠনঠনে কাদামাটি থেকে। এখানে প্রথম মানব হযরত আদম আ.-কে সৃষ্টির প্রত্যক্ষ উপাদানের কথা বর্ণিত হয়েছে। বস্তুত পরোক্ষভাবে প্রতিটি মানব সন্তানের সৃষ্টির মূল উপাদান কাদামাটি। ভূপৃষ্ঠে উৎপন্ন সকল উদ্ভিদ মাটি থেকে যে সকল জৈব উপকরণ খাদ্যরূপে শোষণ করে জীবনধারণ করে এবং ফল-ফসল উৎপাদন করে তা মূলত এই মাটিরই নির্যাস। আর প্রতিটি মানবসন্তানের প্রথম সৃষ্টি-উপকরণ পিতামাতার শুক্রাণু ও ডিম্বাণু মূলত তারই সারনির্যাস যা তারা উদ্ভিদজাত খাবার থেকে সরাসরি গ্রহণ করে, তদ্রূপ একইভাবে খাদ্যের প্রাণিজ উৎস মাছ, মাংস, দুধ, ডিম থেকে সংশ্লিষ্ট প্রাণীর মাধ্যমে পরোক্ষভাবে তা গ্রহণ করে। অর্থাৎ এ সকল প্রাণী যে তৃণঘাস, শৈবাল ইত্যাদি খাদ্যরূপে গ্রহণ করে তা মূলত এই মাটি থেকেই শোষিত ও আহরিত। এসকল উদ্ভিদ

খাদ্যরসরূপে তার শেকড় বা মূলের মাধ্যমে তা মাটি থেকে আহরণ করে। আর বিজ্ঞানের গবেষণায় একথা বহুপূর্বেই প্রমাণিত হয়েছে, মানবদেহে বিদ্যমান সকল জৈব রাসায়নিক উপাদান তা মূলত মাটি থেকে আহরিত।

২. হযরত আদমকে সিজদা করতে অস্বীকার করার যে কারণ ইবলীস উল্লেখ করেছে তাতে সে আদমের সৃষ্টি-উপাদানের কথা উল্লেখ করে অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেছে। আর নিজের সৃষ্টি-উপাদান আগুনের কথা উল্লেখ করে নিজ শ্রেষ্ঠত্বের দাবি উপস্থাপন করেছে। অর্থাৎ সে বলতে চেয়েছে, আমি আগুন থেকে সৃষ্ট হয়েছি ফলে গন্ধযুক্ত কাদামাটি থেকে সৃষ্ট আদম আমার সিজদা লাভের উপযুক্ত হতে পারে না।

৩. ইবলীস অবকাশ চেয়েছে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আর আল্লাহ তাকে অবকাশ দিয়েছেন কুল-মাখলুকের মৃত্যুদিবস পর্যন্ত। এই প্রসঙ্গে আল্লামা কুরতুবি র. বলেন, ইবলীসের অবকাশপ্রার্থনার উদ্দেশ্য ছিল যেন তাকে মৃত্যুবরণ করতে না হয়। কারণ পুনরুত্থানের পর কারও মৃত্যু ঘটবে না। আল্লাহ তাকে সৃষ্টিকুলের মৃত্যুদিবস পর্যন্ত অবকাশ অনুমোদন করলেন। সুতরাং তাকেও মৃত্যুবরণ করতে হবে তারপর সে পুনরুত্থিত হবে।

৪. আদম সন্তানকে বিপথগামী করার কারণ উল্লেখ করে ইবলীস বলেছে, ***হে আমার প্রতিপালক, যেহেতু আপনি আমাকে বিপথগামী করলেন তজ্জন্য আমি পৃথিবীতে মানুষের নিকট পাপকর্ম অবশ্যই শোভন করে দেখাব এবং আমি তাদের সকলকে বিপথগামী করব।***

আদম সন্তানের প্রতি ইবলীসের শত্রুতা ও প্রতিশোধপরায়ণতার মূল কারণ, আদমের কারণে তার আল্লাহর নৈকট্য ও অনুগ্রহবঞ্চিত হয়ে জাহান্নামের অধিবাসী হওয়া। আর আদমসন্তানকে আল্লাহবিমুখ করার ক্ষেত্রে তার প্রধান কৌশলের কথাও সে প্রকাশ করেছে। তা হল, মানুষের নিকট তাদের পাপকর্ম শোভন করে দেখানো। কেননা মানুষ যখন নিজের অন্যায়-কর্মকে ন্যায় এবং মন্দ-কর্মকে ভালো জ্ঞান করে, তখন তার সুপথে প্রত্যাবর্তন সুদূর পরাহত হয়ে যায়।

আলোচ্য আয়াতগুচ্ছের শেষাংশে আল্লাহ তাআলা ইবলীসের উদ্দেশে বলেছেন, আমার বান্দাদের উপর তোমার কোনো কর্তৃত্ব থাকবে না। এখানে 'আমার বান্দা' বলে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে যারা নফসে আম্মারা ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করা থেকে সাবধানতা অবলম্বন করে এবং শয়তানের সকল আহ্বান, প্ররোচনা ও কুমন্ত্রণা প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহর অনুগ্রহ প্রার্থনা করে তাঁর আশ্রয়ে নিজেদের সুরক্ষিত রাখে।

পরিচয় : মন্দকর্মকে মানুষের দৃষ্টিতে শোভন করে শয়তান মানবীয় কুপ্রবৃত্তির পৃষ্ঠপোষকতা করে এবং তার সুপথে প্রত্যাবর্তন বাধাগ্রস্ত করে।

পরিত্রাণ : অন্তঃশত্রু নফসে আম্মারা ও কুপ্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত বহিঃশত্রু শয়তানের আক্রমণ প্রতিহত করা অসম্ভব। আর নফসের কুপ্রবণতা ও মন্দাসক্তি থেকে আত্মরক্ষা ব্যতীত শয়তানের এই তৎপরতা থেকে আত্মরক্ষা সম্ভব নয়।

আলোচনা-৩৩ : অপচয়-প্রবণতা প্রক্ষেপণ

وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (٢٦) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (٢٧) [الإسراء: ٢٦، ٢٧]

আর তুমি আত্মীয় স্বজনকে দাও তাদের প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না। নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা হল শয়তানের দোসর আর শয়তান তো তার রবের প্রতি অতি অকৃতজ্ঞ।

প্রসঙ্গকথা: ইসলাম হল মানবজাতির জন্য প্রেরিত সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গতম ঐশীবিধান। মানবকল্যাণে প্রণীত সকল বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে ইসলাম ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছে। একদিকে ইসলাম যেমন প্রয়োজনগ্রস্ত ও অভাবীদের প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে দান-সদকা উৎসাহিত করেছে। অন্যদিকে অপচয়-অপব্যয়ের কদর্যতা বর্ণনা করে তাকে নিরুৎসাহিত করেছে। এমনকি অপব্যয়কারীকে শয়তানের দোসর আখ্যা দিয়েছে। এই সূরার ২৯ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, ***তুমি তোমার হাত গ্রীবায় আবদ্ধ করে রেখো না, আবার তাকে সম্পূর্ণরূপে প্রসারিতও করো না। তাহলে তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হয়ে পড়বে।*** -হাত গ্রীবায় আবদ্ধ করার অর্থ কৃপণতা করা। আর সম্পূর্ণরূপে প্রসারিত করার অর্থ, অপব্যয় করা। একই প্রসঙ্গে সূরা ফুরকানের ৬৭ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, ***এবং যখন তারা ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না। আর তাদের অবস্থান এ দুইয়ের মধ্যবর্তী।***

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে সচ্ছল ও সামর্থ্যবান ব্যক্তিকে দান-সদকার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। প্রথমে আত্মীয়-স্বজনের কথা উল্লেখ করে দান-প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তাদের অগ্রাধিকারের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অতঃপর উল্লেখ করা হয়েছে অভাবী ও মুসাফিরের কথা আর নিষেধ করা হয়েছে অপচয়-অপব্যয় থেকে। পরিশেষে অপচয়কারীকে শয়তানের দোসর আর

শয়তানকে স্বীয় রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ আখ্যা দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে, অপব্যয় হল শয়তানের অনুসরণ আর তার মূল কারণ আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞতা। কৃপণতা ও অপব্যয় উভয়টিই আল্লাহর নাফরমানি এবং তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক। অনেক ক্ষেত্রে উভয়টি অভিন্ন সূত্রে গাঁথা। অনেক সময় দেখা যায়, সাধারণত যারা বিশেষ কোনো ক্ষেত্রে কৃপণতা করে তারাই আবার অনেক ক্ষেত্রে অপচয় ও অপব্যয়ে লিপ্ত। যেমন কোনো ব্যক্তি সুনাম-সুখ্যাতির জন্য তুচ্ছ উপলক্ষে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করছে। কিন্তু সেই আবার আপন আত্মীয় বা অভাবী প্রতিবেশীকে সামান্য আর্থিক সহযোগিতা করতে নারায।

পরিচয় : অপব্যয়কারীকে শয়তানের দোসর উল্লেখ করে মূলত অপচয় ও অপব্যয়ের প্রবণতাকে শয়তান-জাত চিহ্নিত করা হয়েছে। অর্থাৎ শয়তানের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ তৎপরতার মাধ্যমেই মানুষের মনে অপচয় ও অপব্যয়ের প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়ে থাকে।

পরিত্রাণ : ব্যক্তিগত-অপচয় এবং পারিবারিক ও সামাজিক অপব্যয়ের ক্ষেত্রসমূহকে চিহ্নিত করে তার সম্ভাব্য কুফল ও মন্দ পরিণাম-পরিণতি অনুধাবন করতে হবে। সেই সঙ্গে অপচয়-অপব্যয়ের প্রবণতা রোধকল্পে আন্তরিক ও তৎপর হতে হবে।

আলোচনা-৩৪ : পারস্পরিক বিভেদ সৃষ্টি

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا (٥٣) [الإسراء: ٥٣]

আমার বান্দাদেরকে যা সর্বোত্তম তা বলতে বল। নিশ্চয় শয়তান তো তাদের পরস্পরের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির উস্কানি দেয়। শয়তান তো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

প্রসঙ্গকথা: ভালো কথা ও সদয় বাক্য মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করে এবং তার অন্তরে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে, পরস্পর সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি সৃষ্টি করে। এমনকি কখনও তা শত্রুকে বন্ধুতে পরিণত করে। পক্ষান্তরে মন্দকথা ও কঠোরবাক্য মানুষের হৃদয়ে আঘাত করে এবং তার অন্তরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, পরস্পর বিভেদ ও বিদ্বেষের জন্ম দেয়; এমনকি কখনও তা বন্ধুকে শত্রুতে পরিণত করে। সুস্থমস্তিষ্ক ও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির মুখ থেকে উচ্চারিত প্রতিটি কথাই গুরুত্বপূর্ণ। যার উপর অনেক কিছু নির্ভরশীল। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন – ***সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তা-ই গ্রহণ করার জন্য তার সঙ্গে একজন পর্যবেক্ষক সদাপ্রস্তুত থাকে।*** (সূরা ক্বাফ, ১৮) বাকসংযম অবলম্বন এবং সদাসর্বদা নিজেকে উত্তম বচনে অভ্যস্তকরণ বিরাট সাধনার কাজ। হাদীস শরীফে এসেছে, যে ব্যক্তি আমাকে তার দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী অঙ্গ এবং দুই উরুর মধ্যবর্তী অঙ্গের সদ্ব্যবহারের নিশ্চয়তা প্রদান করবে আমি তাকে জান্নাতের নিশ্চয়তা প্রদান করব। শয়তান মানুষকে একদিকে অসংযত-বাক্ হওয়ার প্ররোচনা দেয় এবং তাদের মাঝে বিদ্বেষ-বিভেদ সৃষ্টি করে, অন্যদিকে মানুষের জৈবিক কামনা-বাসনা জাগ্রতকারী উপায়-উপকরণ সহজলভ্য করে তাদেরকে ব্যভিচার ও অবাধ যৌনাচারে প্রলুব্ধ করে।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর নবীকে সম্বোধনের মাধ্যমে সকলের প্রতি নির্দেশনা প্রদান করেছেন, বলেছেন, হে নবী, আপনি আমার বান্দাদের বলে দিন, তারা যখন কথা বলে তখন যেন সর্বোত্তম কথাই বলে। কেননা সেটাই তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে দৃঢ় ও সৌহার্দ্যপূর্ণ করবে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে মন্দকথা ও অসংযত উচ্চারণে প্ররোচিত করে তাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির উস্কানি দেয়। কেননা এর মাধ্যমে সে মানবসমাজে পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ ও বিভেদ-বিরোধের বীজ বপন করে। আর শয়তানের এই তৎপরতার মূল কারণ হল মানুষের প্রতি তার হিংসা ও শত্রুতা।

পরিচয় : মানুষকে অন্যায় ও মন্দকথায় প্ররোচিত করে শয়তান তাদের পারস্পরিক বিভেদ সৃষ্টিতে তৎপর হয়।

পরিত্রাণ : ভালোকথার উপকারিতা এবং মন্দকথার অপকারিতা স্মরণ করে আমাদেরকে বাকসংযমী হতে হবে। আর যে কোনো কথা উচ্চারণের পূর্বে তার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতার কথা ভাবার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

আলোচনা-৩৫ : সন্তান ও সম্পদের উপর প্রভাব বিস্তার

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا (٦١)
قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا
(٦٢) قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا (٦٣) وَاسْتَفْزِزْ مَنِ
اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ
وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (٦٤) إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى
بِرَبِّكَ وَكِيلًا (٦٥) [الإسراء: ٦١ - ٦٥]

স্মরণ কর যখন ফিরিশতাদেরকে বললাম, আদমকে সিজদা কর। তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করল। সে বলল, আমি কি তাকে সিজদা করব যাকে আপনি কাদামাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন? আপনি কি বিবেচনা করেছেন, আমার উপর আপনি এই ব্যক্তিকে মর্যাদা দান করলেন। কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যদি আমাকে অবকাশ দেন তাহলে আমি অল্পসংখ্যক ব্যতীত তার বংশধরগণকে অবশ্যই কর্তৃত্বাধীন করে ফেলব। আল্লাহ বললেন যাও তাদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে তবে জাহান্নাম তোমাদের সকলের পূর্ণ প্রতিদান। তোমার আহ্বান দ্বারা তাদের মধ্যে যাকে পার পদস্খলিত কর। তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা তাদেরকে আক্রমণ কর এবং তাদের ধন-সম্পদে ও সন্তানসন্ততিতে অংশগ্রহণ কর। আর তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দাও। শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ছলনা-মাত্র। নিশ্চয়ই আমার বান্দাদের উপর তোমার কোনো কর্তৃত্ব নেই। আর কর্মবিধায়করূপে তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট।

প্রসঙ্গকথা: উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের প্রতি হযরত আদমকে সিজদার নির্দেশ প্রদান করেছেন। অতঃপর সেই

পরিপ্রেক্ষিতে ইবলীসের অবাধ্যতা এবং আদম সন্তানের প্রতি তার প্রতিশোধ গ্রহণের ঘোষণা ও সংকল্পের কথা উল্লেখ করেছেন। আর সেই সাথে উল্লেখ করেছেন ইবলীসকে বিশেষ অবকাশ প্রদানের বিষয়টি।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে হযরত আদমকে সিজদা করতে ইবলীসের অস্বীকৃতি উপস্থাপিত হয়েছে প্রশ্নবাচক শৈলীতে । সে বলেছে, আমি কি তাকে সিজদা করব যাকে আপনি কাদামাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন? অতঃপর সে তার উপর আদমকে শ্রেষ্ঠত্বদানের বিষয় উল্লেখ করে আদম সন্তানকে তার কর্তৃত্বাধীন করার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করেছে। আল্লাহ তাআলা তার অবকাশ অনুমোদন করেছেন আর তার অনুসারীদের জন্য জাহান্নামের প্রতিদান উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তাকে অনুমোদন দিয়েছেন বনী আদমের উপর সর্বশক্তিতে আক্রমণ করে তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে অংশগ্রহণের। তদ্রূপ সুযোগ দান করেছেন তাদেরকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দ্বারা বিভ্রান্ত করার । পরিশেষে মুমিনদের এ কথা বলে আশ্বস্ত করেছেন যে, দীর্ঘতম অবকাশ ও সর্বপ্রকার উপায়-উপকরণ সত্ত্বেও আল্লাহর খাঁটি বান্দাদের উপর শয়তানের কোনো কর্তৃত্ব থাকবে না।

অবকাশ প্রার্থনা বক্তব্যে ইবলীসের সারকথা হল, আমার চেয়ে অধম হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু আপনি আদমকে আমার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করলেন এবং আমাকে চিরতরে আপনার অনুগ্রহবঞ্চিত ও অভিশপ্ত করলেন, সুতরাং আপনার পরম ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে আমাকে দীর্ঘ অবকাশ প্রদান করুন। আল্লাহ তাআলা তখন ইবলীসের এই আবেদন মঞ্জুর করলেন এবং প্রার্থিত সুবিধাসহ এই অবকাশ প্রদান করলেন আর তাকে তার সকল সহযোগী নিয়ে সর্বশক্তিতে বনী আদমকে আক্রমণের সুযোগ দিলেন। পরিশেষে এব্যাপারে তাঁর চূড়ান্ত ফায়সালা সম্পর্কে অবহিত করলেন, যা তাঁর মহান সত্তার পরম নির্মুখাপেক্ষিতা ও সর্বোচ্চ শক্তি সক্ষমতার পরিচায়ক।

তোমার আহ্বান দ্বারা তাদের মধ্যে যাকে পার পদস্খলিত কর। এখানে আল্লাহর নাফরমানি ও পাপাচারের প্রতি আহ্বান উদ্দেশ্য। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, এখানে শয়তানের আহ্বান দ্বারা উদ্দেশ্য, আল্লাহর নাফরমানির প্রতি আহ্বানকারী যে কোনো আহ্বায়কের আহ্বান। মুজাহিদ র. বলেন, আহ্বান দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য, অশ্লীল গানবাদ্য-নির্ভর বিনোদন।

তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা তাদেরকে আক্রমণ কর—এ ব্যাখ্যায় আল্লামা তাবারী বলেন, এ কথার অর্থ হল, তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী সমবেত কর যারা তাদের উদ্দেশে উচ্চস্বরে তোমার আনুগত্যের হাঁক ছাড়বে এবং তাদেরকে আমার আনুগত্য থেকে বাধা দিবে। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, শয়তানের অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত সকল পদচারী ও আরোহী। অর্থাৎ সকল নাফরমান। আল্লামা যামাখশারি র. বলেন, এখানে রূপক অর্থে বক্তব্যটি উপস্থাপিত হয়েছে। শয়তান যাকে পথভ্রষ্ট করে তার উপর শয়তানের আধিপত্য ও কর্তৃত্বের অবস্থাকে এমন এক আক্রমণকারী অশ্বারোহীর সাথে তুলনা করা হয়েছে যে এক সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ করেছে। অতঃপর তাদের উদ্দেশে এমন ভীতিপ্রদ গর্জন হেঁকেছে যা তাদেরকে তাদের বাড়ি-ঘর ও আশ্রয়স্থল থেকে উৎখাত করেছে। আর শেষ পর্যন্ত এই অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর আক্রমণ দ্বারা তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করেছে।

এবং তাদের ধন-সম্পদে ও সন্তানসন্ততিতে অংশগ্রহণ কর। ধন-সম্পদে শয়তানের অংশগ্রহণের অর্থ হল মানুষকে অবৈধ সম্পদ অর্জনে প্ররোচিত করে তার পৃষ্ঠপোষকতা করা। অতঃপর আল্লাহর নাফরমানি ও অন্যায় অশ্লীলতার প্রচার-প্রসারে এবং অপচয়-অপব্যয়ের ক্ষেত্রসমূহে সম্পদ ব্যয়ে প্ররোচিত করা। সুতরাং এ কথা সুস্পষ্ট যে, মানুষের ধনসম্পদ অর্জনের সকল অবৈধ পথ ও পন্থা শয়তান-উদ্ভাবিত ও মানবকল্যাণের চিন্তা-বিবর্জিত। আর শয়তান কর্তৃক সন্তান-সন্ততিতে অংশগ্রহণের অর্থ, নারী-পুরুষের অবৈধ সম্পর্ককে উৎসাহিত করে এবং ব্যভিচারের প্রসার ঘটিয়ে মানব-সমাজে অবৈধ সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। তদ্রূপ সন্তান-সন্ততিকে শিরক, কুফর ও ধর্মবিদ্বেষের সাথে প্রতিপালনের কুমন্ত্রণা দেওয়া। যাতে তারা কাফের মুশরিক ও খোদাদ্রোহী নাস্তিকরূপে প্রতিপালিত হয়ে জাহান্নামের পথে ধাবিত হয়। এ আলোচনার শেষাংশে শয়তানের প্রতারণামূলক প্রতিশ্রুতির উল্লেখ রয়েছে। কাফের-মুশরিকদের অন্তরে সে মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষা, অবৈধ ও অবাস্তব কামনা-বাসনা সৃষ্টি করে। যেমন উপাস্য প্রতিমাদের সুপারিশ লাভ, অবৈধ ধন-সম্পদ দ্বারা সচ্ছলতা অর্জন ইত্যাদি। তদ্রূপ আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত

হওয়ার পরও শয়তান মানুষের অন্তরে আল্লাহর অপার অনুগ্রহ ও সার্বজনীন ক্ষমার আশ্বাস প্রক্ষেপণ করে আর অন্যায়, অনাচার ও পাপাচারে লিপ্ত হয়ে আনন্দ উপভোগের প্ররোচনা দেয়।

পরিচয় : বনী আদমের পদস্খলন ঘটিয়ে শয়তান তাদের উপর কর্তৃত্ব আরোপ করে। তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করে। আর তাদেরকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দ্বারা প্রতারিত করে।

পরিত্রাণ : ধন-সম্পদ আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে অবৈধ পথ ও পন্থা পরিহার করতে হবে আর সন্তান গ্রহণ ও প্রতিপালনে অবলম্বন করতে হবে বৈধ ও উত্তম ব্যবস্থা। এসব ক্ষেত্রসমূহে শয়তান থেকে পরিত্রাণের উপায় হল, সার্বক্ষণিক আল্লাহর স্মরণ ও তাঁর আশ্রয়গ্রহণ।

আলোচনা-৩৬ : কাফের মুশরিকদের অভিভাবকত্ব

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ
أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا (٥٠) [الكهف: ٥٠]

আর স্মরণ কর যখন আমি ফেরেশতাদের বলেছিলাম, আদমকে সিজদা কর, তখন ইবলীস ব্যতীত তারা সকলেই সিজদা করল। সে ছিল জিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত। ফলে সে তার প্রতিপালকের নির্দেশ অমান্য করল। তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে ও তার বংশধরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করছ? অথচ তারা তোমাদের শত্রু। যালিমদের এই বিনিময় কত নিকৃষ্ট।(৫০)

প্রসঙ্গকথা: শয়তান কর্তৃক আদম আ.-কে সিজদা না করার অন্যতম কারণ হল, তার জিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়া। কেননা সে যদি ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত হত তাহলে ফেরেশতাদের সাথে সেও আদম আ.-কে সিজদা করত।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে আদম আ.-কে সিজদা না করার প্রসঙ্গ অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ অমান্য করার কারণরূপে উল্লেখ করা হয়েছে ইবলীসের জিন্ন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়াকে। অতঃপর তার এই অবাধ্যতা ও ধৃষ্টতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে অন্যদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, এরপরও কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে ও তার বংশধরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করছ? অথচ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। আল্লাহকে সাক্ষী রেখে সে বনী আদমের প্রতি তার শত্রুতার ঘোষণা করেছে।

পরিচয় : জিন্ন সম্প্রদায়ের সদস্য শয়তানের মুখ্য পরিচয় হল সে আল্লাহর নির্দেশ অমান্যকারী এবং কাফির-মুশরিকদের স্বয়ংক্রিয় অভিভাবক।

পরিত্রাণ : শয়তানের অভিভাবকত্ব ও কর্তৃত্ব থেকে আত্মরক্ষা এবং তার সকল কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনা থেকে বাঁচার উপায় হল তাকে ভয়ঙ্করতম শত্রু জ্ঞান করে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যে মনোনিবেশ করা।

আলোচনা-৩৭ : দায়িত্ব ও কর্তব্য বিস্মৃত করা

قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا (٦٣) [الكهف: ٦٣]

সে বলল, আপনি কি লক্ষ করেছেন, আমরা যখন শিলাখণ্ডে আশ্রয় নিলাম তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। শয়তানই তার কথা বলতে আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। আর মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে নিজের পথ করে সমুদ্রে নেমে গেল। (৬৩)

প্রসঙ্গকথা: মূসা আ. যখন আল্লাহর নির্দেশে তাঁর তরুণ সহচর ইউশা বিন নূনকে নিয়ে হযরত খিযিরের সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন, তখন তিনি তাকে বলে রেখেছিলেন, দুই দরিয়ার সংযোগস্থলে পৌঁছা পর্যন্ত আমরা পথ চলতে থাকব। কিন্তু তারা দুজন যখন সে স্থানে উপনীত হলেন তখন ইউশা (তাদের সাথে বহনকৃত) মাছের কথা অর্থাৎ সেই মাছের অদ্ভুত আচরণের কথা ভুলে গেলেন। এরপর দীর্ঘপথ অতিক্রম করে যখন তারা ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লেন, তখন মূসা আ. ইউশাকে বললেন, এখন আমাদের প্রাতরাশ আন, আমরা তো আমাদের এই সফরে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। হযরত মূসা আ.-এর এ কথার উত্তরেই ইউশা আয়াতে বিবৃত কথাটি বলেছিলেন।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতের ভাষ্য থেকে ভুলে যাওয়ার বিষয়টি শুধু ইউশা বিন নূনের সাথে সম্পৃক্ত বোঝা গেলেও প্রকৃতপক্ষে হযরত মূসা আ. ও ইউশা বিন নূন উভয়ে বিষয়টি ভুলে গিয়েছিলেন যা ৬১ নং আয়াতে সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, তারা দুজন যখন দুই দরিয়ার মিলনস্থলে পৌঁছলেন তখন তারা (উভয়ে) তাদের মাছের কথা ভুলে গেলেন।

তাদের এই ভুলে যাওয়া বাহ্যিক দৃষ্টিতে অসর্তকতা ও অমনোযোগিতার ফলে সৃষ্ট, তাই ইউশা বিন নূন প্রথমত বিনয় ও সৌজন্য প্রকাশার্থে ভুলে যাওয়ার বিষয়টিকে নিজের দিকে সম্পৃক্ত করে অবহেলার দায় গ্রহণ করেছেন

অতঃপর তার সে ভুলে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে তাকে শয়তানের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন। আর এই ভুলে যাওয়ার জন্য শয়তানকে দায়ী করে বলেছেন, শয়তানই আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছে। কেননা মূসা আ.-এর এই সফরের গন্তব্য ছিল আল্লাহ-নির্ধারিত। আর পূর্ব নির্ধারিত স্থানে মাছটির সমুদ্রে নেমে যাওয়া ছিল আল্লাহ-বর্ণিত নিদর্শন, যা স্মরণ রাখা আবশ্যক ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইউশা ভুলে গিয়েছিলেন। তাই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাদের এই ভুলে যাওয়া শয়তানের কুমন্ত্রণা ও অপচেষ্টারই ফল।

পরিচয় : শয়তান মানুষকে তার করণীয় ও কর্তব্যকর্ম ভুলিয়ে দেয়। কখনও কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনা দ্বারা আবার কখনও প্রলোভন ও মিথ্যা বাসনা দ্বারা।

পরিত্রাণ : অবহেলা, অলসতা, অমনোযোগিতা, উদাসীনতা ও দায়িত্বহীনতা পরিহার করে দায়িত্ববান ও কর্তব্যনিষ্ঠ হতে হবে। আর শয়তানের ভুলিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে।

আলোচনা-৩৮ : পরোক্ষ উপাস্য

يَاأَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا (٤٤) [مريم : ٤٤]

হে আমার পিতা, শয়তানের ইবাদত করো না। শয়তান তো দয়াময়ের অবাধ্য।

প্রসঙ্গকথা: পূর্ববর্তী (৪১ নং) আয়াত থেকে হযরত ইবরাহীম আ.-এর আলোচনা শুরু হয়েছে নিজ পিতাকে মূর্তিপূজা থেকে নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে তিনি যে আবেদন নিবেদন করেছিলেন আলোচ্য আয়াতটি তারই অংশ। পূর্ববর্তী দুই আয়াতে পিতাকে সম্বোধন করে বলেছেন, **হে আমার পিতা, কেন আপনি এমন উপাস্যের উপাসনা করেন যে শুনতে পারে না, দেখতে পারে না, এমনকি আপনার কোনো কাজেও আসে না। হে আমার পিতা, আমার কাছে যে জ্ঞান এসেছে তা আপনার কাছে আসে নি, সুতরাং আপনি আমাকে অনুসরণ করুন, আমি আপনাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করব।**

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : উল্লিখিত বিষয়সমূহ বর্ণনা করার পর ইবরাহীম আ. তার পিতাকে বললেন, মূর্তিপূজার ব্যাপারে আমার এই সহজ কথা যদি আপনি বুঝতে না চান এবং আল্লাহর একত্ববাদের পথ ছেড়ে মূর্তিপূজার শিরকে লিপ্ত হন, তাহলে তো আপনি শয়তানকেই আপনার উপাস্য বানালেন। অথচ শয়তান হল দয়াময় প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার ঘোর অবাধ্য ও সকল মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান ও বোধ-বুদ্ধি প্রয়োগ করে মানুষ সহজেই বুঝতে পারে যে, মহান স্রষ্টা আল্লাহই হলেন ইবাদত উপাসনার উপযুক্ত একমাত্র সত্তা। সুতরাং তাঁর আনুগত্যের পরিবর্তে শয়তানের উপাসনায় লিপ্ত হওয়ার চেয়ে জঘন্য অপরাধ আর কিছু হতে পারে না।

পরিচয় : শয়তান তার কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনা দ্বারা মানুষের কুপ্রবৃত্তিকে সক্রিয় করে এবং পর্যায়ক্রমে নিজেকে পরোক্ষ উপাস্যে পরিণত করে থাকে।

পরিত্রাণ : শয়তানের উপাসনা থেকে আত্মরক্ষার জন্য তার প্রত্যক্ষ অনুসরণ পরিহার যেমন জরুরী তেমনি নফসে আম্মারা ও কুপ্রবৃত্তির অনুগমন বা শয়তানের পরোক্ষ অনুসরণ থেকে বাঁচাও অপরিহার্য।

আলোচনা-৩৯ : শয়তানও তার অনুসারীদের সম্মিলন

فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا (٦٨) [مريم: ٦٨]

সুতরাং শপথ তোমার রবের, আমি তো কাফের সম্প্রদায় ও শয়তানদেরকে একত্রে সমবেত করবই অতঃপর আমি তাদেরকে নতজানু অবস্থায় জাহান্নামের চতুর্দিকে উপস্থিত করবই। (৬৮)

প্রসঙ্গকথা: পূর্ববর্তী দুই আয়াতে পুনরুত্থান ও মৃত্যু-পরবর্তী জীবন সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে,

মানুষ বলে, আমি যখন মৃত্যুবরণ করব তারপরও কি আমি জীবিত উত্থিত হব। মানুষ কি স্মরণ করে না যে, পূর্বেও আমি তাকে সৃষ্টি করেছি অথচ তখন সে কিছুই ছিল না।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : উল্লিখিত প্রসঙ্গ অবতারণার পর মহান আল্লাহ তাঁর প্রতিপালকত্বের শপথ করে বলছেন, অবশ্যই আমি পুনরুত্থান অস্বীকারকারী কাফের সম্প্রদায় এবং তাদেরকে বিভ্রান্তকারী শয়তানদেরকে একত্র করব। অতঃপর তাদের সকলকে নতজানু অবস্থায় জাহান্নামের চতুর্দিকে উপস্থিত করব। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ বলেন, প্রত্যেক কাফিরকে একেকজন শয়তানের সাথে শেকল দ্বারা বেঁধে একত্র করা হবে আর এই অপরাধীদেরকে জাহান্নামের চতুর্দিকে এমনভাবে উপস্থিত করা হবে যে, তীব্র ভয় ও আতঙ্কে তারা নতজানু হয়ে থাকবে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভয়াবহতায় তারা পায়ের উপর ভর করে স্বাভাবিকভাবে দাঁড়ানোর শক্তি হারিয়ে ফেলবে। এই আয়াতে শয়তান শব্দটি দুষ্ট জিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এসকল জিন্ন ইবলীসের সহযোগীরূপে সবসময় মানুষকে গোমরাহ করার কাজে লিপ্ত থাকে।

পরিচয় : জাহান্নামে প্রবেশকালে প্রত্যেক কাফির তার সহচর শয়তানকে তার সাথে শৃঙ্খলিত দেখতে পাবে এবং তার মাধ্যমে ইবলীসের পরিচয় লাভ করবে।

পরিত্রাণ : পুনরুত্থানে বিশ্বাসী হয়ে একাগ্রচিত্তে আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন হতে হবে এবং আয়াতে বর্ণিত কাফির ও তার শয়তান সহচরের ভয়াবহ পরিণামের কথা স্মরণ রেখে শয়তানের প্ররোচনা থেকে সৃষ্ট সকল অবিশ্বাস ও নাস্তিকতা থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে।

আলোচনা-৪০ : কাফেরদের গুরুতরভাবে প্রলুব্ধ করণ

أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا (٨٣) فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا (٨٤) [مريم: ٨٣، ٨٤]

আপনি কি লক্ষ করেন নি যে, আমি কাফিরদের জন্য শয়তানদেরকে ছেড়ে রেখেছি তাদেরকে মন্দকর্মে বিশেষভবে প্রলুব্ধ করার জন্য। সুতরাং তাদের বিষয়ে আপনি তাড়াতাড়ি করবেন না। আমি তো গণনা করছি তাদের নির্ধারিত কাল।

প্রসঙ্গকথা: পূর্ববর্তী দুই আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য ইলাহ গ্রহণ করে যাতে তারা তাদের সহায় হয়। কখনই নয়, তারা তো তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : কাফিরদের প্রলুব্ধকরণে শয়তানদের তৎপরতা উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে ত্বরাপ্রবণ না হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন। তাঁকে একথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, তাদের ব্যাপারে ফয়সালা নির্ধারিত হয়ে আছে, বাকি রয়েছে শুধু কাল-গণনা।

আল্লাহর স্রষ্টা-পরিচয় অর্জন করে তাঁকেই একমাত্র উপাস্য জ্ঞান করার স্বভাবযোগ্যতা ও বোধ-বুদ্ধি সকল মানব সন্তানকে তিনি দান করেছেন, যে সকল মানুষ স্বেচ্ছায়-সজ্ঞানে শিরক ও কুফরের পথ অবলম্বন করে তাদেরকে মন্দকর্মে প্ররোচিত করার জন্য আল্লাহ তাআলা শয়তানদেরকে অবকাশ দিয়েছেন। ফলে তাদের গোমরাহি ও মন্দ পরিণতি অবধারিত হয়ে পড়ে। সুতরাং তাদের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করার কিছু নেই। আর তাদের সেই নির্ধারিত কাল নিখুঁতভাবে গণনা করা হচ্ছে। যেমন অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, **অতএব কাফিরদেরকে অবকাশ দাও কিছুকালের জন্য।** *(সূরা ত্বারিক, ১৭)*

পরিচয় : কাফিরদের মন্দকর্মে প্রলুব্ধ করার জন্য শয়তানদের নিয়োজিত করা হয়েছে যারা ইবলীসের নির্দেশ ও নির্দেশনায় পরিচালিত হয়ে থাকে।

পরিত্রাণ : মন্দকর্মে প্রলুব্ধকরণের সহায়ক চিন্তা ও কর্মসমূহ পরিহারের মাধ্যমে শয়তানের এই অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা সম্ভব।

আলোচনা-৪১ : আল্লাহর নাফরমানির প্ররোচনা ও অলীক কল্পনায় প্রলুব্ধকরণ

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى (١١٦) فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى (١١٧) إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى (١١٨) وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى (١١٩) فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى (١٢٠) فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى (١٢١) ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى (١٢٢) قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى (١٢٣) [طه: ١١٦- ١٢٣]

স্মরণ কর যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, আদমকে সিজদা কর। তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করল। সে অস্বীকার করল। অতঃপর আমি বললাম হে আদম, নিশ্চয় এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু। সুতরাং সে যেন কিছুতেই তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে না দেয়; দিলে তোমরা দুর্ভোগ পোহাবে। তোমার জন্য এটাই রইল যে, তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্ত ও বস্ত্রহীন হবে না এবং সেখানে পিপাসার্ত ও রৌদ্রক্লিষ্ট হবে না। অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল, সে বলল, হে আদম, আমি কি তোমাকে সন্ধান দিব অনন্তজীবনপ্রদ বৃক্ষের এবং অক্ষয় রাজ্যের! অতঃপর তারা উভয়ে তা থেকে খেল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের সামনে অনাবৃত হয়ে পড়ল এবং তারা দুজন জান্নাতের বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজেদের লজ্জাস্থান আবৃত করতে লাগল। আর আদম তার রবকে অমান্য করল। ফলে সে পথহারা হল। অতঃপর তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন, তার তাওবা কবুল করলেন ও তাকে পথ নির্দেশ করলেন। তিনি বললেন, তোমরা উভয়ে একত্রে জান্নাত থেকে নেমে যাও, তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু। পরে আমার পক্ষ থেকে

তোমাদের নিকট সৎপথের নির্দেশ আসলে যে আমার পথ অনুসরণ করবে সে বিপথগামী হবে না ও দুর্ভোগের শিকার হবে না।

প্রসঙ্গকথা: কুরআনের যে সকল স্থানে আদম আ.-কে সিজদা করার প্রসঙ্গ বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে এটি তার অন্যতম। এখানে ইবলীসের অমান্যতার কথা বর্ণনার পর আদম ও তার স্ত্রীর প্রতি আল্লাহ তাঁর উপদেশের কথা উল্লেখ করেছেন। অতঃপর শয়তানের কুমন্ত্রণার ফলশ্রুতিতে তাদের দুর্দশার বর্ণনা দিয়েছেন। স্বীয় প্রতিপালকের নির্দেশ অমান্য করার ফলে আদমের বিভ্রান্তি, আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত হয়ে তার তাওবা কবুল হওয়া এবং সুপথ লাভের কথা বর্ণিত হয়েছে। পরিশেষে পরস্পরের শত্রুরূপে তাদের জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নেমে যেতে বলা হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : আদমকে সিজদা করতে অস্বীকার করার পরই আল্লাহ তাআলা আদমকে ইবলীস সম্পর্কে সতর্ক ও সাবধান করে দিলেন। আদম ও তার স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, যে কোনো উপায়েই সে তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করতে চাইবে। জান্নাতে তোমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তাকে ঈর্ষাকাতর ও প্রতিশোধপরায়ণ করেছে। তাই তোমরা তার ব্যাপারে সাবধান থেকো। অতঃপর শয়তান তাদের হিতাকাঙ্ক্ষীর বেশ ধারণ করল, সে তাদের দুজনকে অমরত্ব ও অক্ষয়রাজত্ব লাভে প্রলুব্ধ করল যার আসক্তি মানবমনের গভীরে প্রোথিত। শয়তানের চিত্তাকর্ষক উপস্থাপন ও হিতাকাঙ্ক্ষী উপদেশে আদম আ. সম্মোহিত হলেন। তখন তিনি আল্লাহর নিষেধাজ্ঞার কথা বিস্মৃত হলেন এবং নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করলেন। এভাবে নিষেধাজ্ঞা-পরবর্তী বিস্মৃতির কারণে আদম আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে বিভ্রান্তির শিকার হলেন। তবে অপরাধবোধের কারণে তিনি তৎক্ষণাৎ আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ তাআলা তার তাওবা কবুল করলেন এবং তার খলীফা ও প্রতিনিধিরূপে তাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করলেন। শয়তানের সাথে আদমের পার্থক্য হল আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার পর শয়তান দাম্ভিকতা ও হঠকারিতা প্রদর্শন করে চরম ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়েছে, নিজের অন্যায় অবস্থানকে যৌক্তিক প্রমাণের অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। ফলে সে আল্লাহর অনুগ্রহবঞ্চিত ও চিরঅভিশপ্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে অন্যায়ের পর আদম আ. তৎক্ষণাৎ সবিনয়ে অপরাধ স্বীকার করেছেন এবং আল্লাহর অনুগ্রহ ও ক্ষমা

প্রার্থনা করেছেন। ফলে আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এবং মনোনীত খলীফা ও প্রতিনিধিরূপে তাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন।

এখানে জান্নাতের কতিপয় বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে। জান্নাতে কোনো ক্ষুধা-পিপাসা থাকবে না, থাকবে না কোনো বস্ত্রহীনতা ও রৌদ্রক্লিষ্টতা। অর্থাৎ জান্নাতের পানাহার হবে বিনোদনমূলক উপভোগ, ক্ষুধা-পিপাসা নিবারণের জন্য নয়। আর ইবলীস কর্তৃক আদম আ.-কে অমরত্ব ও অক্ষয় রাজত্বলাভে প্রলুব্ধ করার ব্যাখ্যা ইতোপূর্বে বিগত হয়েছে। পরিশেষে আল্লাহ তাআলা জান্নাত থেকে নেমে যাওয়ার নির্দেশ প্রদানের পর আদম সন্তানের জন্য শয়তানের শত্রুতা ও অনিষ্ট-প্রচেষ্টা থেকে আত্মরক্ষার উপায় বাতলে দিয়েছেন। শয়তান নির্দেশিত বিপথগামিতা ও দুর্ভাগ্য থেকে আত্মরক্ষা করতে হলে মানুষকে আল্লাহ প্রদর্শিত পথই অবলম্বন করতে হবে।

পরিচয় : মানুষকে তার প্রতিপালকের অবাধ্যতায় প্ররোচিত করে শয়তান তাকে বিভ্রান্ত করে। অতঃপর সে তাকে অলীক বাসনায় প্রলুব্ধ করে চূড়ান্ত দুর্ভোগ ও দুর্ভাগ্যের শিকার করে থাকে।

পরিত্রাণ : আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়েত ও পথনির্দেশ অনুসরণ করে তাঁর অবাধ্যতা থেকে বাঁচতে হবে এবং মানব-মনে সুপ্ত অলীক ও অনুচিত কামনা-বাসনা পরিহারের মাধ্যমে শয়তানের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে।

আলোচনা-৪২ : আল্লাহর নবীর শান

وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ (٨٢)
[الأنبياء: ٨٢]

আর শয়তানদের মধ্যে কতক তার (হয়ে) ডুবুরির কাজ করত এবং তা ছাড়া অন্য কাজও করত। আমি তাদের রক্ষাকারী ছিলাম। (৮২)

প্রসঙ্গকথা: পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তাআলা, নবী সুলাইমান আ.-এর প্রতি বিশেষ অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করে বলেন, ***আর আমি সুলাইমানের জন্য বশীভূত করেছিলাম প্রবল বায়ুকে যা তার নির্দেশে প্রবাহিত হত ঐ ভূখণ্ডের দিকে যেখানে আমি প্রাচুর্যময় কল্যাণ দান করেছিলাম।***

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে সুলাইমান আ.-এর প্রতি একটি বিশেষ অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্য যে সকল অবাধ্য জিন্নকে বশীভূত করেছিলেন তাদের কথা উদ্ধৃত করে বলেন, আর শয়তানদের অর্থাৎ শক্তিশালী ও দুর্বিনীত জিন্নদের কতককে আমি সুলাইমানের বশীভূত ও অনুগত করে দিয়েছিলাম। যারা সমুদ্রের গভীরে ডুব দিয়ে সুলাইমানের জন্য মূল্যবান মণি-মুক্তা আহরণ করত এবং এছাড়া অন্যান্য কাজও করত। শয়তানদের এই অন্যান্য কাজের ব্যাখ্যা সূরা সাবা ১২-১৩ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে- ***তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে জিন্নদের কতক তার সামনে কাজ করত। তারা সুলাইমানের ইচ্ছা অনুযায়ী প্রাসাদ, ভাস্কর্য, হাওযসদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত ডেগ নির্মাণ করত।***

বিশেষ দ্রষ্টব্য: আলোচ্য আয়াতে শয়তান শব্দটি অবাধ্য ও দুর্বিনীত জিন্ন অর্থে (অর্থাৎ তার আভিধানিক অর্থে) ব্যবহৃত হয়েছে, ইবলীস শয়তানের অর্থে নয়। শয়তান শব্দের এ প্রয়োগ অবাধ্যতা ও অমান্যতার ভিত্তিতে।

আলোচনা-৪৩ : খোদাদ্রোহীদের জাহান্নামের পথ প্রদর্শন

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ (٣) كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ (٤) [الحج: ٣، ٤]

মানুষের মধ্যে কতক অজ্ঞানতাবশত আল্লাহ সম্বন্ধে বাকবিতণ্ডা করে এবং অনুসরণ করে প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের। (৩) তার সম্বন্ধে এই বিধান লিপিবদ্ধ হয়েছে যে, যে কেউ তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে সে তাকে পথভ্রষ্ট করবে এবং তাকে পরিচালিত করবে প্রজ্বলিত অগ্নির শাস্তির দিকে। (৪)

প্রসঙ্গকথা: পূর্ববর্তী দুই আয়াতে আল্লাহ তাআলা মানব সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে তাঁকে ভয় করার নির্দেশ দিয়েছেন। অতঃপর তাদেরকে কেয়ামতের মহাপ্রকম্পন সম্বন্ধে সতর্ক করে সেই দিনের ভয়াবহতা বর্ণনা করেছেন। সেই প্রকম্পনের দিনে প্রত্যেক দুগ্ধবতী স্তন্যদানকারিণী জন্মদাত্রী তার (দুগ্ধপোষ্য) সদ্যোজাত সন্তানের কথা বিস্মৃত হবে এবং প্রতিটি গর্ভধারিনীর গর্ভপাত ঘটবে। এবং সকল মানুষ হবে মহাআতঙ্কের ঘোরে আচ্ছন্ন। আল্লাহর শাস্তির ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করে তাদের এমন অবস্থা হবে।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : এখানে আল্লাহ তা'আলার যে সত্তা-পরিচয় বিবৃত হয়েছে তার জ্ঞান ধারণ করা মানুষের কর্তব্য। কিন্তু শয়তানের অনুসরণ তাকে সে পথ থেকে বিচ্যুত করে জাহান্নামের পথ দেখায়। কতক মানুষ এমন রয়েছে, যারা কোনো যুক্তি-প্রমাণ ব্যতীত হঠকারিতাবশত আল্লাহর শক্তি-সামর্থ্য ও গুণ-বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হয় এবং মনগড়া কথা বলে।

মুফাসসিরগণ বলেন, আলোচ্য আয়াতটি নযর ইবনুল হারিছ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। সে ছিল অতি কলহপ্রবণ। তার দাবি ছিল, ফেরেশতাগণ আল্লাহর কন্যা, কুরআন হল পূর্বকালের লোকদের উপাখ্যান এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থান

বলে কিছু নেই। মুফাসসির আবুস সাউদ র. বলেন, আলোচ্য আয়াতটি নযর ইবনুল হারিছ ও তার শ্রেণিভুক্ত সকল উদ্ধত ও দুর্বিনীত কাফিরের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে। অর্থাৎ এই শ্রেণির প্রত্যেক মানুষ মূলত দুর্বিনীত ও উদ্ধত শয়তানকে অনুসরণ করে, যার দৃষ্টান্ত হল সত্যের পথে বাধাদানকারী নেতৃস্থানীয় কাফির-মুশরিক।

আয়াতের শেষাংশে শয়তানের বন্ধুত্ব ও অভিভাবকত্ব গ্রহণকারীর ব্যাপারে বিধান প্রদত্ত হয়েছে যে, এরূপ অনুসরণকারীকে শয়তান পথভ্রষ্ট করে জাহান্নামের প্রজ্বলিত আগুনের পথে ধাবিত করে।

পরিচয় : খোদাদ্রোহিতা হল শয়তানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আর তার অভিভাবকত্ব গ্রহণকারীকে সে পথভ্রষ্ট করে জাহান্নামের দিকে ধাবিত করে।

পরিত্রাণ : শয়তানের অভিভাবকত্ব গ্রহণের পথে ধাবিতকারী সকল চিন্তা ও কর্ম পরিহার করতে হবে। পরিহার করতে হবে আল্লাহ তাআলা সম্বন্ধে হঠকারিতামূলক যাবতীয় বাক-বিতণ্ডা।

আলোচনা-৪৪ : কুমন্ত্রণা প্রক্ষেপণ ও আল্লাহ-বিমুখতা

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ
مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥٢) لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ
فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (٥٣)
وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ
الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٥٥٤) [الحج: ٥٢- ٥٤]

তোমার পূর্বে আমি যে সকল রাসূল বা নবী প্রেরণ করেছি তাদের কেউ যখনই কিছু আকাঙ্ক্ষা করেছে তখনই শয়তান তাঁর আকাঙ্ক্ষায় কিছু প্রক্ষিপ্ত করেছে। কিন্তু শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে আল্লাহ তা রহিত করেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। এটা এইজন্য যে, শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে তাকে তিনি পরীক্ষাস্বরূপ করেন তাদের জন্য যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে এবং যারা পাষাণ-হৃদয়। নিশ্চয় যালিমরা দুস্তর মতভেদে রয়েছে। এবং এইজন্যও যে যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তারা যেন জানতে পারে যে, এটা তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে প্রেরিত সত্য। অতঃপর তারা যেন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর যেন, তার প্রতি অনুগত হয়। যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ সরল পথে পরিচালিত করেন।

প্রসঙ্গকথা: পূর্ববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, *আর যারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করতে সচেষ্ট তারাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী।*

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তাঁর নবীকে সম্বোধন করে পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের অবস্থা বর্ণনা করছেন। তিনি তাঁকে অবহিত করেছেন যে, আপনার পূর্বে আমি যে সকল নবী-রাসূল প্রেরণ করেছি তাদের কেউ

যখনই কোনো কিছু কামনা করেছেন তখনই ইবলীস সেই ঈপ্সিত বিষয়ে সংশয়-কুমন্ত্রণা প্রক্ষিপ্ত করেছে এবং আল্লাহবিমুখ পার্থিব ব্যস্ততাকে অবধারিত করে তার অন্তরকে প্রবৃত্তি-প্রভাবিত করতে চেয়েছে। এমন অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করেই রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, *নিশ্চয় আমার অন্তরে উদাসীনতা ও অমনোযোগিতার (কামনা-বাসনার) ছায়াপাত ঘটে। তাই আমি দৈনিক সত্তরবার আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।*

ভাষাবিদ ফাররা র. বলেন, আয়াতে উল্লিখিত تمنى শব্দের অর্থ- 'মনে মনে কিছু বলা।' সহীহ বুখারীতে আয়াতের এ অংশের যে তাফসীর বর্ণিত হয়েছে তাতে এসেছে- ইবনে আব্বাস রা. বলেন, *তাদের (নবীদের) কেউ যখনই কিছু বলে তখনই শয়তান তার কথায় কিছু প্রক্ষিপ্ত করে। আর আল্লাহ তখন শয়তানের প্রক্ষিপ্ত বিষয় রহিত করে তাঁর আয়াতসমূহকে সুদৃঢ় করেন।*

কোনো কোনো মুফাসসির আয়াতের امنية শব্দের অর্থ করেছেন পাঠ বা আবৃত্তি। ইমাম নাহহাস র. এখানে পাঠ বা আবৃত্তির অর্থকেই সর্বোত্তম ব্যাখ্যা বলে অভিহিত করেছেন। সে মতে এই আয়াতের মর্মার্থ হল, আমি যত নবী-রাসূল প্রেরণ করেছি তাঁরা যখনই মনে মনে কিছু চিন্তা করেছেন এবং নিজ নিজ উম্মতের জন্য হেদায়েত ও ঈমানের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছেন তখনই শয়তান তার কুমন্ত্রণা দ্বারা সে পথে নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। তার সম্প্রদায়ের সামনে কুফরিকে শোভন করেছে এবং তাদের অন্তরে রাসূল-বিরোধিতার মনোভাব সৃষ্টি করেছে। বস্তুত এ আয়াতে যেন সান্ত্বনাস্বরূপ আল্লাহর রাসূলকে বলা হচ্ছে,

'হে মুহাম্মাদ, স্বজাতির শত্রুতা ও বিরুদ্ধাচারণে আপনি ব্যথিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন না। কারণ এটা হল নবী-রাসূলদের চিরায়ত নিয়তি ও বিধান।'

আর আল্লাহ তাআলাই শয়তানকে এরূপ করার অবকাশ প্রদান করেন। যেন তিনি শয়তান-প্রক্ষিপ্ত বিষয়কে ব্যাধিগ্রস্ত অন্তরের মুনাফিক ও পাষাণহৃদয় কাফিরদের জন্য ফিতনা ও পরীক্ষাস্বরূপ করতে পারেন। ফলে তারা আল্লাহর নাযিলকৃত অহী ও ঐশী বিধানের ব্যাপারে সংশয়-সন্দেহের আবর্তে ঘুরপাক খেতে থাকে। আর পরিশেষে এই যালিমরা বিস্তর মতভেদ ও ঘোর বিরোধিতায় লিপ্ত হয়।

তদ্রূপ এখানে আরেকটি উদ্দেশ্য হল, জ্ঞানপ্রাপ্তদের এ কথা জানানো যে, এই অহী আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত সত্য, অতঃপর যেন তারা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে। এবং তাদের হৃদয়-মন অনুগত ও প্রশান্ত হয়। পরিশেষে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন যে, নিশ্চয় তিনি, ঈমান আনয়নকারীদের সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

পরিচয় : কুমন্ত্রণা প্রক্ষেপণের মাধ্যমে শয়তান ব্যাধিগ্রস্ত অন্তর ও পাষাণ হৃদয়ের মানুষদের ফিতনাগ্রস্ত ও আল্লাহবিমুখ করে, অতঃপর তাদেরকে আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত করে।

পরিত্রাণ : যে সকল বিষয় মানুষের কলবে (নিফাক ও সংশয়-সন্দেহের) ব্যাধি সৃষ্টি করে; অন্তরকে কঠিন করে সেসব বিষয় বর্জনের মাধ্যমে শয়তান থেকে আল্লাহর শরণ নিতে হবে।

আলোচনা-৪৫ : শয়তানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপস্থিতি

وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ (٩٧) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ (٩٨)

[المؤمنون: ٩٧، ٩٨]

বলুন হে আমার প্রতিপালক, আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি শয়তানের প্ররোচনা থেকে এবং আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি আমার নিকট তাদের উপস্থিতি থেকে।

প্রসঙ্গকথা: পূর্ববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-***যা উত্তম তা দ্বারা মন্দকে প্রতিহত কর। আর তারা যা বলে সে সম্বন্ধে আমি অধিক অবগত।*** প্রকৃত বিচারে সকল মন্দের উৎস হল শয়তানের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ (প্ররোচনা ও কুমন্ত্রণার অবয়বে) উপস্থিতি।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা নবী সা.-কে নির্দেশ দিচ্ছেন, শয়তানদের প্ররোচনা থেকে এবং তাদের উপস্থিতি থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনার। এখানে শয়তানদের প্ররোচনা দ্বারা উদ্দেশ্য, যে সকল কুমন্ত্রণা মানুষকে শিরক-কুফরি, বিদআতসহ যাবতীয় নাফরমানি ও পাপাচারে প্রলুব্ধ করে। তদ্রূপ শয়তানদের উপস্থিতি দ্বারা উদ্দেশ্য তাদের প্রত্যক্ষ প্রভাব ও প্রলোভন, যা দ্বারা তারা মানুষকে আল্লাহবিমুখ করে তাকে নফসে আম্মারা ও কুপ্রবৃত্তির অনুগামী করে থাকে। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে নির্দেশ দিচ্ছেন শয়তানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনিষ্ট থেকে তাঁর আশ্রয়গ্রহণের, সুতরাং সাধারণ মুসলমানের জন্য এই আশ্রয় গ্রহণের প্রয়োজন যে কত তীব্র তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

পরিচয় : মন্দচিন্তা ও মন্দকর্মে প্ররোচনা দিয়ে আদম সন্তানকে গোমরাহ করা শয়তানের অন্যতম তৎপরতা।

পরিত্রাণ : শয়তানের কুমন্ত্রণার ব্যাপারে সাবধান থেকে হাদীসে বর্ণিত শব্দমালায় আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা আবশ্যক।

আলোচনা-৪৬ : নাফরমানিতে লিপ্ত মানুষের অসহায়ত্ব

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا (٢٧) يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا (٢٨) لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا (٢٩) [الفرقان: ٢٧- ٢٩]

আর স্মরণ কর, যেদিন যালিম ব্যক্তি নিজের দু'হাত দংশন করতে করতে বলবে, হায়, যদি আমি রাসূলের সাথে কোনো সুপথ অবলম্বন করতাম। (২৭) হায়, দুর্ভোগ আমার, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। (২৮) আমাকে তো সেই বিভ্রান্ত করেছিল আমার নিকট উপদেশ পৌঁছার পর। শয়তান তো মানুষের জন্য মহাপ্রতারক। (২৯)

প্রসঙ্গকথা: পূর্ববর্তী (২৫ নং) আয়াত থেকে কেয়ামত দিবসের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, *যেদিন আসমান মেঘপুঞ্জসহ বিদীর্ণ হবে এবং ফেরেশতাদের ব্যাপক অবতরণ ঘটবে। আর সেইদিন প্রকৃত কর্তৃত্ব হবে দয়াময় আল্লাহর, এবং কাফিরদের জন্য তা হবে এক কঠিন দিন।*

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : সেদিন যালিম ব্যক্তি[১] আক্ষেপ-অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে নিজের হাত কামড়াতে থাকবে এবং বলবে, হায় যদি আমি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম! সে তো আমাকে পথভ্রষ্ট করেছিল আমার নিকট উপদেশ পৌঁছার পর। মানুষের বিপদকালে শয়তান তাকে বিপন্ন রেখে সটকে পড়ে। আক্ষেপকারী ব্যক্তির এরূপ পরিণতির জন্য মূলত শয়তানের ভূমিকা দায়ী। আর তৃতীয় কোনো ব্যক্তি তার প্রতিনিধিরূপে সে কাজ আঞ্জাম দিয়েছে।

১. আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূলে উল্লিখিত হয়েছে, এই যালিম অনুসারী হল, উকবা ইবনে আবী মুয়াইত। আর অমুক দ্বারা উদ্দেশ্য উবাই ইবনে খালফ। যারা উভয়ে ছিল শয়তানের দোসর ও তার কর্তৃত্বাধীন।

বিপদকালে মানুষকে অসহায় ও বিপন্ন রেখে সটকে পড়ার যে প্রতারণা শয়তান করে থাকে, সে কথা উল্লেখ করে তাকে সতর্ক করা হয়েছে।

পরিচয় : মানুষকে সদুপদেশ থেকে বিচ্যুত করে অন্যায়-অপকর্মে লিপ্ত করে শয়তান তাকে অসহায় রেখে সটকে পড়ে। এটা তার অন্যতম পরিচয়।

পরিত্রাণ : সদুপদেশ লাভের পর তা থেকে বিচ্যুতকারী সকল চিন্তা ও কর্ম পরিহার করতে হবে। এবং শয়তানের প্রতারণার কথা সর্বদা স্মরণ রেখে তার প্ররোচনা ও কুমন্ত্রণার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে এবং আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনায় সদা-তৎপর থাকতে হবে।

আলোচনা-৪৭ : ইবলীস ও তার অনুসারীদের পরিণাম

فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ (٩٤) وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ (٩٥) [الشعراء: ٩٤، ٩٥]

অতঃপর তাদেরকে ও পথভ্রষ্টদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে অধোমুখী করে, এবং ইবলীসের বাহিনীর সকলকেও।

প্রসঙ্গকথা: পূর্ববর্তী তিন আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, ***যখন পথভ্রষ্টদের জন্য জাহান্নামকে সমুপস্থিত করা হবে তখন তাদেরকে বলা হবে, কোথায় তারা, আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত তোমরা করতে? তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারবে? অথবা তারা কি আত্মরক্ষা করতে পারবে?***

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : পথভ্রষ্টদের প্রতি এই প্রশ্ন নিছক তিরস্কার ও ভর্ৎসনার উদ্দেশ্যে; তাদের মনস্তাপ ও অনুশোচনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে। সুতরাং কোনো উত্তরের প্রতীক্ষা না করে তাদেরকে এবং তাদের উপাস্যদেরকে অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এবং সেই সাথে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে ইবলীস-বাহিনীর সকলকে। আলোচ্য আয়াতে ইবলীস-বাহিনী দ্বারা উদ্দেশ্য, মানুষ ও জিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত ইবলীসের সকল অনুসারী। যারা কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনা দ্বারা বনী আদমকে গোমরাহ করে থাকে।

পরিচয় : এখানে ইবলীস-বাহিনীর ভয়াবহ পরিণাম ও পরিণতি সম্পর্কে অবহিত করে পরোক্ষভাবে ইবলীসের পরিণতি-পরিচয় বর্ণিত হয়েছে। আর তা হল অবধারিতভাবে জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত হওয়া।

পরিত্রাণ : জাহান্নাম থেকে বাঁচতে হলে অবশ্যই ইবলীসের অনুসরণ-দাসত্ব থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে। আত্মরক্ষা করতে হবে তার সকল কুমন্ত্রণা, প্ররোচনা ও প্রলোভন থেকে। অন্যথায় তার অনিষ্ট থেকে পরিত্রাণ সম্ভব নয়।

আলোচনা-৪৮ : ওহী বহনে শয়তানদের অযোগ্যতা

ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ (٢٠٩) وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ (٢١٠) وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا
يَسْتَطِيعُونَ (٢١١) إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ (٢١٢) [الشعراء: ٢٠٩- ٢١٢]

ইহা উপদেশ স্বরূপ, আর আমি অত্যাচারী নই। (২০৯) শয়তানেরা তা নিয়ে অবতীর্ণ হয় নি। (২১০) তারা এ কাজের উপযুক্ত নয়। এবং তারা এর সামর্থ্যও রাখে না। (২১১) তাদেরকে তো শ্রবণের সুযোগ থেকে দূরে রাখা হয়েছে। (২১২)

প্রসঙ্গকথা: পূর্ববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, *আমি এমন কোনো জনপদ ধ্বংস করি নি যার জন্য সতর্ককারী ছিল না।*

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : কাফিরদের মধ্যে যাদের এই ধারণা ছিল যে, গণক-জাদুকরদের কাছে শয়তান-জিন্নরা যেমন বিভিন্ন কথা প্রক্ষেপণ করে থাকে, তেমন কুরআনও তাদেরই প্রক্ষিপ্ত কথামালা। তাদের এ ধারণা ও বিশ্বাস খণ্ডন করেই আল্লাহ তাআলা বলছেন, শয়তানদের এ কাজের সক্ষমতা ও যোগ্যতা নেই। অর্থাৎ মুহাম্মাদ সা. নবুওয়াত লাভের সাথে সাথেই ঊর্ধ্বলোকের কোনো আলোচনা কান পেতে শোনার পথ রুদ্ধ করা হয়েছে। ফেরেশতাদের সার্বক্ষণিক প্রহরা ও জ্বলন্ত অগ্নিশিখা নিক্ষেপের মাধ্যমে তাদেরকে নিবৃত্ত করা হয়েছে। আর শয়তান শব্দটি এই আয়াতে দুষ্ট জিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

পরিচয় : এখানে আল্লাহকর্তৃক অবতীর্ণ অহী ধারণ ও বহনে শয়তানদের অযোগ্যতা ও অক্ষমতার কথা বর্ণিত হয়েছে। সেইসাথে এ বিষয়ে তাদের অপতৎপরতার কথা বিবৃত হয়েছে।

পরিত্রাণ : শয়তানদের এ সকল তৎপরতার অন্যতম লক্ষ্য, মানুষকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শিরকে লিপ্ত করা। যা পরবর্তী (২১৩ নং) আয়াত[১] থেকে বোঝা যায়। সুতরাং যে কুমন্ত্রণা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শিরকে লিপ্ত করে তা থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

---

১. *অতএব তুমি অন্য কোনো ইলাহকে আল্লাহর সাথে ডেকো না। ডাকলে তুমি শাস্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।* -সূরা শুআরা : ২১৩

আলোচনা-৪৯ : সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ (٢٢١) تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (٢٢٢) يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ (٢٢٣) [الشعراء: ٢٢١-٢٢٣]

আমি কি তোমাদেরকে জানাব, কার নিকট শয়তানরা অবতীর্ণ হয়? (২২১) তারা অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী ও পাপীর নিকট। (২২২) তারা কান পেতে থাকে যদিও তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী। (২২৩)

প্রসঙ্গকথা: একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করেছেন, সেই সত্য কথাটি জিন্ন অপহরণ করে, তারপর মুরগীর করকর আওয়াজ করে ডাকার ন্যায় ডেকে তার মানববন্ধুর কানে তা পৌঁছে দেয়। এরপর তারা তার সাথে শতাধিক মিথ্যার মিশ্রণ ঘটায়।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : আল্লামা যামাখশারী র. বলেন, কান পেতে চুপিসারে শ্রবণ করার এই কাজটি শয়তানরা করত। ঐশী নিষেধাজ্ঞা আরোপের পূর্বে তারা ঊর্ধ্বালোকের আলোচনা কান পেতে (চুপিসারে) শ্রবণ করত। ফেরেশতারা নিজেদের মাঝে যেসব আলোচনা করত তার কিয়দংশ তারা অপহরণ করে তাদের অনুসারী গণক ও জাদুকরদের নিকট বর্ণনা করত। এ ক্ষেত্রে তারা প্রায়শই মিথ্যার আশ্রয় নিত। কারণ যে কথা তারা শোনে নি সে কথাও গণক-জাদুকরদের নিকট বলত। (কাশশাফ, ৩/২৬৯)

পরিচয় : শয়তানরা তাদের অনুসারী; ঘোর মিথ্যাবাদী ও পাপী, গণক-জাদুকরদের কাছে অবতীর্ণ হয় মিথ্যামিশ্রিত সংবাদ নিয়ে। মিথ্যাচার করা ও সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রণ ঘটানো শয়তানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শয়তানের অনুসারী তৎকালীন আরব কবিদেরও এ অভ্যাস ছিল, আর তারা যা বলত তা করত না।

পরিত্রাণ : শয়তানদের এ জাতীয় তৎপরতার অনিষ্ট থেকে বাঁচতে এক আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করে কথা অনুযায়ী কাজ করতে হবে এবং সত্য ও মিথ্যার মিশ্রণকর্ম থেকে সর্বদা আত্মরক্ষা করতে হবে।

আলোচনা-৫০ : মন্দকর্ম শোভন করা

وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ (٢٤) أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (٢٥) [النمل: ٢٤، ٢٥]

আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করছে। শয়তান তাদের কার্যাবলী তাদের নিকট শোভন করেছে এবং তাদেরকে সৎপথ থেকে নিবৃত্ত করেছে। ফলে তারা সৎপথ পায় না।(২৪) নিবৃত্ত করেছে এই উদ্দেশ্যে যে, তারা যেন সিজদা না করে আল্লাহকে যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর লুকায়িত বস্তুকে প্রকাশ করেন। যিনি জানেন, যা তোমরা গোপন কর এবং যা তোমরা ব্যক্ত কর। (২৫)

প্রসঙ্গকথা: আল্লাহর নবী সুলাইমান আ.-এর সাম্রাজ্য ও কর্তৃত্ব ছিল ব্যাপক বিশেষত্বে সমৃদ্ধ। মানব-দানবের সাথে পক্ষীকুলও তার বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর হুদহুদ পাখি ছিল সে বাহিনীরই সদস্য। পূর্ববর্তী আয়াতে হুদহুদ সুলাইমান আ.-কে সাবা সম্প্রদায়ের সম্রাজ্ঞী বিলকিস সম্বন্ধে অবহিত করে বলছে,

নিশ্চয় আমি এক নারীকে তাদের উপর রাজত্ব করতে দেখেছি। আর তাকে প্রদান করা হয়েছে সকল উপায়-উপকরণ। আর তার রয়েছে এক বিরাট সিংহাসন।

এই প্রেক্ষাপটে পরবর্তী আয়াতে শয়তানের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : হুদহুদ পাখি সাবা সাম্রাজ্যে উপনীত হয়ে সাবা-সম্রাজ্ঞী ও তার সম্প্রদায়কে সূর্য-পূজায় লিপ্ত পেয়েছিল। অথচ সাবা ছিল উন্নত, সমৃদ্ধ ও সুসংহত শাসনব্যবস্থার অধিকারী সম্প্রদায়। বৈষয়িক জ্ঞান-বুদ্ধি ও শিক্ষা-দীক্ষায় তারা যথেষ্ট অগ্রসর ছিল।

কিন্তু তারা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর ইবাদতের পরিবর্তে শয়তানের কুমন্ত্রণায় সূর্যপূজারী সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছিল। শয়তান তাদের এই শিরক ও কুফরিকে তাদের দৃষ্টিতে শোভন করে রেখেছিল। এভাবে সে তাদেরকে আল্লাহ নির্দেশিত সৎপথ থেকে নিবৃত্ত করেছিল। ফলে তারা সৎপথের সন্ধান পায়নি।

শয়তানের উদ্দেশ্য ছিল তাদের কাছে ঐ সত্তার পরিচয় গোপন করা যিনি আসমান-যমীনের গোপন বিষয় প্রকাশ করতে পারেন যা সূর্য পারে না। আর তিনি তো এমন সত্তা যিনি মানুষের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল বিষয় অবগত। কেননা শয়তান জানে, কাফির-মুশরিকরা যদি আল্লাহ তাআলার এই সত্তা-পরিচয় জেনে সঠিক অনুভব-উপলব্ধি অর্জন করতে পারে তাহলে তারা কখনও অন্য কারও উপাসনায় লিপ্ত হবে না। এবং কখনও শয়তানের অনুসরণ করবে না।

পরিচয় : মানুষের মন্দকর্ম তার কাছে শোভন করে শয়তান তাকে সৎপথ থেকে বিচ্যুত করে এবং শিরক ও কুফরিতে লিপ্ত করে তাকে জাহান্নামের পথে ধাবিত করে।

পরিত্রাণ : শিরক যেমন স্থূল ও প্রকাশ্য হয়ে থাকে তেমনি সূক্ষ্ম ও অপ্রকাশ্যও হতে পারে। আবু মূসা আশআরী রা. -থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সা. আমাদের উদ্দেশে বক্তব্য প্রদান করে বললেন, হে লোকসকল, তোমরা এই শিরক থেকে আত্মরক্ষা কর। কেননা তা পিপীলিকার নিঃশব্দ বিচরণের চেয়ে নিঃশব্দতর (অর্থাৎ উপলব্ধি করা কঠিন)। তখন আল্লাহর ইচ্ছায় জনৈক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, কীভাবে আমরা তা থেকে আত্মরক্ষা করব, অথচ তা পিপীলিকার বিচরণের চেয়ে নিঃশব্দতর। তিনি বললেন, তোমরা বল, ***হে আল্লাহ, আমরা আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি আপনার সাথে এমন কিছু শরিক করা থেকে যা আমরা জানি এবং আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি তার জন্য যা আমরা জানি না।*** (অর্থাৎ আমাদের অজ্ঞাতসারে লিপ্ত হওয়া সূক্ষ্ম শিরক থেকে।) (*মুসনাদে আহমাদ*-১৯৬০৬, শামেলা)

আলোচনা-৫১ : কল্যাণ-উদ্দেশ্যকে মন্দে পরিণত করা

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ (١٥) [القصص: ١٥]

সে নগরীতে প্রবেশ করল যখন তার অধিবাসীরা ছিল অসতর্ক। সেখানে সে দুই ব্যক্তিকে সংঘর্ষে লিপ্ত দেখল। একজন তার নিজ সম্প্রদায়ের আর অন্যজন তার শত্রু সম্প্রদায়ের। মূসার সম্প্রদায়ের লোকটি তার শত্রুর বিরুদ্ধে তার সাহায্য চাইল। তখন মূসা তাকে ঘুষি মারল, ফলে তার প্রাণহরণ করে বসল। মূসা বলল, এ তো শয়তানের কাণ্ড। নিশ্চয় সে প্রকাশ্য ও বিভ্রান্তকারী শত্রু। (১৫)

প্রসঙ্গকথা: পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তাআলা নবী মূসা আ. সম্পর্কে অবহিত করে বলেছেন-আর যখন মূসা পূর্ণ-যৌবনে উপনীত হয়ে পরিণত বয়স্ক হল তখন আমি তাকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলাম। আর এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে মূসা আ. কর্তৃক তাঁর সম্প্রদায় বনী ইসরাইলের জনৈক ব্যক্তিকে এক কিবতীর বিরুদ্ধে সাহায্যের প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। একদিন মূসা আ. দ্বিপ্রহরকালে নগরবাসীর অগোচরে সেখানে প্রবেশ করেন। এসময় তিনি দু'ব্যক্তিকে সংঘর্ষে লিপ্ত দেখতে পান। একজন ছিল তার নিজ সম্প্রদায়ের আর অন্যজন ছিল তার শত্রুগোষ্ঠী কিবতী সম্প্রদায়ের। ইসরাঈলী লোকটি মূসা আ.-কে দেখে কিবতী লোকটির বিরুদ্ধে তার সাহায্য চাইল। তখন মূসা আ. মাযলূমের সাহায্যার্থে কিবতী লোকটিকে ঘুষি মারলেন। মূসা আ. এর উদ্দেশ্য ছিল যালিমকে নিবৃত্ত করে মাযলূমকে রক্ষা করা। কিন্তু শয়তান এই সুযোগটি লুফে নিয়ে মূসা আ.-এর ঘুষিকে প্রাণঘাতী আঘাতে পরিণত করল। ফলে সেই আঘাতে কিবতী লোকটির মৃত্যু ঘটল।

ঘুষির আঘাতে কিবতী লোকটির মৃত্যুর সাথে সাথে মূসা আ. বুঝতে পারলেন, শয়তানের কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনা দ্বারাই তার আঘাতের মাত্রা ও তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কারণেই তিনি তার এই কাজকে শয়তানের কাণ্ড আখ্যায়িত করেছেন এবং তৎক্ষণাৎ আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। এই কর্ম দ্বারা তিনি নিজের প্রতি অন্যায়-অবিচারের কথা অকপটে স্বীকার করেছেন। এবং আপন প্রতিপালকের সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছেন যে, যেহেতু তিনি তাকে দৈহিক শক্তি ও সামাজিক মর্যাদা দান করেছেন, সেহেতু (তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত) তিনি কখনও কোনো অপরাধীর পৃষ্ঠপোষক হবেন না।

আল্লাহর নবী মূসা আ. মাযলূমকে রক্ষা করা ও যালিমকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্য নিয়ে কিবতী লোকটিকে আঘাত করেছিলেন, তাকে হত্যা করার কোনোও উদ্দেশ্য তার ছিল না। কিন্তু শয়তান সৎ উদ্দেশ্যে সূচিত এই কাজটিকেই প্রাণহত্যার ন্যায় গুরুতর পাপকর্মে পরিণত করেছে। সুতরাং সৎ উদ্দেশ্যে শুরু করা যে কোনো কাজের শেষ পর্যন্ত সতর্ক থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর কোনো কাজের মূল্যায়ন তার পরিণতির বিবেচনায় । ভালো শিরোনামে ও ভালো উদ্দেশ্যে সূচিত কাজও শয়তানের কারসাজিতে পরিণত হতে পারে গুরুতর অন্যায় ও পাপকর্মে ।

পরিচয় : ভালো উদ্দেশ্যে সূচিত কাজের মাধ্যমেও শয়তান মানুষকে বিভ্রান্ত ও বিচ্যুত করতে সক্ষম। এমনকি নবী-রাসূলগণের ক্ষেত্রেও শয়তানের এই অপচেষ্টা বহাল ছিল।

পরিত্রাণ : সৎ উদ্দেশ্যে সূচিত যে কোনো কাজ সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত সর্বোচ্চ সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন জরুরী। অন্যথায় মাঝপথে শয়তানের কুমন্ত্রণা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পথচ্যুত ও বিভ্রান্ত হওয়ার সমূহ আশঙ্কা বিদ্যমান।

আলোচনা-৫২ : মন্দকর্ম শোভন করে আল্লাহ-বিমুখতা সৃষ্টি

وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ (٣٨) [العنكبوت: ٣٨]

আর আমি আদ ও ছামূদ সম্প্রদায়কেও ধ্বংস করেছি। তাদের বসতিসমূহ (ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থা) থেকে তোমাদের জন্য বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়েছে। বস্তুত শয়তান তাদের কর্মসমূহকে তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল। ফলে তাদেরকে সঠিক পথ অবলম্বনে বাধা দিয়ে রেখেছিল, অথচ তারা ছিল বিচক্ষণ। (৩৮)

প্রসঙ্গকথা: পূর্ববর্তী দুই আয়াতে মাদয়ানবাসী ও তাদের কাছে প্রেরিত নবী শুয়াইব আ. এর কথা বর্ণিত হয়েছে, যিনি তার সম্প্রদায়কে, আল্লাহর ইবাদতে ও শেষদিবসের প্রতি বিশ্বাসে আহ্বান করেছিলেন। আর পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু তারা তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ করল। ফলে ভূকম্পন তাদেরকে পাকড়াও করল। এবং তারা নিজ গৃহে নতজানু ও অধোমুখী অবস্থায় লাঞ্ছনাকর মৃত্যুর সম্মুখীন হল।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলা যে সকল সম্প্রদায়কে তাদের কুফরি ও নাফরমানির কারণে ধ্বংস করেছিলেন তাদের অন্যতম হল এই 'আদ ও ছামুদ' সম্প্রদায়। ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতার কারণে তারা আল্লাহর রাসূলকে অবিশ্বাস করল এবং আল্লাহ-প্রেরিত নিদর্শনসমূহকে অবজ্ঞা করল। ফলে আল্লাহ তাদেরকে শক্তভাবে পাকড়াও করলেন এবং তাদের বসতিসমূহ বিরান ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল। মক্কার অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী ইয়ামান অঞ্চল ছিল তাদের আবাসভূমি। তাই আল্লাহ তাআলা মক্কাবাসীকে সম্বোধন করে বলেছেন, হিজাযে ও ইয়ামানে অবস্থিত 'আদ ও ছামুদ সম্প্রদায়ের বসতি থেকে তোমাদের নিকট তাদের ধ্বংসের নিদর্শন স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে। সুতরাং তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা উক্ত সম্প্রদায়দ্বয়ের কুফরি ও নাফরমানি এবং দাম্ভিকতা ও সত্যবিমুখতার মূল কারণ উল্লেখ করেছেন। আর তা হল, যে কোনো মানুষ বা মানবসম্প্রদায়কে সত্য ও সরল পথ থেকে বিচ্যুত ও বিভ্রান্ত করার জন্য শয়তান তাদের কৃতকর্মসমূহ তাদের দৃষ্টিতে শোভন করে দেখায়। ফলে তারা বাহ্যিকভাবে জ্ঞানবান, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ হওয়া সত্ত্বেও মূর্খতা, নির্বুদ্ধিতা ও অপরিণামদর্শিতার শিকার হয়। শয়তানের প্ররোচনা ও কুমন্ত্রণায় সত্য প্রত্যাখ্যানে প্রলুব্ধ হয়ে নিজেদের মহা সর্বনাশ ডেকে আনে। ফলে আল্লাহপ্রদত্ত সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তারা শয়তানের বিরুদ্ধাচরণে ব্যর্থ হয়।

পরিচয় : মানুষের মন্দকর্মকে তার দৃষ্টিতে শোভন করে দেখানোর মাধ্যমে শয়তান তাদেরকে আল্লাহবিমুখ করে এবং পরিণতিতে শিরক, কুফরি, নাস্তিকতা ও খোদাদ্রোহিতার ন্যায় নাফরমানিতে লিপ্ত করে।

পরিত্রাণ : মুমিনের কর্তব্য নিজের সকল চিন্তা ও কর্মকে গভীর নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শয়তানের এরূপ তৎপরতা থেকে মুক্ত ও নিরাপদ থাকার আপ্রাণ চেষ্টায় নিয়োজিত থাকা। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা—যেন তিনি ঈমানকে আমাদের কাছে প্রিয় ও শোভনীয় করেন। আর কুফরি ও নাফরমানিকে অপ্রিয় করেন ।

আলোচনা-৫৩ : শয়তানের আহ্বান

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ (٢٠) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ (٢١) [لقمان: ٢١-٢٠]

তোমরা কি দেখ না, আল্লাহ আকাশমণ্ডলি ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার সবই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেছেন। মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞতাবশত আল্লাহ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে। তাদের না আছে কোনো পথনির্দেশ, আর না আছে কোনো দীপ্তিমান কিতাব। (২০) তাদেরকে যখন বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুসরণ কর, তারা বলে বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যাতে পেয়েছি তারই অনুসরণ করব। শয়তান যদি তাদেরকে জ্বলন্ত আগুনের শাস্তির দিকে আহ্বান করে তবুও কি? (২১)

প্রসঙ্গকথা: মহান স্রষ্টা আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাদেরকে সম্বোধন করে তাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করেছেন- আসমান-যমীনের সব কিছু তিনি তাদের অধীন করে দিয়েছেন এবং তাদেরকে তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দান-অনুগ্রহ দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন এবং পরোক্ষভাবে তাঁর ইবাদতের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : এক শ্রেণির মানুষ কোনো যুক্তি-বুদ্ধি কিংবা ঐশীগ্রন্থের প্রমাণ ব্যতীত সদা সর্বদা মহান আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী সম্বন্ধে হঠকারিতামূলক বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়। এরাই হল কাফির-মুশরিক বা খোদাদ্রোহী নাস্তিক। তাদেরকে যখন আল্লাহর নাযিলকৃত অহী অনুসরণের আহ্বান জানানো হয় তখন তারা তাদের বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট পিতৃপুরুষদের অনুসরণের দোহাই দিয়ে

তা প্রত্যাখ্যান করে। আর তাদের এই সত্যবিমুখতা, দাম্ভিকতা ও প্রবৃত্তিপরায়ণতা তাদেরকে শয়তানের অনুসারীতে পরিণত করে এবং জাহান্নামের প্রজ্বলিত আগুনের মর্মন্তুদ শাস্তির পথে ধাবিত করে। আর তাদের বোধ-বুদ্ধির নিষ্ক্রিয়তা ও আত্ম-কল্যাণ বিমুখতা তাদের এই সর্বনাশা প্রবণতা উস্কে দেয়। পিতৃপুরুষদের অবধারিত ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করে তাদেরকে এই ভ্রান্তপথ অনুসরণ না করার আহ্বান জানানো হয়েছে। কিন্তু তাদের দুর্ভাগ্য, তারা সেই আহ্বানে সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়েছে। আর এদের সম্পর্কেই ইরশাদ হয়েছে- *আমি তো জাহান্নামের জন্য অনেক জিন্ন ও মানুষ সৃষ্টি করেছি, যাদের রয়েছে এমন অন্তর যা দ্বারা তারা উপলব্ধি করে না; এমন চোখ যা দ্বারা তারা দেখে না এবং এমন কান যা দ্বারা তারা শোনে না। আসলে তারা হল চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় বরং তার চেয়েও অধিক বিভ্রান্ত; তারাই প্রকৃত উদাসীন। (সূরা আ'রাফ, ১৭৯)*

পরিচয় : শয়তান তার সকল উপায়-উপকরণ ও সামর্থ্য-সক্ষমতা দ্বারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মানুষকে সরলপথ থেকে বিচ্যুত করে জাহান্নামের পথে ধাবিত করে।

পরিত্রাণ : অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধি-বিধান অনুসরণ এবং পিতৃপুরুষদের প্রবর্তিত রীতি-নীতি ও সামাজিক কুপ্রথা বর্জনের মাধ্যমে শয়তানের এই তৎপরতাকে নস্যাৎ করা সম্ভব।

আলোচনা-৫৪ : শয়তানের অনুমানের যথার্থতা

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢٠) وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (٢١) [سبأ: ٢٠، ٢١]

তাদের সম্বন্ধে ইবলীস তার ধারণা সত্য প্রমাণ করল। ফলে তাদের মধ্যে একটি মুমিনদের দল ব্যতীত সকলেই তার অনুসরণ করল। আর তাদের উপর তার (শয়তানের) কোনো আধিপত্য ছিল না। কারা আখিরাতে বিশ্বাসী এবং কারা তাতে সন্দিহান তা প্রকাশ করে দেওয়াই ছিল আমার উদ্দেশ্য। তোমার প্রতিপালক সর্ব বিষয়ের সংরক্ষক।

প্রসঙ্গকথা: পূর্ববর্তী কয়েক আয়াতে সাবা সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধি এবং তাদের অন্যায় অপরাধ বর্ণনা করার পর তাদের ভয়াবহ পরিণতি উদ্ধৃত হয়েছে। যাতে কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীলদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : পথভ্রষ্ট মানবগোষ্ঠীর ব্যাপারে অভিশপ্ত ইবলীসের ধারণা ও অনুমান সত্য প্রমাণিত হয়েছে। সে ধারণা করেছিল যে, বাতিল ও অসত্যকে শোভনীয় করে সে তাদেরকে গোমরাহ করবে এবং এই মর্মে সে শপথ করেছিল – ***অবশ্যই আমি তাদের সকলকে পথভ্রষ্ট করব।*** (সূরা হিজর, ৩৯)

এ সম্পর্কে মুজাহিদ র. বলেন, ইবলীস নিজের মতো করে ধারণা করেছিল আর সে ধারণামাফিক ঘটনা সংঘটিত হল, ফলে সে তার ধারণা সত্য প্রমাণ করতে পারল। (তাবারী, ২২/৭) গোমরাহির প্রতি ইবলীসের আহ্বানে মুমিনদের একটি দল ব্যতীত সকল মানুষ সাড়া দিয়েছিল। আল্লামা কুরতুবী বলেন, মুমিনদের একটি দলই তার অনুসরণ থেকে বাঁচতে পেরেছিল। অবশ্য ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, এই দল দ্বারা উদ্দেশ্য সকল মুমিন।

সুতরাং আরবী مِنْ অব্যয়টি এখানে আংশিকতা জ্ঞাপক নয় বরং ব্যাখ্যাসূচক। (কুরতুবী, ২/৩৭৭) ইবলীস তার ধারণাকে সত্য জ্ঞান করেছিল, কেননা ইতোপূর্বে সে আদমের ব্যাপারে সফলতা পেয়েছিল তাই তার ধারণা হয়েছিল যে সে আদম সন্তানের ব্যাপারেও অনুরূপ সফলতা পাবে আর তার এই ধারণা সত্যে পরিণত হয়েছিল। সুতরাং এই পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা বলার অবকাশ নেই যে, ইবলীস গায়েব জানত।(কুরতুবী, ১৪/২৯২) আসলে কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনা দ্বারা আহ্বান করা ব্যতীত ইবলীসের কোনো সামর্থ্য ও কর্তৃত্ব ছিল না। আল্লাহ্ তাআলা তাকে যে অবকাশ দিয়েছেন তা এই উদ্দেশ্যে যেন তিনি তাঁর বান্দাদের জানাতে পারেন, কারা আখিরাতে বিশ্বাসী এবং কারা বিশ্বাসী নয় তাদের সম্পর্কে এবং যেন তিনি প্রত্যেককে তার কর্মফল প্রদান করতে পারেন। আল্লামা কুরতুবী বলেন, ইবলীস তাদেরকে কুফরিতে বাধ্য করে নি। তার পক্ষ থেকে ছিল নিছক আহ্বান ও মন্দকর্ম শোভনে তৎপরতা। (কুরতুবী, ১৩/২৯৩)

হাসান বসরী র. বলেন, ইবলীস তাদেরকে না দৈহিক আঘাত করেছে, না কোনো কিছুতে বাধ্য করেছে। আসলে সে তাদেরকে প্রতারিত ও প্রবঞ্চিত করেছে; তাদের অন্তরে অলীক বাসনা সৃষ্টি করে তার প্রতি আহ্বান করেছে, আর তারা সে আহ্বানে সাড়া দিয়েছে। (মুখতাসার তাফসীর ইবনে কাছীর, ৩/১২৮)

পরিচয় : অধিকাংশ আদম সন্তানকে পথভ্রষ্ট করতে পারার ধারণা ও অনুমান সত্য প্রমাণে শয়তানের তৎপরতা ও সফলতা তার বিপজ্জনক পরিচয়।

পরিত্রাণ : শয়তান থেকে সর্বোতভাবে আত্মরক্ষা করে তার অনুসরণ পরিহারে সক্ষম মুমিনদলের অন্তর্ভুক্ত হতে সদা আল্লাহমুখী হয়ে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে যেতে হবে।

আলোচনা-৫৫ : পার্থিব জীবনের মোহ

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ (٥) إِنَّ
الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ (٦)
[فاطر: ٥-٦]

হে মানব সম্প্রদায়, নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং মহাপ্রবঞ্চক শয়তান যেন কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রবঞ্চিত না করে। নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু; সুতরাং তাকে শত্রু হিসাবেই গ্রহণ কর। সে তো তার দলবলকে আহ্বান করে শুধু এইজন্য যে, তারা যেন জাহান্নামী হয়।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতে ইবলীস বা শয়তান শব্দের পরিবর্তে ধোঁকাবাজ ও প্রতারক বিশেষণ আনয়ন করে মানব সম্প্রদায়কে সতর্ক করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, *হে মানবসম্প্রদায়, নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং পার্থিব জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব ও তুচ্ছতাও সত্য। সুতরাং মহা-প্রতারক (শয়তান) যেন আল্লাহর ক্ষমা ও উদারতার ব্যাপারে তোমাদেরকে মিথ্যা আশ্বাসে প্ররোচিত না করে। এবং তোমাদেরকে তাঁর নাফরমানি অব্যাহত রাখার কুমন্ত্রণা না দেয়। কেননা সে তো তোমাদের সাথে এরূপ প্রতারণামূলক আচরণই করে থাকে। সুতরাং তোমাদের এই ঘোর শত্রু শয়তানকে শত্রুরূপেই গ্রহণ করে তোমরা সর্বোচ্চ সাবধানতা অবলম্বন কর। আর তোমরা তোমাদের দয়াময় প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা জানার পরও কীভাবে এই শত্রুর অনুসরণ কর? শয়তান তো তার অনুসারীদের আহ্বান করে তাদের মহাসর্বনাশ ডেকে আনার জন্য, জাহান্নামের লেলিহান আগুনে অনন্তকাল দগ্ধ হওয়ার জন্য।* সুতরাং তার আহ্বানে সাড়া দেওয়ার পূর্বে এই ভয়াবহ পরিণামের কথা চিন্তা কর।

পার্থিব জীবনের মোহ ও আসক্তি যেমন মানুষকে প্রতারিত ও সত্যবিচ্যুত করে তেমনি মহাপ্রতারক শয়তানও নানাভাবে মানুষকে আল্লাহ সম্বন্ধে প্রতারিত করে। উভয় ক্ষেত্রে ধোঁকা ও প্রতারণা বিদ্যমান। ফলে যারা পার্থিব জীবনের মোহে আচ্ছন্ন তাদেরকে আখিরাত সম্বন্ধে প্রতারিত করা শয়তানের জন্য সহজ।

পরিচয় : মানুষকে ধোঁকা দিয়ে প্রতারিত করা শয়তানের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য। এই ধোঁকা ও প্রতারণার কৌশল প্রয়োগ করে প্রলোভন ও প্রলুব্ধকরণের মাধ্যমে শয়তান মানুষকে আল্লাহর নাফরমানিতে প্ররোচিত করে।

পরিত্রাণ : পার্থিব জীবনের মোহ ও আসক্তি থেকে আত্মরক্ষার মাধ্যমে শয়তানের ধোঁকা ও প্রতারণা থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। কেননা পার্থিব আসক্তি খুব সহজেই মানুষকে শয়তানের ধোঁকা ও প্রতারণার শিকার করে।

আলোচনা-৫৬ : শয়তানের নিদর্শন

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَابَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (٦٠) وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (٦١) وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ (٦٢) [يس: ٦٠–٦٢]

আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দিই নি যে, তোমরা শয়তানের দাসত্ব করো না, কারণ সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। আর আমারই ইবাদত কর এটাই সঠিক পথ। সে (শয়তান) তো তোমাদের বহুপ্রজন্মকে গোমরাহ করেছে। তবুও কি তোমরা উপলব্ধি করবে না?

প্রসঙ্গকথা: কুরআন নাযিলের পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়কে শয়তান পথভ্রষ্ট করেছে। তাদেরকে মহান স্রষ্টা আল্লাহর ইবাদতের পরিবর্তে নিজের দাসত্বে লিপ্ত করেছে। এভাবে সে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষকে জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত করেছে। পূর্ববর্তী আয়াতে এই জাহান্নামীদের থেকে পুণ্যবানদের পৃথক হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : জাহান্নামে প্রবেশের পূর্বে অপরাধীদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা বলবেন, আমি কি তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু শয়তানের দাসত্ব করা থেকে বারণ করি নি, এবং আমারই ইবাদত করার নির্দেশ দেই নি? আর সেটাই সঠিক পথ। সুতরাং তোমরা শয়তানের কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনা দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে শিরক ও কুফরিতে লিপ্ত হয়ো না। এবং শয়তানের দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ো না। কেননা সে তোমাদের ঘোর শত্রু, চির-অনিষ্টকামী। তোমাদের আদি পিতা-মাতাকে ধোঁকা দিয়ে সে জান্নাত থেকে বের করেছে। তারপর আদম আ.কে সিজদা না করে আল্লাহর অভিশাপের পাত্র হয়েছে এবং আদমের বংশধর থেকে ভয়ানক প্রতিশোধ গ্রহণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে। আর

সে তার প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়নে সর্বাত্মক তৎপরতার মাধ্যমে তোমাদের পূর্বে বহুজাতি ও সম্প্রদায়কে গোমরাহ করে আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত করেছে। যার পরিণতিতে তারা আল্লাহর গযব ও আযাব দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে এবং জাহান্নামের চিরস্থায়ী আযাবের উপযুক্ত সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং, এরপরও কি তোমরা তার শত্রুতা, আনুগত্য ও দাসত্বের ভয়াবহ পরিণতি উপলব্ধি কর না! প্রকৃতপক্ষে শয়তান ও জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষার একমাত্র পথ হল আমার আনুগত্য ও ইবাদত করা। এটাই সরল-সঠিক পথ।

পরিচয় : শয়তানের অন্যতম পরিচয় সে মানুষের প্রকাশ্য শত্রু এবং বহু সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর পথভ্রষ্টকারী।

পরিত্রাণ : শয়তানের চিরস্থায়ী শত্রুতার কথা স্মরণ রেখে তার আনুগত্য - অনুসরণ পরিহার করতে হবে এবং এক আল্লাহর ইবাদাতে মনোনিবেশ করতে হবে।

আলোচনা-৫৭ : শয়তানের অবয়ব-আকৃতির কদর্যতা

أَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ (٦٢) إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ (٦٣) إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ (٦٤) طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ (٦٥) فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ (٦٦) [الصافات: ٦٢-٦٦]

আপ্যায়নের জন্য কি এই জান্নাত ভাল, না (জাহান্নামের) যাক্কুম গাছ? (৬২) যালিমদের কষ্ট দেওয়ার জন্য আমি তা সৃষ্টি করেছি। (৬৩) এই বৃক্ষ উদগত হয় জাহান্নামের তলদেশ থেকে। তার মোচা যেন শয়তানের মাথা। অবশ্যই তারা তা থেকে ভক্ষণ করবে এবং তা দ্বারা উদর পূর্ণ করবে।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : এখানে মূলত জাহান্নামে উদগত যাক্কুম বৃক্ষের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। প্রথমত এই বৃক্ষের উৎপত্তিস্থলের কথা বলা হয়েছে যে তা উৎপন্ন হয় জাহান্নামের তলদেশে। অতঃপর এ বৃক্ষ সম্পর্কে বলা হয়েছে তার মোচা বা শীষ যেন শয়তানদের মাথা। আয়াতের আরবী ভাষ্যে শয়তান শব্দটির বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে। আর সাধারণ নিয়মেই বলা যায় 'শয়তানদের মাথা' বলতে যা বোঝানো হয়েছে তা সম্বোধিতদের কাছে সুবিদিত হওয়া আবশ্যক। তবে এ সম্পর্কে আল্লামা ইবনে কাছীর র. ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, এখানে সম্বোধনপাত্রদের কাছে সুবিদিত না হওয়া সত্ত্বেও এই উপমা দেওয়া হয়েছে, কেননা শ্রোতাদের অন্তরে একথা বদ্ধমূল যে, শয়তানের মাথা অতি কুৎসিত ও ভয়াল দর্শন।

পরিচয় : আত্মিক অপবিত্রতা ও কদর্যতা যেমন শয়তানের বৈশিষ্ট্য, তেমনই দৈহিক ও বাহ্যিক কদর্যতাও তার অন্যতম পরিচয়।

আলোচনা-৫৮ : ঐশী প্রত্যাদেশ শ্রবণের অপচেষ্টা

إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ (٦) وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ (٧) لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى
الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ (٨) دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ (٩) إِلَّا مَنْ خَطِفَ
الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ (١٠) [الصافات:٦-١٠]

আমি নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্ররাজির সুষমা দ্বারা সুশোভিত করেছি এবং রক্ষা করেছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান থেকে। যেন তারা ঊর্ধ্বজগতের কিছু শ্রবণ করতে না পারে। এবং তাদের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয় সকল দিক থেকে (জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড) বিতাড়নের জন্য এবং তাদের জন্য আছে অবিরাম শাস্তি। তবে কেউ হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : পৃথিবীর নিকটতম আসমানকে তারকারাজি দ্বারা সজ্জিত করার প্রসঙ্গ কুরআনের একাধিক স্থানে বর্ণিত হয়েছে। সূরা মুলকের ৫নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, *আমি পৃথিবীর নিকটতম আসমানকে প্রদীপমালা দ্বারা সুসজ্জিত করেছি। সেগুলোকে শয়তানদের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ করেছি এবং তাদের জন্য জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি প্রস্তুত করেছি।*

আমাদের চোখে দৃশ্যমান আকাশ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা দুটি বিষয় অবহিত করেছেন। ১. তারকারাজির সৌন্দর্য-সুষমা দ্বারা তিনি তাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন। ২. ঊর্ধ্বজাগতিক প্রহরা দ্বারা তিনি তাকে দুর্বিনীত জিন্নদের থেকে সুরক্ষিত করেছেন।

কাতাদা র. বলেন, গ্রহ-নক্ষত্রকে তিনটি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে; শয়তানদের জন্য বিতাড়করূপে, মানবকুলের জন্য আলোকবর্তিকারূপে এবং নিকটতম আকাশের জন্য শোভা-সৌন্দর্যরূপে। (কুরতুবী, ১৫/৬৪)

আবু হায়্যান বলেন, নিকটবর্তী আকাশকে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করার কারণ বাহ্যদৃষ্টিতে সেটাই দৃশ্যমান এবং শয়তানদের থেকে সংরক্ষণের তৎপরতা তাতেই সীমাবদ্ধ। (আলবাহরুল মুহীত, ৭/৩৫২)

পরিচয় : দুষ্ট জিন্নদের ঊর্ধ্বজগতের বিষয়াদি শ্রবণের কুমন্ত্রণা দিয়ে শয়তান তাদেরকে আল্লাহর অবাধ্যতায় প্ররোচিত করে। শয়তানের উদ্দেশ্য মানবকল্যাণে সংরক্ষিত ও প্রেরিত ঐশী প্রত্যাদেশকে সংশয়যুক্ত ও বিতর্কিত করা। কিন্তু অহী সংরক্ষণের সুরক্ষিত ঐশী-ব্যবস্থাপনায় তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

পরিত্রাণ : আল্লাহ-প্রেরিত অহীর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস বজায় রাখার ক্ষেত্রে শয়তানের কোনো কুমন্ত্রণা দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া এবং সেই সাথে এ জাতীয় তৎপরতার সাথে পরোক্ষভাবে যুক্ত গণক-জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা।

আলোচনা-৫৯ : শয়তানদের উপর নবীর কর্তৃত্ব

وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ (٣٧) وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ (٣٨) [ص: ٣٧، ٣٨]

এবং শয়তানদেরকে, যারা সকলেই ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী, এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ আরও অনেকে।

প্রসঙ্গকথা: পূর্ববর্তী (৩০-৩৭) আয়াতসমূহে আল্লাহ তাঁর নবী সুলাইমান আ.-এর কথা উল্লেখ করে একাধিক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তার বিশেষ দু'আ—*হে আমার প্রতিপালক, আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে এমন রাজত্ব দান করুন যা আমার পরে আর কারও হবে না। আপনিই তো মহাদাতা*—উল্লেখ করেছেন। বলা বাহুল্য যে, আল্লাহ তাঁর নবীর এই দুআ কবুল করেছিলেন, বায়ুপ্রবাহ এবং দুষ্ট জিন্নদেরকে তার অধীন করেছিলেন।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তাআলা সুলাইমান আ.-এর অধীনস্থ দুষ্ট জিন্নদের কর্মতৎপরতা ও অবস্থা বর্ণনা করে বলেছেন, *আর আমি তার অধীন করে দিলাম প্রত্যেক নির্মাণকর্মী ও ডুবুরী শয়তানকে। এবং সেইসাথে শৃঙ্খলাবদ্ধ অনেক শয়তানকে। আর এ সবই আমার দান; যা তুমি বিনা হিসাবে ব্যয় করতে পার কিংবা নিজের কাছে রেখে দিতে পার।*

পরিচয় : এখানে শয়তান শব্দটি রূপকার্থে 'দুষ্ট ও দুর্বিনীত জিন্ন' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইবলীসের অনুসারী ও সহকারীর ভূমিকা পালনের কারণে তাদের শয়তান বলা হয়েছে।

পরিত্রাণ : ইবলীস থেকে পরিত্রাণের পথ ও পন্থাতেই এ সকল দুষ্ট জিন্ন থেকে পরিত্রাণ সম্ভব।

আলোচনা-৬০ : যন্ত্রণাগ্রস্ততা ও আল্লাহবিমুখতা

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ (٤١) [ص: ٤١]

স্মরণ কর আমার বান্দা আইউবকে যখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করে বলল, শয়তান তো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলেছে।

প্রসঙ্গকথা: পূর্ববর্তী রুকুতে আল্লাহ তাআলা তাঁর বিশিষ্ট নবী সুলাইমান আ.-এর প্রসঙ্গ আলোচনার পর এই রুকুতে বিশিষ্ট নবী আইয়ুব আ.-এর কথা উল্লেখ করেছেন।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : আল্লাহর নবী আইয়ুব আ. রোগ-যন্ত্রণায় পতিত হন এবং দীর্ঘকাল ধৈর্য ধারণের পর এই কষ্ট-যন্ত্রণা লাঘবের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন। এই যন্ত্রণা ও কষ্টের জন্য তিনি শয়তানকে দায়ী করেছেন। আর সূরা আম্বিয়ার ৮৩ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, ***এবং স্মরণ কর আইউবের কথা যখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেছিল, আমাকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করেছে। আর আপনি তো শ্রেষ্ঠতম দয়ালু।***

বাহ্যিকভাবে দুটি বক্তব্যের মাঝে পার্থক্য দৃশ্যমান, এখানে আইয়ুব আ. তাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলার জন্য শয়তানকে দায়ী করেছেন আর অন্যত্র শয়তানের উল্লেখ ছাড়াই সরাসরি তা উল্লেখ করেছেন।

মুফাসসিরগণ এর ব্যাখ্যা করে বলেন, কুরআনের ভাষ্য নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ দ্বারা বোঝা যায়, যে সকল বিষয়ে মানুষের কোনো কষ্ট-যন্ত্রণা রয়েছে অথবা সঠিক উদ্দেশ্য ব্যাহত হওয়ার কোনো দিক রয়েছে সেগুলিকে শয়তানের

দিকে সম্পৃক্ত করা যায়। যেমন হযরত মূসা আ. ও ইউশা বিন নূন হযরত খিযিরের সাক্ষাতে গমনকালে বহনকৃত মাছের কথা ভুলে যান। অতঃপর ইউশা আ. তার এই ভুলে যাওয়াকে শয়তানের দিকে সম্পৃক্ত করেন।

আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ জাতীয় বিষয়ের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কারণ কোনো না কোনোভাবে শয়তানই হয়ে থাকে। এই ভিত্তিতেই হযরত আইয়ুব আ. তাঁর রোগযন্ত্রণা ও কষ্টকে শয়তানের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন, বিনয় ও শিষ্টাচার প্রকাশার্থে একথা ব্যক্ত করেছেন যে, অবশ্যই আমার পক্ষ থেকে এমন কোনো শিথিলতা কিংবা ভুল প্রকাশ পেয়েছে যার ফলশ্রুতিতে এই কষ্ট-যন্ত্রণা। অথবা তাঁর এই অসুস্থতা ও ব্যাধিগ্রস্ততায় শয়তান তাঁর অন্তরে এমন কোনো কুমন্ত্রণা প্রক্ষেপণের চেষ্টা করে থাকবে যা প্রতিহতকরণে তিনি উল্লিখিত (মানসিক) কষ্ট-যন্ত্রণা ভোগ করে থাকবেন। *(তাফসীরে উসমানী, ৩/২৭১)*

পরিচয় : মানুষকে কষ্ট-যন্ত্রণায় নিপতিত করে তাকে ধৈর্যচ্যুত ও আল্লাহবিমুখ করার প্রচেষ্টায় শয়তান সদা তৎপর।

পরিত্রাণ : আল্লাহর প্রতি পূর্ণবিশ্বাস রেখে ধৈর্য ও সহনশীলতা অবলম্বনের মাধ্যমে আল্লাহর অনুগ্রহ প্রার্থনা করতে হবে এবং শারীরিক কষ্ট ও রোগ-যন্ত্রণাকালে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে সাবধান থাকতে হবে।

আলোচনা-৬১ : অকৃতজ্ঞতা, অবাধ্যতা ও দাম্ভিকতা

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ (٧١) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي
فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (٧٢) فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (٧٣) إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ
الْكَافِرِينَ (٧٤) قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ
الْعَالِينَ (٧٥) قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (٧٦) قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا
فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (٧٧) وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ (٧٨) قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
(٧٩) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (٨٠) إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (٨١) قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ
أَجْمَعِينَ (٨٢) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (٨٣) قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ (٨٤) لَأَمْلَأَنَّ
جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (٨٥) [ص:٧١-٨٥]

স্মরণ কর যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বলেছিলেন, আমি মানুষ সৃষ্টি করছি কাদামাটি থেকে। যখন আমি তাকে সুষম করব এবং তার মধ্যে আমার রুহ সঞ্চার করব তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হয়ো। তখন ইবলীস ব্যতীত ফেরেশতারা সকলেই সিজদাবনত হল। সে অহংকার করল এবং কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হল। তিনি বললেন, হে ইবলীস, আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি তার প্রতি সিজদাবনত হতে কিসে তোমাকে বাধা দিল। তুমি কি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলে, না তুমি উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন?! সে বলল, আমি তো তার চেয়ে উত্তম। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন থেকে আর তাকে সৃষ্টি করেছেন কাদামাটি থেকে। তিনি বললেন, তাহলে তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও। নিশ্চয় তুমি বিতাড়িত। এবং তোমার উপর আমার অভিশাপ বলবৎ কর্মফল দিবস পর্যন্ত। সে বলল, হে আমার প্রতিপালক, আপনি আমাকে অবকাশ দিন উত্থান দিবস পর্যন্ত। তিনি বললেন, তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হলে অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত। সে বলল, আপনার প্রতাপের শপথ, আমি তাদের সকলকেই পথভ্রষ্ট করে ছাড়ব। তবে তাদের

মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদেরকে নয়। তিনি বললেন, তবে এটাই সত্য, আর আমি সত্যই বলি, অবশ্যই আমি তোমার দ্বারা ও তোমার অনুসারীদের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব।

প্রসঙ্গকথা: পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে নির্দেশ প্রদান করেছেন, নিজেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সতর্ককারীরূপে ঘোষণা করে মানুষকে তাঁর একত্ববাদের প্রতি আহ্বান করতে এবং সকল সৃষ্টির উপর তাঁর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব ও পরাক্রম এবং সেইসঙ্গে তাঁর ক্ষমাপরায়ণতার কথা অবহিত করতে।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা মানুষ (আদম) সৃষ্টির প্রসঙ্গ আরেকবার উল্লেখ করেছেন। ফেরেশতাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন, যখন আমি কাদামাটি দ্বারা মানুষ সৃষ্টি করব এবং তাকে সুষম ও সুঠামদেহী করে তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করব, তখন তোমরা তার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে তার প্রতি সিজদাবনত হয়ো। তখন ফেরেশতাগণ তাদের নিরঙ্কুশ আনুগত্যের ভিত্তিতে তৎক্ষণাৎ আল্লাহর নির্দেশ পালন করলেন। কিন্তু তাদের সাথে অবস্থানকারী ইবলীস আল্লাহর এই নির্দেশের সম্বোধনপাত্র হওয়া সত্ত্বেও তা অমান্য করল। দাম্ভিকতাবশত নিজেকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে সে এই নাফরমানিতে লিপ্ত হল। তার দাম্ভিকতা, অবাধ্যতা ও অকৃজ্ঞতা সম্পর্কে অবহিত থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তাকে প্রশ্ন করলেন; আদমকে সিজদা না করার কারণ জানতে চাইলেন যেন তার উচ্চারণেই তার অকৃতজ্ঞতা, অবাধ্যতা ও ধৃষ্টতার প্রকাশ ঘটে এবং সে নিজেকে তার ভয়াবহ পরিণামের উপযুক্ত সাব্যস্ত করে। আর মহান স্রষ্টা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ন্যায়পরতা ও ইনসাফের শাশ্বত বিধান সুস্থির ও সুরক্ষিত থাকে।

ইবলীসকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তাআলা বললেন, নিজ হাতে আমি যাকে গড়লাম তার প্রতি বিনয় প্রকাশে কিসে তোমাকে বাধা দিল? তোমার বড়াই ও ঔদ্ধত্য, নাকি নিজেকে তুমি তার চেয়ে উচ্চমর্যাদার অধিকারী মনে কর? এখানে আয়াতে বিদ্যমান 'ঔদ্ধত্য ও উচ্চমর্যাদার বড়াই' সমার্থক এবং একে অন্যের পরিপূরক; উভয়ের উৎস অভিন্ন। যার প্রমাণ ইবলীসের উত্তর – *'আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ'*-এ উক্তিতে বিদ্যমান। আল্লাহর নির্দেশের অমান্যতায়

সে শুধু নিজের শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করেই ক্ষান্ত হয় নি। উপরন্তু সে তার অন্যায় ও অযৌক্তিক অবস্থানকে যৌক্তিক ও সঠিক প্রমাণের অপচেষ্টায়ও লিপ্ত হয়েছে। তার যুক্তি, আপনি আমাকে আগুন থেকে আর আদমকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। আগুন মাটি থেকে উত্তম এ ব্যাপারে কোনো সংশয় নেই। সুতরাং আগুন থেকে সৃষ্ট হয়ে আমি কীভাবে কাদামাটি থেকে সৃষ্ট আদমকে সিজদা করব। আপনার মনোনীত সৃষ্টি-উপাদানের ভিত্তিতেই তো সে আমার সিজদার অনুপযুক্ত। অতঃপর আল্লাহ তাকে তাঁর সদা-অনুগত বান্দা ফেরেশতাদের সাহচর্য ও সান্নিধ্য থেকে বহিষ্কার করলেন এবং তাকে বিচার-দিবস পর্যন্ত অভিশাপ দিলেন। আর শয়তান যখন তার এই চির অবধারিত দুর্ভাগ্য অনুধাবন করল এবং নিজেকে জাহান্নামের চিরস্থায়ী ইন্ধনরূপে আবিষ্কার করল তখন সে আদম সন্তানকে পথভ্রষ্ট করে জাহান্নামের পথে তার অনুগামী করার জন্য আল্লাহর কাছে দীর্ঘতম সময়ের অবকাশ ও সুযোগ প্রার্থনা করল। এসময় সে এই মর্মে আল্লাহ তাআলার শক্তি ও প্রতাপের শপথ করল যে, আল্লাহর একনিষ্ঠ নেক বান্দা ব্যতীত সকল বনী আদমকে সে গোমরাহ করে ছাড়বে। আর তার এই শপথের পর আল্লাহ তাআলা বললেন, ***এটাই নির্ধারিত রইল যে, আমি তোমাকে ও তোমার পথভ্রষ্ট অনুসারীদের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব।***

পরিচয় : দাম্ভিকতা ও নিজের শ্রেষ্ঠত্বজ্ঞান শয়তানকে মহান আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞতা ও অবাধ্যতায় প্ররোচিত করেছে এবং তাকে চিরঅভিশপ্ত ও জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত করেছে।

পরিত্রাণ : আত্মম্ভরিতা, অকৃতজ্ঞতা ও অবাধ্যতা হল শয়তানের বৈশিষ্ট্য। শয়তান সবসময় মানুষকে এসকল মন্দ স্বভাবের প্ররোচনা দিয়ে থাকে। সুতরাং শয়তানের অনিষ্ট থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য আমাদেরকে বিনয়-বিনম্রতা, কৃতজ্ঞতা ও মান্যতার আন্তরিক অনুশীলন করতে হবে।

আলোচনা-৬২ : কুমন্ত্রণার সর্বাত্মক আগ্রাসন

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٣٦) [فصلت: ٣٦]

যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচনা দেয় আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে। তিনি তো সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।

প্রসঙ্গকথা: পূর্ববর্তী দুই আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, *ভাল কাজ আর মন্দ কাজ সমান নয়। যা ভাল তা দ্বারা (মন্দকে) প্রতিহত কর। তাহলে দেখবে যার সাথে তোমার শত্রুতা সে যেন তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। আর এ গুণটি শুধু ধৈর্যশীলরাই প্রাপ্ত হয়, এ গুণটি শুধু বিরাট সৌভাগ্যের অধিকারীই প্রাপ্ত হয়।*

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : পূর্ববর্তী আয়াতদ্বয়ে বর্ণিত প্রসঙ্গের ধারাবাহিকতায় আলোচ্য আয়াতে শয়তানের প্রসঙ্গ এসেছে। এখানে পূর্বে বর্ণিত ভাল দ্বারা মন্দ প্রতিহত করার প্রসংশনীয় মানবিক গুণ বর্জন করে শয়তানের প্ররোচনা ও কুমন্ত্রণা দ্বারা প্রতিশোধপরায়ণতার বশবর্তী হয়ে মন্দ আচরণে প্ররোচিত হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে সর্বোচ্চ সদাচারের যে নির্দেশনা দিয়েছেন তা বাস্তবায়নের পথে ইবলীস যদি কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, যদি সে কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনার জাল বিস্তার করে তাহলে আল্লাহর নবীকেও বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে। এটাই আল্লাহর নির্দেশনা। এখানে 'বিতাড়িত' শব্দটি স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করে শয়তানের শত্রুতা ও প্রতিশোধপরায়ণতার প্রতি বিশেষভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা বাহ্যত আদমকে সিজদা না করার কারণেই শয়তানকে বিতাড়িত ও অভিশপ্ত হতে হয়েছে। আর বান্দা আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা মাত্রই তিনি তা শুনতে পান। কারণ তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ সত্তা, যিনি নিজ বান্দার প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে তার জন্য কল্যাণকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাকে সুরক্ষা দান করেন।

পরিচয় : শয়তান সর্বদা মানুষকে তার কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনা দ্বারা বিভ্রান্ত করতে তৎপর। এমনকি নবী-রাসূলদের ক্ষেত্রেও তার এই আগ্রাসী তৎপরতা বিস্তৃত ছিল।

পরিত্রাণ : মুমিনের কর্তব্য হল, যে কোনো পুণ্যকর্ম বাস্তবায়নের পথে শয়তান যদি অন্তরে কোনো কুমন্ত্রণা ও মন্দ প্ররোচনা দেয় তাহলে তৎক্ষণাৎ আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে তাঁর নির্দেশিত সদাচার বাস্তবায়নে তৎপর হওয়া।

আলোচনা-৬৩ : কল্যাণ বিস্তারে বাধা সৃষ্টি

وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (٦٢) [الزخرف: ٦٢]

শয়তান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই নিবৃত্ত না করে (সরলপথ থেকে)। সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

প্রসঙ্গকথা: পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে হযরত ঈসা আ.-এর দৃষ্টান্ত উপস্থাপনকালে আরবের মুশরিকদের প্রতিক্রিয়া উল্লেখ করা হয়েছে অতঃপর তাদের অন্যায় দাবির জওয়াব দেওয়া হয়েছে। ৬১ নং আয়াতে বলা হয়েছে, হযরত ঈসা আ. হলেন কেয়ামতের নিশ্চিত নিদর্শন। সুতরাং (তার আগমনের পর) তোমরা কেয়ামতের ব্যাপারে সংশয়গ্রস্ত না হয়ে আমাকে অনুসরণ কর। আর সেটাই সরলপথ।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : পূর্ববর্তী আলোচনার ধারাবাহিকতায় বলা হয়েছে, হযরত ঈসা আ. হলেন কেয়ামতের অন্যতম আলামত সুতরাং শয়তান যেন তার কুমন্ত্রণা দ্বারা কেয়ামতের ব্যাপারে তোমাদেরকে সংশয়গ্রস্ত না করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান আনা থেকে নিবৃত্ত না করে। আর শয়তান তো মানুষকে সবসময় সত্যবিমুখতার নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণের প্ররোচনা দেয়। এ ব্যাপারে সে তার যাবতীয় উপায়-উপকরণ অবলম্বন করে এবং সর্বসাধ্য ব্যয় করে। কারণ আদি পিতা আদম আ.-সূত্রে সে প্রতিটি মানুষের দুশমন।

পরিচয় : শয়তান হল মানুষের সর্বাধিক অনিষ্টকামী ও ঘোরতম শত্রু।

পরিত্রাণ : আল্লাহর প্রতি ও তাঁর প্রেরিত সকল নিদর্শনের প্রতি নিখাদ ঈমান ও স্থির বিশ্বাসের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী শয়তানের সকল প্ররোচনা ও কুমন্ত্রণা থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে।

আলোচনা-৬৪ : মিথ্যা আশার মোহাবিষ্টতা

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ (٢٥) [محمد: ٢٥]

নিশ্চয় যারা নিজেদের নিকট সৎপথ সুস্পষ্ট হওয়ার পর তা পরিত্যাগ করে, শয়তান তাদের কাজকে শোভন করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়।

প্রসঙ্গকথা: পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে যুদ্ধের নির্দেশ সম্বলিত সূরা নাযিল হওয়ার পর মুনাফিকদের প্রতিক্রিয়া উল্লেখ করে তাদেরকে আনুগত্য করা ও ন্যায়সঙ্গত কথা বলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতঃপর তাদেরকে পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। আর যারা তা করে আল্লাহ তাদেরকে অভিশাপ করেছেন। অতঃপর বধির ও অন্ধ করে দিয়েছেন। পরিশেষে কুরআন সম্পর্কে তাদের চিন্তা না করার কারণ উল্লেখ করে বলা হয়েছে তাদের অন্তর তালাবদ্ধ।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : পূর্ববর্তী আলোচনার ধারাবাহিকতায় আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, সৎপথ সুস্পষ্ট হওয়ার পর যারা তা পরিত্যাগ করে শয়তান তাদের এই সত্য-বিমুখতায় মদদ যুগিয়ে তাদের কৃতকর্মকে শোভন করে দেখায় এবং তাদের অন্তরে মিথ্যা আশার জন্ম দেয়।

সত্য ও ন্যায়ের পথ সুস্পষ্ট হওয়ার পর সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন যে কোনো মানুষের কর্তব্য হল তাকে গ্রহণ করে সেপথে কল্যাণযাত্রা অব্যাহত রাখা। কিন্তু যদি বিপরীত কিছু দৃশ্যমান হয়, অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যদি সত্য ও ন্যায়ের পথ সুস্পষ্ট হওয়ার পরও তা বর্জন করে ভিন্নপথ অবলম্বন করে তাহলে বুঝতে হবে, শয়তান তাদেরকে দুভাবে প্রতারিত করেছে, ১. তাদের এই মন্দকর্ম তাদের জন্য শোভন করেছে। ফলে তারা নিজেদের গোমরাহি বা

সত্যবিচ্যুতি উপলব্ধি করছে না। ২. সে তাদেরকে আল্লাহর ক্ষমা ও অনুগ্রহের ব্যাপারে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে প্রবঞ্চিত ও প্রতারিত করছে। আর মিথ্যা আশ্বাস দেওয়ার অর্থ হল, তাদেরকে আল্লাহর অপার অনুগ্রহ ও অলজ্ঘনীয় অবকাশ-বিধান সম্পর্কে বিভ্রমে ফেলে আল্লাহর সত্তাকে নিজের দূরভিসন্ধির অনুকূল অবয়বে উপস্থাপন করে।

পরিচয় : মানুষের মন্দ-কর্ম শোভন করে দেখানো এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেওয়া শয়তানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

পরিত্রাণ : সকল মন্দকর্মকে মন্দ জ্ঞান করতে হবে এবং শয়তানের মিথ্যা আশা ও আশ্বাসে প্রতারিত না হয়ে নফসে আম্মারা ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে আত্মরক্ষার সর্বাত্মক চেষ্টায় সদা নিয়োজিত থাকতে হবে।

আলোচনা-৬৫ : গোপন পরামর্শের উৎস

إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (١٠) [المجادلة: ١٠]

শয়তানের প্ররোচনায়ই হয় এই গোপন পরামর্শ, মুমিনদেরকে দুঃখ দেওয়ার জন্য। তবে আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত শয়তান তাদের সামান্যতম ক্ষতি সাধনেও সক্ষম নয়। মুমিনদের কর্তব্য আল্লাহর উপর নির্ভর করা। (১০)

প্রসঙ্গকথা: রাসূলুল্লাহ সা. এর মজলিসে ইয়াহুদী ও মুনাফিকরা চুপিসারে পরামর্শ করত এবং প্রায়ই মুসলমানদের প্রতি ব্যঙ্গোক্তি করত এমনকি তারা আল্লাহর রাসূল সা.-কে "আস্-সামু আলাইকা"[১] (তোমার ধ্বংস হোক) বলে অভিবাদন! করত। ফলে মুসলামানগণ মনোকষ্ট অনুভব করতেন । এ ছাড়া তারা নিজেদের মাঝে পাপকর্ম, সীমালঙ্ঘন ও আল্লাহর রাসূল সা.-এর নির্দেশের বিরোধিতার বিষয়ে পরস্পর আলোচনা করত। তাদের আলোচনা হত মুসলামানদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রমূলক। আর তাদেরকে পূর্বেই এসব অপকর্ম থেকে নিষেধ করা হয়। আলোচ্য আয়াত ও তার পূর্বাপরে এ সম্পর্কিত নির্দেশনাই দেওয়া হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হল, উল্লিখিত গোপন পরামর্শ মূলত শয়তানের প্ররোচনা ও কুমন্ত্রণা থেকেই সৃষ্টি। যার উদ্দেশ্য হল, মুমিনদেরকে ব্যথিত ও চিন্তাগ্রস্ত করা। তবে মুমিনদের জন্য ভরসা ও সান্ত্বনা হল আল্লাহর ইরাদা ও অনুমোদন ব্যতীত শয়তান তার এই অপতৎপরতা দ্বারা মুমিনদের সামান্যতম ক্ষতিও করতে পারে না। সুতরাং মুমিনদের কর্তব্য হল শয়তানের এ জাতীয় তৎপরতায় বিচলিত ও বিভ্রান্ত না হয়ে আল্লাহর উপর নির্ভর করা।

---

১. উচ্চারণ সাদৃশ্যের অন্যায় সুবিধা গ্রহণ করে তারা 'আসসালামু আলাই'কা-এর পরিবর্তে তা বলত।

পরিচয় : যে কোনো উপায়ে মুমিনদের দুঃখ-দুর্দশায় নিপতিত করতে শয়তান তৎপর থাকে। যার অন্যতম একটি ক্ষেত্র হল, পাপকর্ম ও সীমালঙ্ঘনে গোপন শলা-পরামর্শ।

পরিত্রাণ : উল্লিখিত ধরনের অন্যায় ও অনুচিত গোপন শলা-পরামর্শ পরিহার করতে হবে এবং এক্ষেত্রে বিদ্যমান নিম্নোক্ত হাদীসের নির্দেশনা অনুযায়ী আমল করতে হবে-*যখন তোমরা তিনজন থাক, তখন দুজন যেন তৃতীয়জনকে বাদ দিয়ে চুপিসারে কথা না বলে। কেননা তা তাকে ব্যথিত করে।* (বুখারী-৬২৯০, মুসলিম-২১৮৪, শামেলা)

আলোচনা-৬৬ : আল্লাহর স্মরণ-বিস্মৃতি শয়তানের প্রভাব

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ (١٩) [المجادلة: ١٩]

শয়তান তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, ফলে তাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছে আল্লাহর স্মরণ। তারাই শয়তানের অনুসারীদল। সাবধান, নিশ্চয় শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত।

প্রসঙ্গকথা: পূর্ববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, *যেদিন আল্লাহ তাদের সকলকে পুনরুত্থিত করবেন সেদিন তারা তাঁর কাছে শপথ করবে যেমন (এখন) তোমাদের কাছে শপথ করছে। তারা মনে করে যে, তারা কোনো সঠিক ভিত্তির উপর রয়েছে। জেনে রাখ, তারাই মিথ্যাবাদী।* এখানে মূলত মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। মিথ্যা শপথের মাধ্যমে আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে তারা আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হয়েছে। এমনকি যেদিন আল্লাহ তাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন, সেদিনও তারা আল্লাহর সামনে তেমনি মিথ্যা শপথ করবে যেমন শপথ করে থাকে তোমাদের সামনে। এ ছাড়া তারা নিজেদের বর্তমান অবস্থার ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করে থাকে অথচ তাদের সবই ভিত্তিহীন ও মিথ্যানির্ভর।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত মুনাফিকদের অবস্থা ও আচরণের মূল কারণ বর্ণনা করে বলা হয়েছে, শয়তান তার অশুভ প্রভাব ও কর্তৃত্ব বিস্তার করে তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। আর মানুষ যখন তার সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা আল্লাহকে ভুলে যায় তখনই সে শয়তানের দাসত্বে লিপ্ত হয়। নিজের ভালোমন্দ-বোধ খুইয়ে তখন সে নফসে আম্মারা ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণে লিপ্ত হয়। অতঃপর যখন শয়তান তার মন্দকর্ম তার জন্য শোভন করে তখন তার সুপথপ্রাপ্তি সুদূর পরাহত হয়ে যায়। আসলে

প্রকৃতপক্ষে এরূপ চরিত্রের মুনাফিকরা হল শয়তানের দোসর। আর পরিণাম-বিচারে তারা নিশ্চিতভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত। মিথ্যা শপথকালে তারা মনে করে তারা রাসূল ও মুমিনদের ধোঁকা দিয়ে লাভবান হচ্ছে। তাদের থেকে সত্য-গোপন করে কিছু সুবিধা আদায় করছে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে চূড়ান্ত পরিণতি-বিচারে তাদের এরূপ ধারণা নিতান্তই অবাস্তব।

পরিচয় : শয়তান মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাকে আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দেয় এবং গোনাহ ও নাফরমানিতে লিপ্ত করে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

পরিত্রাণ : আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দেয় এমন যে কোনো চিন্তা ও কর্ম পরিহার করতে হবে এবং শয়তান-সৃষ্ট দায়িত্ব-বিস্মৃতি থেকে বাঁচার জন্য অবহেলা, উদাসীনতা ও দায়িত্বহীনতা ইত্যাদি পরিহার করে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে।

আলোচনা-৬৭ : শয়তান কর্তৃক সম্পর্ক ছিন্নকরণ

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (١٦) فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ (١٧)

[الحشر: ١٦، ١٧]

এরা শয়তানের মত, সে মানুষকে বলে কুফরি কর। অতঃপর যখন সে কুফরি করে তখন সে বলে, তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি তো জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি। (১৬) ফলে উভয়ের পরিণাম হবে জাহান্নাম। সেখানে এরা স্থায়ী হবে এবং এটাই যালিমদের কর্মফল।(১৭)

প্রসঙ্গকথা: পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, যারা তাদের আহলে কিতাব বন্ধু ইয়াহুদীদেরকে মিথ্যা আশ্বাস প্রদান করত। মিথ্যাচার ও প্রতারণায় অভ্যস্ত হওয়ায়, বাহ্যিকভাবে তাদেরকে একতাবদ্ধ মনে হলেও তাদের মধ্যে মনের মিল ছিল না। আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : উল্লিখিত আলোচনার ধারাবাহিকতায় আলোচ্য আয়াতে মুনাফিকগোষ্ঠী কর্তৃক ইয়াহুদী কাফেরদের, মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্ররোচিত করার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টান্ত শয়তান সদৃশ, যে মানুষকে কুফুরিতে প্ররোচিত করে সটকে পড়ে। প্রথমত সে মানুষকে কুমন্ত্রণা দিয়ে কুফুরিতে আহ্বান করে। অতঃপর মানুষ যখন তার আহ্বানে প্ররোচিত হয়ে কুফুরিতে লিপ্ত হয় এবং আপন রবের নাফরমানিতে বিপন্ন ও বিপর্যস্ত হয়ে সহমর্মিতা ও পৃষ্ঠপোষকতার মুখাপেক্ষী হয় তখনই শয়তান স্বরূপে আবির্ভূত হয়। সে তখন আল্লাহভীতির কথা বলে কুফুরিতে লিপ্ত ব্যক্তির সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন করে তাকে চূড়ান্ত আঘাত করে

তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই আমি তো জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।

শয়তানের এ বক্তব্য থেকে মানুষের প্রতি তার শত্রুতার মাত্রা ও কদর্যতার প্রকৃতি অনুধাবন করা যায়।

আর আয়াতের শেষাংশে শয়তান ও তার প্ররোচনায় কুফরিতে লিপ্ত ব্যক্তির যে পরিণামের কথা উল্লিখিত হয়েছে তার একটি দিক হল, এ পরিণাম শয়তানের জন্য পূর্বনির্ধারিত। সুতরাং তাতে তার কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। পক্ষান্তরে যে আদম সন্তানকে সে জাহান্নামের পথে তার সহযাত্রী করে নিল তার জাহান্নাম থেকে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ও সামর্থ্য ছিল। কিন্তু শয়তানের চক্রান্তে সে পরাজিত হল এবং শয়তান তার বিরুদ্ধে সফলতা অর্জন করল।

পরিচয় : মানুষকে প্ররোচিত ও প্রলুব্ধ করে নিজ উদ্দেশ্য চরিতার্থ হওয়ার পর তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা শয়তানের অন্যতম পরিচয়।

পরিত্রাণ : স্বার্থোদ্ধারের পর পারস্পরিক অপরিচয়ের যে আচরণ আমাদের মাঝে বিদ্যমান তা মূলত শয়তানের প্রভাবেই সৃষ্ট হয়ে থাকে। সুতরাং এই মন্দস্বভাব থেকে আত্মরক্ষার মাধ্যমে শয়তানের অনিষ্ট থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে হবে।

আলোচনা-৬৮ : কুরআন সুনিশ্চিত ঐশী বাণী

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ (٢٥) فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ (٢٦) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (٢٧) لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (٢٨) [التكوير: ٢٥-٢٨]

আর তা অভিশপ্ত শয়তানের কথা নয়। (২৫) সুতরাং তোমরা কোথায় চলছ? (২৬) এটা তো শুধু বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ। (২৭) তোমাদের মধ্যে যারা সরল পথে চলতে চায় তাদের জন্য। (২৮)

প্রসঙ্গকথা: এখানে কথা দ্বারা কুরআন উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গের সূচনা ১৯নং আয়াত থেকে,

নিশ্চয়ই তা এক সম্মানিত দূতের (আনীত) বাণী। যে ক্ষমতার অধিকারী ও আরশ-অধিপতির কাছে মর্যাদাবান। সেখানে মান্যবর ও বিশ্বাসভাজন। আর তোমাদের সঙ্গী উন্মাদ নয়। সে তো তাকে স্পষ্ট দিগন্তে দেখেছে। আর সে অদৃশ্য বিষয় প্রকাশে কৃপণ নয়।

কুরআন সম্পর্কে মুশরিকরা বিভিন্ন সময়ে নানা কটূক্তি করেছে। কুরআনকে কখনও তারা কবিতা, কখনও জাদুবাক্য, কখনও গণকের কথা, কখনও বা অন্যের শেখানো উপকথা বলে আখ্যায়িত করেছে। আসলে শয়তান তাদের অন্তরে কুরআন সম্পর্কে এ জাতীয় কুমন্ত্রণা প্রক্ষিপ্ত করে তাদেরকে কুরআন-বিমুখ করতে চেয়েছে এবং হেদায়েতের আলো থেকে দূরে রাখতে চেয়েছে।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : উল্লিখিত কারণে আল্লাহ তাআলা দ্ব্যর্থহীন ভাষ্যে ব্যক্ত করেছেন যে, নিশ্চয়ই এই কুরআন অভিশপ্ত শয়তানের কথা নয়। সুতরাং কুরআনকে কখনও কবিতা, কখনও জাদুবাক্য, কখনও গণকের কথা – বলে তোমরা বিভ্রান্তির কোন্ গন্তব্যে চলেছ? আল্লাহর বাণী হওয়ার সুস্পষ্ট নিদর্শন

থাকা সত্ত্বেও তোমরা কুরআন উপেক্ষা করে কীভাবে তাঁর বাণীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে যাচ্ছ? বস্তুত এই কুরআন হল আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্ট সকল জগতের জন্য উপদেশ। অর্থাৎ জগদ্বাসীর মধ্যে যারা সরল পথে অবিচল থাকতে চায়। আর তোমাদের সেই চাওয়া তোমাদের স্রষ্টা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ও ইরাদার অধীন।

পরিচয় : আলোচ্য আয়াতে শয়তানকে 'অভিশপ্ত' বলা হয়েছে। আর কুরআনকে শয়তানের সংস্পর্শমুক্ত উপদেশ ও পথনির্দেশ বলা হয়েছে। তৎকালীন আরবে প্রচলিত কবিতা, জাদুবাক্য, কিংবা গণকের কথার সাথে শাব্দিক সাদৃশ্যের সূত্রে শয়তান কুরআন সম্বন্ধে কাফির-মুশরিকদের অন্তরে সংশয়-সন্দেহ প্রক্ষেপণ করত। ফলে তারা দ্বিধা-সংশয়ের আবর্তে ঘুরপাক খেত।

পরিত্রাণ : 'কুরআন' আল্লাহর কালাম হওয়ার নিশ্চিত বিশ্বাস ঈমানের অপরিহার্য অঙ্গ। তার প্রতিটি বর্ণ ও শব্দ, বাক্য ও বাক্যার্থ বোধগম্য ও পরিজ্ঞাত। কিন্তু অনেক মুসলমান এমন রয়েছে যারা কুরআনের অনেক প্রসঙ্গ, আলোচনা ও তত্ত্ব-তথ্যের ব্যাপারে দ্বিধা ও ভিন্নমত পোষণ করে থাকে। আর তাদের এই দ্বিধাগ্রস্ততা ও মতভিন্নতা যে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকেই সৃষ্ট এ ব্যাপারে কোনো সংশয় নেই। সুতরাং কুরআনের এ জাতীয় সকল বিষয় ও প্রসঙ্গের ব্যাপারে শয়তানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনার ব্যাপারে প্রত্যেক মুসলমানকে সজাগ ও সাবধান হয়ে পরিত্রাণের পথ অবলম্বন করতে হবে।

আলোচনা-৬৯ : লোকচক্ষুর অন্তরালে কুমন্ত্রণা

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) مَلِكِ النَّاسِ (٢) إِلَهِ النَّاسِ (٣) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (٤)
الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (٥) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (٦) [الناس: ١-٦]

বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের প্রতিপালকের, (১) মানুষের অধিপতির, (২) মানুষের উপাস্যের নিকট। (৩) আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে, জিন্নের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকে।

প্রসঙ্গকথা: জনৈক ইয়াহুদী লাবিদ ইবনুল আ'সাম-কর্তৃক নবী সা. জাদুগ্রস্ত হন। আল্লাহর নবী হওয়া সত্ত্বেও যাদুর প্রভাবে গুরুতর শারীরিক যন্ত্রণার শিকার হন। আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে জাদুমুক্ত ও সুস্থ করতে সূরাটি নাযিল করেন। উল্লিখিত ইয়াহুদীর এই অনিষ্ট-তৎপরতা যে শয়তানের কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনা থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে নির্দেশ প্রদান করেছেন, শয়তানের অনিষ্ট থেকে তাঁর আশ্রয় গ্রহণের। এখানে তিনি আশ্রয়দাতা পরিচয়ে পর্যায়ক্রমে তাঁর প্রতিপালকত্ব, আধিপত্য ও উপাস্য-সত্তাকে উল্লেখ করেছেন। যা আশ্রয়প্রার্থীর আস্থাবোধ ও সমর্পণ-ইচ্ছাকে পূর্ণাঙ্গতম স্তরে উন্নীত করে। আর যে অনিষ্টকারীর অনিষ্ট থেকে আশ্রয়প্রার্থনা করা হচ্ছে তার প্রথম বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে 'আত্মগোপনকারী'। যা থেকে বোঝা যায়, মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণাদাতা এই শয়তান জিন্ন বা ইনসান যাই হোক, সে তার পরিচয় গোপন রাখে। যেন সে তার সকল অপতৎপরতা ও অনিষ্টকামিতা পূর্ণরূপে চরিতার্থ করতে পারে। আর অজ্ঞাত শত্রুর আক্রমণ যে অধিক ভয়াবহ সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এখানে "আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতা" শয়তানের একটি গুণবাচক নাম। যার অর্থ, স্বভাবগতভাবে আত্মগোপনকারী ও পশ্চাদগামী। বান্দা যখন আল্লাহকে স্মরণ করে তখন শয়তান আত্মগোপন করে। কিন্তু সে যখন আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন হয় তখনই শয়তান তার কুমন্ত্রণায় অগ্রসর হয়। শয়তানকে 'খন্নাস *(পশ্চাদপসরণকারী ও আত্মগোপনকারী)*' বলা হয়েছে আভিধানিক অর্থের প্রতি লক্ষ করে। আর শয়তান যে সকল মন্দ-স্বভাব ও কর্মের কারণে অভিশপ্ত হয়েছে এবং অভিশপ্ত হওয়ার ফলে যে সকল মন্দকর্মে লিপ্ত হয়েছে, তা যদি কোনো মানুষ বা জিন্নের মাঝে অস্তিত্ব লাভ করে তখন তাকেও রূপকার্থে শয়তান বলা হয়।

পরিচয় : শয়তান মানুষের চিরঅনিষ্টকামী ও আত্মগোপনকারী-কুমন্ত্রণাদাতা শত্রু। তার শত্রুতা প্রকাশ্য ও বিভীষণ।

পরিত্রাণ : শয়তানের কুমন্ত্রণা ও অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষার্থে প্রত্যেক মানুষকে তার প্রকৃত উপাস্য ও প্রতিপালকের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। তাকে সকল মন্দচিন্তা ও অন্যায় কর্ম পরিহার করতে হবে। আল্লাহ্ তাআলার প্রতি পূর্ণ আস্থা, ঐকান্তিকতা ও একাগ্রতার সাথে নিজেকে সমর্পণ করতে হবে।

স্বভাব, পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য

কুরআনের বর্ণনায় শয়তানের যে পরিচয় উল্লিখিত হয়েছে, যে সকল কর্মতৎপরতা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা শয়তান আল্লাহর অনুগ্রহবঞ্চিত হয়েছে এবং চিরঅভিশপ্ত ও মানুষের প্রকাশ্য শত্রুতে পরিণত হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

১. আত্মম্ভরিতা ও দাম্ভিকতার কারণে সে নিজেকে আদম আ. থেকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেছে।

২. আল্লাহর প্রতি তার অকৃতজ্ঞতা ও আদমের প্রতি পরশ্রীকাতরতা তাকে আদমকে সিজদা না করে আল্লাহর নির্দেশ লঙ্ঘনে প্ররোচিত করেছে।

৩. মানুষকে বিভ্রান্ত ও হতবুদ্ধি করে সে তার পদস্খলন ঘটায়, এবং তাকে সত্যবিচ্যুত ও আল্লাহবিমুখ করে।

৪. মিথ্যা আশ্বাস ও মিথ্যা প্রতিশ্রুতির প্রলোভন দ্বারা সে মানুষকে প্রলুব্ধ করে।

৫. অশ্লীল ও গর্হিত কর্মের নির্দেশ প্রদান করে সে মানুষের আত্মিক ও চারিত্রিক পবিত্রতা কলুষিত করে।

৬. পারস্পরিক শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে সে মানুষের সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি, ঐক্য, সহানুভূতি ও পরহিতকামিতার সুকুমার-বৃত্তিসমূহ বিলুপ্ত করে।

৭. মানুষের দৃষ্টিতে মন্দকর্ম শোভন করে তার সৎকর্মে প্রত্যাবর্তনের পথ রুদ্ধ করে দেয়।

৮. করণীয় কর্তব্য ভুলিয়ে মানুষকে (আল্লাহর প্রতি ও আল্লাহর সকল মাখলুকের প্রতি) অন্যায় আচরণে প্ররোচিত করে।

৯. 'ফিতনাগ্রস্ত' করে মানুষকে সত্যবিচ্যুত ও আল্লাহবিমুখ করে।

১০. সত্য ও ন্যায়ের পথে বাধাদান করে মানুষকে তার প্রতিপালক থেকে দূরে ঠেলে দেয়।

১১. কুপ্রবৃত্তির অনুগামী করে মানুষকে অন্যায় ও অসৎপথে চালিত করে।

১২. মানুষকে সদাসর্বদা মন্দকর্মে প্ররোচিত ও প্রলুব্ধ করে।

১৩. আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত করে মানুষকে অসহায় ও বিপন্ন রেখে সটকে পড়ে।
১৪. অন্যের অনিষ্টকামিতায় মানুষকে গোপন শলা-পরামর্শের প্ররোচনা দেয়।
১৫. নিরবচ্ছিন্ন মন্দচিন্তা প্রক্ষেপণ করে মানুষের অন্তরে মন্দকর্মের ইচ্ছা জাগ্রত করে।

শয়তান মানুষকে যে সকল কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনা দেয় তা মূলত মানুষের নফসে আম্মারা বা কুপ্রবৃত্তিসমূহের ধারক সত্তাকে সজাগ ও সক্রিয় করার তৎপরতা। আল্লাহর স্মরণ ও তাঁর ভয়ের পরিবর্তে যখন মানুষের অন্তর উদাসীন ও আল্লাহবিমুখ হয়, তখনই মূলত সে শয়তানের প্ররোচনা ও কুমন্ত্রণায় প্রভাবিত, প্রলুব্ধ ও প্রতারিত হয়।

মানুষের দৃষ্টিতে তার মন্দকর্ম শোভন করা শয়তানের ধর্ম। তবে নফসে আম্মারা যদি শয়তানের অপতৎপরতায় সর্বোচ্চ স্তরে প্রভাবিত হয়, তখন মানুষের নফস নিজেই তার মন্দকর্মকে নিজের কাছে শোভন করে থাকে। এ কারণেই মন্দকর্ম শোভন করার কাজ কুরআনে শয়তানের দিকে যেমনভাবে সম্পৃক্ত করা হয়েছে তেমনিভাবে নফসের দিকেও সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, সর্বসাধ্য ব্যয় করেও শয়তান তার প্ররোচনা ও কুমন্ত্রণা দ্বারা কোনো মানুষকে প্রভাবিত ও প্রতারিত করতে পারে না, যতক্ষণ না মানুষের কুপ্রবৃত্তি তাতে সাড়া দেয়। অর্থাৎ নফসে আম্মারা বা কুপ্রবৃত্তির ধারক-সত্তার আনুগত্য ও অনুগমনের সাড়া পেলেই শয়তানের তৎপরতা শক্তিশালী ও কার্যকর হয়ে দেখা দেয়। আর মানুষ যদি আল্লাহপ্রদত্ত বোধ–বুদ্ধি ও বিবেক–বিবেচনা প্রয়োগ করে, শয়তান ও নফসে আম্মারার অনুসরণের ভয়াবহ পরিণাম ও পরিণতি চিন্তা করে এবং উভয়ের অনিষ্ট থেকে তার প্রতিপালকের আশ্রয় প্রার্থনা করে। তাহলে অবশ্যই সে পরম করুণাময় স্রষ্টা আল্লাহ তাআলার নিরাপদ আশ্রয় লাভ করবে।

শয়তান থেকে পরিত্রাণের জন্য প্রথমত আমাদেরকে শয়তানের সকল স্বভাব, বৈশিষ্ট্য \' কর্মতৎপরতা স্মরণ রাখতে হবে। স্মরণ রাখতে হবে, বনী আদমের প্রতি তার শত্রুতা, ঈর্ষাপরায়ণতা ও প্রতিশোধ-প্রতিজ্ঞার কথা। এবং সে যে অবকাশ ও উপায়-উপকরণ প্রদত্ত হয়েছে তার কথা।

আর শয়তানের কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনায় সাড়া দেওয়ার জন্য প্রত্যেক মানুষের অভ্যন্তরে সদা প্রস্তুত রয়েছে নফসে আম্মারা বা কুপ্রবৃত্তির ধারক সত্তা। সুতরাং আমাদের স্মরণ রাখতে হবে শয়তান হল আমাদের প্রকাশ্য বহিঃশত্রু আর নফসে আম্মারা হল তার পৃষ্ঠপোষকতাকারী ও সহযোগী অদৃশ্য অন্তঃশত্রু। আর এ উভয় শত্রুর সম্মিলিত ও সমন্বিত আক্রমণ প্রতিহত করা মানুষের সাধ্যাতীত। সুতরাং বহিঃশত্রু শয়তানের সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমাদেরকে প্রথমে অন্তঃশত্রু নফসে আম্মারার প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে এবং তার অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে। আমাদের মাঝে বিদ্যমান কুপ্রবৃত্তিসমূহ; অকৃতজ্ঞতা, অবাধ্যতা, আত্মম্ভরিতা, পরশ্রীকাতরতা, হিংসা-বিদ্বেষ, কাম-ক্রোধ, লোভ-লালসা, অন্যের অনিষ্টকামিতা, পার্থিব মোহগ্রস্ততা, সম্পদাসক্তি ইত্যাদিকে নিয়ন্ত্রিত ও অবদমিত রাখতে হবে এবং নফসের আল্লাহবিমুখ প্রবণতাকে নির্মূল করতে হবে। নিজের মাঝে বিকাশ ঘটাতে হবে কৃতজ্ঞতা, মান্যতা, ন্যায়পরায়ণতা, পরহিতকামিতা, পার্থিব নির্মোহতা, জ্ঞানাসক্তি, শান্তিপ্রিয়তা, ভ্রাতৃত্ববোধ, সহমর্মিতা ও উদারতার এবং সর্বোপরি নিজেকে স্রষ্টার সকল সৃষ্টির কল্যাণে নিয়োজিত ও নিবেদিত করে মহান স্রষ্টার সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ লাভের প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে হবে।

শয়তানের অনিষ্ট থেকে পরিত্রাণ লাভের দুআ

শয়তানের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা এবং তার কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে 'পরিত্রাণ' শিরোনামে যে সকল নির্দেশনা এসেছে তার অনুধাবন ও বাস্তবায়ন জরুরী। সেই জরুরী কর্তব্যপালনে সহায়ক কুরআনে ও হাদীসে বর্ণিত নিম্নলিখিত দুআসমূহ উদ্ধৃত হল।

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করছি বিতাড়িত শয়তান থেকে।

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করছি বিতাড়িত শয়তান থেকে।

رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنۡ هَمَزَٰتِ ٱلشَّيَٰطِينِ. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحۡضُرُونِ. [المؤمنون: ٩٧–٩٨]

হে আমার প্রতিপালক, আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি শয়তানদের প্ররোচনা থেকে। হে আমার প্রতিপালক, আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি আমার নিকট তাদের উপস্থিতি থেকে।

أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ. مَلِكِ ٱلنَّاسِ. إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ. مِن شَرِّ ٱلۡوَسۡوَاسِ ٱلۡخَنَّاسِ. ٱلَّذِي يُوَسۡوِسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ. مِنَ ٱلۡجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ. [الناس:١–٦]

আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের প্রতিপালকের; মানুষের অধিপতির; মানুষের উপাস্যের। আত্মগোপনকারী, কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হতে। যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে। জিন্নের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকে।

رب إني أعيذ نفسي بك وذريتي من الشيطان الرجيم.

হে আমার প্রতিপালক, আমি নিজেকে এবং নিজ বংশধরকে বিতাড়িত শয়তান থেকে আপনার আশ্রয়ে অর্পণ করছি।

كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا دخلَ الخلاءَ قال: "اللهم إني أعوذُ بك مِن الخُبْثِ، والخبائثِ" (مسلم:٣٧٥).

আল্লাহর রাসূল সা. যখন প্রাকৃতিক প্রয়োজনে গমন করতেন তখন বলতেন, হে আল্লাহ আমি পিশাচ-পিশাচী[১] থেকে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি।

كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ حينَ يُرِيدُ أن ينامَ: «اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَهَ كُلِّ شَيْءٍ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وَالمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَشَرَكِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي إِثْمًا، أَوْ أَرُدَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ (المعجم الكبير للطبراني، ١٤٦٧٨)

আল্লাহর রাসূল সা. যখন ঘুমানোর ইরাদা করতেন তখন বলতেন, হে আল্লাহ, আসমান-যমীনের স্রষ্টা, দৃশ্য-অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, সকল মাখলুকের প্রতিপালক, সকলের উপাস্য! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। আপনি একক, আপনার কোনো অংশীদার নেই। আর মুহাম্মাদ হলেন আপনার বান্দা ও রাসূল। আর ফিরিশতারাও (তদ্রূপ) সাক্ষ্য দেয়। **হে আল্লাহ, আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি শয়তান ও তার শিরক[২] থেকে। আর আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি নিজে অনিষ্টকর কোনো পাপে লিপ্ত হওয়া থেকে। অথবা কোনো মুসলমানের কাছে তা টেনে আনা থেকে।**

كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: "اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ منَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ، وَهَمزِهِ، ونفخِهِ، ونفثِهِ قالَ: همزُهُ: الموتَةُ، ونفثُهُ: الشِّعرُ، ونَفخُهُ: الكِبرُ" (ابن ماجه:٦٦٥).

---

১. অর্থাৎ দুষ্ট নর ও নারী জিন্ন।

২. অর্থাৎ তার শিরকে লিপ্তকারী তৎপরতা প্রচেষ্টা থেকে।

নবী সা. বলতেন, হে আল্লাহ, আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি বিতাড়িত শয়তান থেকে, তার কুমন্ত্রণা ও অনিষ্টকর ফুৎকার থেকে।

قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "اللَّهمَّ فاطرَ السَّماواتِ والأرضِ، عالمَ الغَيبِ والشَّهادةِ، أنتَ ربُّ كلِّ شيءٍ، وإلهُ كلِّ شيءٍ، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بكَ مِن الشَّيطانِ وشَرَكِهِ، وأعوذُ بكَ أن أقترِفَ على نفسي سوءًا وأجرُّهُ إلى مسلمٍ" (صحيح الترغيب:٦٠٨).

হে আল্লাহ, আসমান-যমীনের স্রষ্টা, দৃশ্য-অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, আপনি সকল মাখলুকের প্রতিপালক, সকলের উপাস্য! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি শয়তান ও তার শিরক থেকে। আর আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি আমি নিজে কোনো মন্দকাজে লিপ্ত হওয়া থেকে অথবা কোনো মুসলমানের প্রতি তা টেনে আনা থেকে।

قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من التردِّي والهدْمِ والغرقِ والحرقِ، وأعوذُ بك أن يتَخبطَني الشيطانُ عند الموتِ، وأعوذُ بك أن أموتَ في سبيلِك مُدْبرًا، وأعوذُ بك أن أموتَ لديغًا" (صحيح الجامع:١٢٨٢).

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, হে আল্লাহ, আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি পতন, ভাঙন, (পানিতে) নিমজ্জন ও (আগুনে) দগ্ধ হওয়া থেকে। আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি মৃত্যুকালে শয়তান আমাকে অপ্রকৃতিস্থ করা থেকে। আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি আপনার রাহে পলায়নরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা থেকে এবং আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি সর্পদংশনে মৃত্যুবরণ করা থেকে।

تمت بالخير

‘নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু সুতরাং তাকে শত্রুরূপেই গ্রহণ কর।’

(সূরা ফাতির-৬)

সর্বশেষ আসমানীগ্রন্থ কুরআনে এভাবেই বর্ণিত হয়েছে মানবজাতির মহাশত্রু ইবলিস শয়তানের কথা; বর্ণিত হয়েছে তার দাম্ভিকতা, খোদাদ্রোহিতা, অকৃতজ্ঞতা ও মানুষের প্রতি তার অনিষ্টকামিতা ও শত্রুতার কাহিনী। এসব কাহিনীর কুরআনী ভাষ্যেই রয়েছে শয়তান থেকে পরিত্রাণের পথ ও পন্থা। কুরআনী ভাষ্যের আলোকে শয়তানের পরিচয় এবং সে পরিচয়ের আলোকে তার অনিষ্ট থেকে পরিত্রাণের উপায় অনুসন্ধানই হল বক্ষ্যমাণ সংকলনের উদ্দেশ্য।

সমগ্র কুরআনে ৬৯টি স্থানে শয়তান-প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে সেসব প্রসঙ্গের বর্ণনায় শয়তানের পরিচয় এবং তার অনিষ্ট থেকে পরিত্রাণের উপায় বিধৃত হয়েছে। গ্রন্থটির সুস্থির অধ্যয়ন শয়তানের অনিষ্ট থেকে পরিত্রাণের পথ দেখাবে—এই প্রত্যাশা নিয়েই আমাদের এই সংকলন। সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের বিশুদ্ধ তরজমা ও নির্ভরযোগ্য তাফসীরের আলোকে প্রাসঙ্গিক আলোচনাসমূহ উপস্থাপিত হয়েছে। কলেবর সংক্ষিপ্ত হলেও গ্রন্থখানির প্রয়োজনীয়তা ও নির্ভরযোগ্যতা সচেতন পাঠকমাত্রই অনুধাবন করবেন। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

- প্রকাশক

প্রকাশনা ও পরিবেশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী™
ইসলামী টাওয়ার, দোকান ৩২/এ, আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা।